চাকমা প্রবাদ • ডঃ দুলাল চৌধুরী

...aj Foundation Ch...
...ain. Gurukul Kangri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাকমা প্রবাদ

ডঃ দুলাল চৌধুরী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

वर्ग संख्या ———

आगत संख्या ———

पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है इस तिथि सहित 30वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा 15 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बिलम्ब - दण्ड लगेगा ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাকমা প্রবাদ

প্রবাদের গবেষণামূলক আলোচনাসহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাকমা প্রবাদ

ডঃ দুলাল চৌধুরী
অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্য বিভাগ, ফকিরচাঁদ মহাবিদ্যালয়,
ডায়মণ্ডহারবার, মহাপরিচালক অকাদেমি
অব ফোকলোর কলকাতা

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

পরিবেশনায়
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CHAKMA PRABAD

[A collection of Chakma proverbs of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh and Tripura, India, with analytical and ethno-structural notes]

Dr. Dulal Chaudhuri M. A. ; Ph. D (Calcutta)

Price : Rupees Fourteen only

Foreign : Five dollars.

First impression : Calcutta, September 1980

© Author

প্রকাশক :

এস. চৌধুরী

লোকনিকেতন

২০এ সেণ্ট্রাল রোড

কলকাতা-৭০০০৩২

প্রচ্ছদ :

শ্রীতপন কর

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

বি. এন. প্রসেস

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক:

শ্রীমতী রেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০০০৪

চোদ্দ টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজীবন রসিক, সাহিত্যিক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেওয়ান

করকমলেষু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

গ্রাম ও লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা পদ্ধতি
Methodology in the Folklore Research
বাঙলার আঞ্চলিক শব্দ (সম্পাদিত)
বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি
পূর্ব-বাঙলার লোকসংস্কৃতি (সম্পাদিত)
আমি তোমাদেরই লোক(যন্ত্রস্থ)
[রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও লৌকিক ভাবনার স্বর্ণফসল]
সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী (সম্পাদিত)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিবেদন

চাকমাদের প্রসঙ্গে আমার আবাল্য কৌতূহল ছিল। কারণ চট্টগ্রামের পটীয়া থানার এমন একটি গ্রামে আমি জন্ম গ্রহণ করেছিলাম যার সন্নিহিত ছিল আরাকান শৈলশ্রেণী। অনুচ্চ পাহাড়গুলি আমার কৈশোর-মনকে হাতছানি দিয়েছিল। ফলে খরানা শৈলশ্রেণী এবং শ্রীমতী ও শঙ্খনদীর চর আমার কৈশোরের উপবন হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী নদীর তীরেই ছিল চক্রশালা নামে একটি গ্রাম। আর এই গ্রামেই একদা চাকমা এবং মগদের বৌদ্ধবিহার ছিল। এখানেই মহামুনির মেলা বসত। ছেলেবেলায় দেখেছি এখানে আসতেন আরাকান ও উত্তরব্রহ্ম থেকে বৌদ্ধরা। আর দেখেছি চাকমা ও মগদের। এঁরাই ছিলেন আমার প্রতিবেশী প্রিয়জন। চাকমা ও মগ মেয়েদের বর্ণালী 'পিনন্' (কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিলম্বিত বহু রঙের মোটা দোপাটা কাপড়) ও 'থামী' আমার মনকে হরণ করেছিল। অবাক হয়ে দেখতাম এই মঙ্গোলয়েড মানুষগুলির সারল্য ও সৌন্দর্য। এঁদের ভাষার সঙ্গে আমার কথ্য ভাষারীতির ছিল অন্তরঙ্গতা। তাই এঁদের খুব কাছে যেতে পেরেছিলাম।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান হলো 'বাংলাদেশ'। পথের কাঁটা, তারের বাঁধন একটু আলগা হলো। আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মযহারুল ইসলাম হলেন ঢাকার বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক। তাঁর সস্নেহ আমন্ত্রণে 'প্রদর্শ ফেলো' হিসাবে ছ' মাসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের লোক-সংস্কৃতি ও লোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেলাম। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্দ্ধে রাঙ্গামাটিতে এবং ১৯৭৭ সালের শেষার্দ্ধে ত্রিপুরায় চাকমাদের বর্তমান অবস্থা ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করে যে উপকরণ চাকমা বন্ধুদের সহায়তায় সংগ্রহ করেছিলাম তার একটি অংশ হলো "চাকমা-প্রবাদ"। এই গ্রন্থে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সেই প্রবাদমালা এবং তুলনামূলক আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং রাজবংশীদের কিছুপ্রবাদও সন্নিবেশিত করেছি। আমি দেখাতে চেয়েছি সাংস্কৃতিক বিকিরণ কেমন হতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর সমাবেশে কোথায় ভাব বিরোধ ও কোথায় সমন্বয়।

প্রবাদের একটা রূপ যেমন একান্তই 'আঁচল ধরা' (oico type), অন্য রূপটি তেমনি বিশ্বজনীন (universal type)। প্রবাদের মধ্যে যে বিবরণাত্মক উপকরণ গুলি থাকে, তা' বস্তুত দ্বিবিধ : বিষয় ও মন্তব্য। বিষয়ের আপাত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রসঙ্গ রূপ, ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সংবর্তিত হয়। প্রবাদের যে সাধারণ সরল-রূপ ইউরোপ-আমেরিকায় পাওয়া গেছে, তার মধ্যে "টাকা কথা বলে" (Money talks) প্রবাদটি উল্লেখযোগ্য। "টাকা কথা বলে"—এই সত্যটি জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত। ইউরোপের কোন কোন দেশে এবং আমেরিকায় যেমন প্রবাদটি জীবনাশ্রিত সত্য, তেমনি ভারতের মত মিশ্র অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক দেশেও এটি আজ সত্য বলে স্বীকৃত।

'টাকা কথা বলে': 'টাকা'—মাথা বা বিষয়। 'কথা বলে'—লেজ বা মন্তব্য। আমেরিকার কোন রেস্তোঁরায় জনৈক অধ্যাপক এক সন্ধ্যায় ঢুকেই দেখলেন—সব টেবিলেই "রিজার্ভড" (সংরক্ষিত) কার্ড রয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি হেড ওয়েটারের (প্রধান পরিচাবক) কাছে গেলেন। তাকে তিনি একটি ডলার দিয়ে একটা টেবিলে বসতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'হেড ওয়েটার' তাকে রেঁস্তোরায় ভালো একটি টেবিলে বসতে দিলেন। স্বভাবতই এখানে "ডলার কথা বলেছে" অর্থাৎ হেড ওয়েটারকে একটি আসন করে দিতে ডলার চালিত করেছে। ভারতবর্ষেও 'টাকা কথা বলে'। এখানেই লোকসাহিত্যের বিশ্বজনীনতা।

যাঁদের উৎসাহ ও সহায়তা আমার পাথেয় হয়েছিল, তাঁরা হলেন: ডঃ মযহারুল ইসলাম, জনাব গোলাম কিবরিয়া, ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃরেবতীমোহন সরকার, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা, ডঃ বরুণ-কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রণব সিংহ প্রমুখ। এঁদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আর আমার কৃতজ্ঞতা রইলো ত্রিপুরা সরকারের "ট্রাইবাল রিসার্চ" বিভাগের ডিরেক্টর ও কর্মীদের প্রতি এবং নয়াদিল্লীর "ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার" (আই. সি. এস. এস. আর.) কর্তৃপক্ষের প্রতি। কারণ এঁদের আনুকূল্য আমাকে দূরদূরান্তের দুর্গম পাহাড়-অরণ্যের আঁধারে-আলোতে অভিযান চালাতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

অন্তরালবর্তিনী শ্রীমতী সাধনা চৌধুরী আমার পাহাড়ে-অরণ্যে শৃঙ্খলহীন বিচরণের পথে রোদ-বৃষ্টিতে ছায়া দান করেছেন। শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই মুদ্রণ ব্যাপারে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য ও সহ-যোগিতার জন্য।

কলকাতা
ভাদুপরব, ১৩৮৬

দুলাল চৌধুরী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

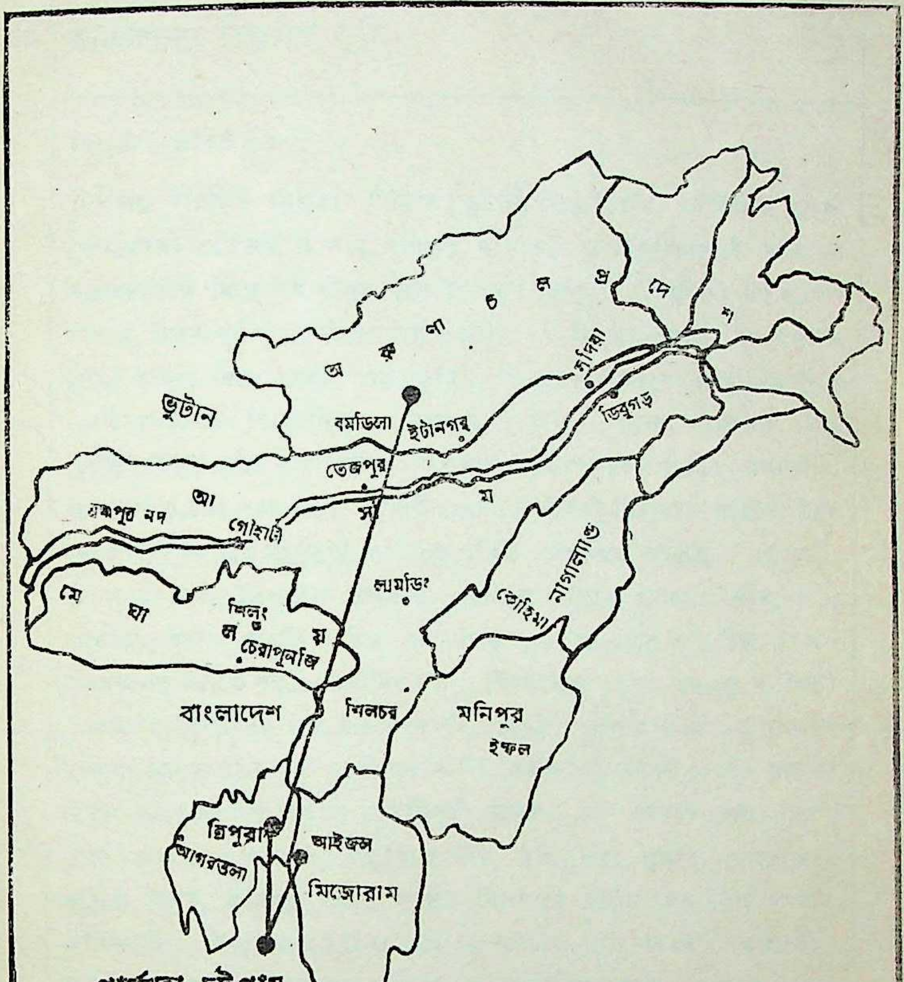

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাকমাদের বিস্তারণ ভুমি

ত্রিপুরা [ভারত] ঃ

হিমালয় সন্নিহিত ত্রিপুরা, সিকিম, (ভূটান) কোচবিহার, দার্জিলিঙ জেলা (পশ্চিমবঙ্গ), মেঘালয়, আসাম, মনিপুর, নাগাভূমি ও অরুণাচল-এই রাজ্য ও অঞ্চলগুলিকে নিয়ে পূর্ব ভারত গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মিজোরাম (ভারত)। ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০ শতাংশ ভূমিই পাহাড় দিয়ে ঘেরা অরণ্যভূমি। উত্তর ও দক্ষিণে পাহাড়ের শৈল শ্রেণী যথাক্রমে বিলোনিয়া ও রামগড় (বাংলা দেশের সীমান্ত) এবং লুসাই পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। ত্রিপুরার মোট আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,১৪২,০০৫ জন। বারটি ছোট ছোট নদী ত্রিপুরার পাহাড়ী উৎস থেকে বহির্গত হয়ে ত্রিপুরার অন্তরকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করেছে। গোমতী, ও মুহুরী নদী ত্রিপুরার উপত্যকা ভূমিকে করেছে উর্বরা। বাঁশ, পাট, আনারস, কাঁঠাল, সবজি ও ধান এখানকার একমাত্র বনজ ও কৃষিজ ফসল। জনসংখ্যার ৩১.৫৩ শতাংশ আদিবাসী। শিক্ষিতের হার ২০.২৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার ৪.৬০ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৬৩.২৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। ত্রিপুরা ভাষা (ককবরক) বলেন ১৮.৫৫ শতাংশ রিয়াং ৪.৬৪ শতাংশ, মৈতৈ বা মনিপুরী বলেন, ২.৪৫ শতাংশ এবং চাকমা ভাষা বলেন ১.৯৬ শতাংশ। এ'ছাড়া হালাম, জামাতিয়া, লুসাই, নোয়াতিয়া, রূপিনী, উছাই, কালাই, মগ ও মুরসুম বিভাষায় বলেন বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসী। ত্রিপুরায় গারো ও মুণ্ডা স্বল্প সংখ্যক বাস করেন।[1] বাঙ্গালীও আদিবাসীর সহাবস্থানের ফলে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংঘর্ষ বর্তমান, অন্যদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

1. Demographic and Socio-Economic Profiles of the Hill Areas of North-East India/census of India/1961.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পার্বত্য চট্টগ্রাম [বাংলাদেশ] ঃ

দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরার রামগড় সীমান্তকে স্পর্শ করে দক্ষিণে আরাকান ব্রহ্মা সীমান্ত এবং পূর্ব্বে লুসাই পাহাড়কে স্পর্শ করে মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত পাহাড়, অরণ্য, শ্বাপদসঙ্কুল ভূমির নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৮৬০ সালে এই জেলার সৃষ্টি। ফেণী, কর্ণফুলি, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদী বিধৌত চারটি উপত্যকা নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুরঙ্গ ভূমি-বৈচিত্র্য। প্রকৃত পক্ষে পার্ব্ত্য চট্টগ্রামও হিমালয়ের লালিত কন্যা।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৮৫,০৭৯ জন। চাকমারা পার্ব্ত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও রামগড় সদরেই অধিক সংখ্যক বসবাস করছেন। ১৯৬১ সালে মোট চাকমার সংখ্যা ছিল ১,২৪,৭৬২ জন, এখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দু'লক্ষে দাঁড়িয়েছে। পার্ব্ত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে আছেন ত্রিপুরা, তঙ্গচঙ্গ্যা, রিয়াং, মগ, কুকি, লুসাই, পাঙ্কো, বনযোগী, ম্রো, খ্যান, কুমি প্রভৃতি। এ'ছাড়া রয়েছেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়। বাংলা ভাষাই এখানকার প্রধান সংযোগের ভাষা। চাকমারা বলেন চাকমা-বাংলা ভাষা। মগ, মুরুং-ম্রো, লুসাই, রিয়াং প্রভৃতির নিজস্ব বিভাষা রয়েছে। মগদের ভাষা আরাকান ও উত্তর-ব্রহ্মী ভাষার মিশ্রণজাত একটি 'মিশ্রভাষা' (mixed dialect)। শিক্ষিতের হার খুব কম। গভীর অরণ্যচারী মানুষগুলির জীবন যাত্রা এখন ফলচয়নে অতিবাহিত হয়। 'জুম' চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকাজ। দাস প্রথা, দাস ব্যবসায় এখনও প্রচলিত আছে পার্ব্ত্য চট্টগ্রামের গহণ বনে চাকমারা মিজোরাম, অরুণাচলে, পশ্চিমবঙ্গে ও আরাকানে ছড়িয়ে আছেন। চাকমা ও মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং জড়োপাসক। একদিকে নির্বাণ অন্যদিকে শাক্ত জীবন বাসনার টানাপোড়নেই এদের জীবন বিকশিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা

চাকমাজাতি ও সমাজ :

চাকমারা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বৌদ্ধ আদিবাসী। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে (বাংলাদেশ), ত্রিপুরা রাজ্যে, মিজোরাম ও অরুণাচলে চাকমারা বসবাস করছেন। প্রায় দু'লক্ষাধিক চাকমা এই রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন চাকমাদের স্থায়ী বাসভূমি বটে, চাকমারা মূলতঃ মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এবং এই উপমহাদেশে বহিরাগত। কারণ চাকমাদের লোকগাথায় বিশেষ করে 'চাটিগাং ছাড়া পালায়' চাকমা জনগোষ্ঠির পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, এমন কি ফেনী নদীর তীর পর্যন্ত চাকমা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান-মোগল বা হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমারা বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের গহন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের আদিধর্ম নয়। এখনও চাকমা সমাজে দ্বিবিধ ধর্ম-রেণু পরিলক্ষিত হয়। সমাজের ওপর স্তরে বৌদ্ধধর্ম, নিম্নভূমিতে প্রাণবাদ। একদিকে যেমন আছেন 'বৌদ্ধভিক্ষু', অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন 'বোলি বা রাউলীরা'। 'রাউলীরা' লোকায়ত ধর্মের রক্ষক, প্রবর্তক ও প্রচারক। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় পরবর্তীকালে, যখন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের চাপে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

চাকমাদের কিম্বদন্তীতে জানা যায় 'কলাপ' নগর চাকমাদের আদি বাসভূমি। এই 'কলাপ' নগরের সঙ্গে অনেকে আবার চম্পক নগরের নাম উল্লেখ করেন। এই কলাপ বা চম্পকনগর কোথায় অবস্থিত ছিল? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি শাক্য জনপদ ছিল। তাদের মধ্যে 'কপিলাবস্তু', দেবদাহ, কোহিল, কলাহ, কুশেত, কাশিত, শাকেত প্রভৃতি;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন কুশেত বর্তমান 'কুশিনগর', কাশিত কি বর্তমান কাশী? সম্ভবতঃ 'শাকেত' বর্তমান 'অযোধ্যা'। আর কপিলাবস্তু বুদ্ধের জন্মভূমি, 'দেবদাহ' বুদ্ধের মাতুলালয়। ইতিহাসের নির্মম রথচক্রতলে এই নামগুলি আজ ইতিহাসের পত্র থেকে লুপ্ত অথবা রূপান্তরিত। কলাপ নগর হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। চাকমাদের তালপাতার পুঁথিতে 'কলাপ' নগরের উল্লেখ রয়েছে। (দ্রঃ রাধামন-ধনপুদি পালা)। 'কলাহ' নগর উচ্চারণ বা লিপি বিকৃতির ফলে 'কলাপ' হতে পারে। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম 'কলাপ'। এখানে একদা 'শাক' জাতি বাস করত। বুদ্ধদেব শাক্য বংশীয়। চাকমারা মনে করেন তাঁরাও শাক্য বংশোদ্ভব। অবশ্য ইতিহাসের তেমন কোন জোরালো সমর্থন নেই।

সনাঙ শেহেন নামক জনৈক চীনদেশীয় ঐতিহাসিক মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে লিখেছেন, শাক্যবংশ তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন: মহাশাক্য, লিচ্ছবিশাক্য, পার্বত্য শাক্য। চাকমা এবং তংচঙ্গ্যারা 'ধর্মকাম' পূজা করতেন। এই পূজাকে 'সীবালী' পূজাও বলা হয়। সীবালী ছিলেন এক শাক্য রাজপুত্র। সিদ্ধার্থের সমসাময়িককালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সীবালী পরবর্তীকালে বুদ্ধ অনুরক্তরূপে পরিচিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, প্রাচীন ব্রহ্মে পাঁচটি প্রধান জাতি ছিল। যেমন, ব্রহ্মা, তৈলাং, কেরাণ বা কোহরণ, বিউ ও চাক। এই চাকেরা উত্তর ব্রহ্মে বসবাস করত।[১] ব্রহ্মের প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম 'চম্পা'। চম্পা ও ইরাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল। সেইখানেই চাকরা বাস করতেন। এই চাকদের আদিনাম শাক (Tsak)। ব্রহ্মদেশীয় বা আরাকানীয় উচ্চারণে 'শাক' হয়ে গেল 'চাক'। এই প্রসঙ্গে আর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিদেশ মন্ত্রীর নাম ছিল সারিণ চাক (শাক?)। সম্ভবতঃ কাম্বোডিয়ায় ও ভিয়েৎনামে 'চাক' বংশজ লোকেরা এখানো বসবাস করছেন। এই চাক শব্দ থেকেই কালক্রমে চাকমা শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হলো। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা (হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) চকমাদের বলেন, 'চাম্‌উয়া'। চাম্ শব্দ 'শ্যাম' শব্দেরও সাদৃশ্যবাচক। সেইজন্য বর্তমানে অনেক গবেষক শ্যামদেশীয় লোকদের সঙ্গে চাকমাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। স্যার জন্ গ্রীয়রসন বলেছেন, 'চাকমাদের লিপি ক্মের লিপির অনুগামী।'[২] কাম্বোডিয়ার লিপিও 'ক্মের'। অবশ্য ব্রাহ্ম লিপির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সঙ্গেও চাকমা লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। স্মর্তব্য এই একদা ব্রহ্মদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি আরাকানের পথ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচারিত হত। বর্তমান লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সালের প্রথমার্দ্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে তালপাতায় লেখা যে সমস্ত প্রাচীন 'তারা' ও প্রাচীন পুঁথি, তান্ত্রিক শাস্ত্র (মন্ত্র) উদ্ধার করেছেন,তাতে ব্রহ্মদেশীয় লিপিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে।[৩] কিন্তু খুব চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার চাকমারা চট্টগ্রামী উপভাষায়ও কথাবার্তা বলেন এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। তবে অতি সাম্প্রতিক চাকমারা ব্রহ্মদেশীয় লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছেন। নয়ারাম চাকমা প্রণীত 'চাকমা প্রথম পাঠ' (রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

চাকমাদের আদি বাসভূমি তাহলে কি ব্রহ্মদেশে? প্রাচীন ব্রহ্ম ইতিহাস এ প্রসঙ্গে নীরব। সপ্তদশ শতকে শ্রীহট্টে [কালাবাঘা] চাকমাদের সঙ্গে পাঠানদের সংঘর্ষ হয়। তার বহু পূর্বেই চাকমারা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে [সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত] এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন লিউইন তাঁর গ্রন্থগুলিতে চাকমাদের প্রসঙ্গে সুন্দর ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তিনি চাকমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন। বৃহত্তর ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা। বিশেষতঃ পূর্বভারতের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে আমাদের 'ক্রনিকল্‌স' বা 'এ্যানাল্‌স'গুলি নীরব। যুগে যুগে এই বৃহৎ ভূখণ্ডে নানা জাতের মানুষ এসেছেন এবং বৃহত্তর জনস্রোতে মিশে গেছেন। তাদের সুচিহ্নিত একক ইতিহাস আজ হারিয়ে গেছে।

চাকমাদের লোকগাথা, কিম্বদন্তী আর আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম, সাহিত্য-ভাষা ইত্যাদির সামগ্রিক বিচার আজও হয়নি। শুধু কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড বর্ণনা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। বর্তমানকালেও অনুসন্ধান চলছে। শ্রীসুগত চাকমা নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র 'চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন (১৯৭৩)। ঐ পুস্তিকায় তিনি চাকমা ভাষাকে মাগধী (মাগহী) প্রাকৃতের সমতুল্য বলে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাগধী প্রাকৃতের যে লক্ষণগুলি আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে প্রাচীন বাংলাভাষার মিল রয়েছে। প্রাচীন বাংলাভাষার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিদর্শন পেয়েছি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' (চর্যাপদে)। আর এই চর্যাগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা যে শুধু বাঙালী একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে মাগধী প্রাকৃতের প্রচলন ছিল। (ভাগলপুর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বা মগধ থেকে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ পর্যন্ত।) চট্টগ্রামের বর্তমান বিভাষা মাগধী প্রাকৃতের বিকৃতরূপ মনে করা যেতে পারে। চাকমারা ইতিহাসের আদিতে অর্থাৎ তাদের উদ্ভবযুগে যে ভাষা বলতেন বা ব্যবহার করতেন, আজ সে ভাষা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। কালক্রমে তারা যে জনপদে ছড়িয়ে পড়েছেন সেখানকার ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তা না হলে লিপির সঙ্গে বর্তমান কথ্য ভাষার এমন পার্থক্য হতে পারত না। ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উপপ্লবে চাকমারা বহুযুগ ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছেন। মাত্র প্রায় আড়াই শত বছর আগে রাণী কালিন্দির আমলে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন।[৪] সেইজন্য তাদের ইতিহাস নানা জটিল ঘটনার আবর্তে আজ নিমজ্জমান।

তবে একথা ঠিক চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন। হিমালয়ের পাদদেশের গহণ অরণ্যে মহাভারতের বা পুরাণের যুগে কিরাত, শবর ইত্যাদি আদিবাসী বাস করতেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও শবরদের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ মহাযান বা বজ্রযানীরা একদা মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন এবং এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচার করতেন। বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণুরূপ নেপালের ও তিব্বতের বৌদ্ধমঠগুলিতে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তা মূলতঃ শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ। মগধ বা কলিঙ্গের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে পূর্বভারতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে থেরবাদীদের সমন্বয় হয়।

অনেকে মনে করেন, উত্তর ব্রহ্ম (শান), প্রাচীন মগধ (বর্তমান বিহার) কালাবাঘা (শ্রীহট্ট), প্রাচীন মালাক্কা (বর্তমান মালয়), কোচীন চীনের চম্পা ও হিমালয়ের পাদদেশের প্রাচীন সাংপু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী অঞ্চলে চাকমারা একদা বসবাস করতেন। চাকমাদের আদিপুরুষ বিজয়গিরি সম্ভবত শ্যামদেশের চম্পকনগর থেকে ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। চাকমা লোকসাহিত্যে 'চাটিগাং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছাড়া 'পালানুসারে চম্পকনগরের রাজা সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি (৯৯৪—৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আরাকানের রোসাঙ রাজ্য অধিকার করেন। এইভাবেই নাকি আরাকান ও উত্তর ব্রহ্মে চাকমা রাজ্য গড়ে ওঠে। বিজয়গিরি চাটিগাং ছাড়া পালায় আরাকান অভিযান প্রসঙ্গে বলেছেন:

অপার পানি সাগর বেই
কুলকিনারা দেখা নেই,
জাতি পূজাত তে (বিজয়গিরি) ঘি দিল
রোওয়া দেশত্ তে কুলেল।

মগরা এদের বলতেন: 'শাংমাং'।[১] 'মাং' শব্দের অর্থ রাজা এবং 'শাংমাং' শব্দের অর্থ হস্তী রাজা। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে দেখা যায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন আরাকানের তৎকালীন রাজা চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকে ব্রহ্মদেশ থেকে কিছু পলাতক চাকমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।[২]

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরার খুব প্রাচীন অধিবাসী। বৌদ্ধধর্মালম্বী এই জনগোষ্ঠী ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু জনপদ একদা অতিক্রম করেছেন। প্রাচীনতম সমাজ ব্যবস্থার চঞ্চল অর্থনীতি এই পর্বতচারী অরণ্যবিলাসী মানুষগুলোকে ভাগ্যান্বেষণে পথ চলতে বাধ্য করেছিল। সেই ইতিহাস অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় স্থায়ী বাসভূমি রচনার পূর্বে চাকমারা যে প্রকৃতির পূজারী ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁদের আচরিত নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠানে। গাঙপূজা, বুরপাড়া, মন্ত্রতন্ত্র, বিবাহের ও জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচারে প্রকৃতি পূজা ও সর্বপ্রাণবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, মহাথেরো যেমন আছেন, তেমনি সমাজ কাঠামোর নিম্নভূমিতে রয়েছেন রোলি (রাউলি) ও ওঝা। এরা নিরক্ষর জুমিয়াদের দীক্ষিত করেন এবং নিত্য উৎসব-পার্বণে পৌরোহিত্য করেন। কেয়াঙ বা বৌদ্ধবিহার সর্বত্র সুলভ নয়। তাই দূর

---

১. মগভাষার 'শাং' শব্দের অর্থ 'হস্তী' আর 'মাং' শব্দার্থ 'রাজা'। এই যৌগিক শব্দের অর্থ 'হস্তী রাজা'। চাকমাদের বর্তমান (রাঙ্গামাটি) রাজবাড়ির সিংহদ্বারে এখনও হস্তী প্রতীক আছে।

২. In the Sylvan Shadows/Dacca—Abdus Sattar.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দূরান্তের মানুষ শুধুমাত্র বার্ষিক উৎসবে অর্থাৎ মহামুনি বা বৌদ্ধ পূর্ণিমায় একত্রে মিলিত হন। সমাজের নিম্নভূমিতে লোকাচারে (বিবাহে ও গাঙ্‌পূজায়) শূয়োর বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, যা বৌদ্ধ অহিংস নীতিতে নিষিদ্ধ। এই বৈপরীত্যের মিলনেই বর্তমান চাকমা সমাজ বিকশিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও পার্বত্য ত্রিপুরায়। ময়নামতী ও পাহাড়পুরের প্রত্ন সাক্ষ্য এবং ঢাকার সন্নিকটস্থ উয়াড়ী বটুয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। উয়াঙ চুয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলার সর্বত্র হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকমা রাণী কালিন্দি পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য আরাকানের সজ্ঘরাজ সারমিত্ত মহাস্থবিরকে আমন্ত্রণ জানান। তখন চাকমাদের রাজধানী ছিল চট্টগ্রামের রাজনগরে (রাঙ্গুনিয়া)। বৃটিশ শাসনের নির্দ্দেশে ১৭৭৩-৭৫ সালের মধ্যে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। রানী কালিন্দির প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও মানিকচড়িতে। যেখানে চাকমা, রোয়াঙ্‌ ও মঙ্‌ রাজারা বাস করতেন। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজগুরুর তত্ত্বাবধানে সজ্ঘরাজ নিকায়ের অন্তর্ভুর্ক্ত হয়ে পড়ে।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, চর্যাপদে ব্যবহৃত রূপকল্প বা ভাষার সঙ্গে বর্তমান চাকমাদের কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য এই মিল খুব বিচ্ছিন্ন। চাকমারা যে মঙ্গোলীয়ে জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুর্ক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চাকমাদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে। তাদের দেহাকৃতি ও অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য থাইল্যাণ্ড (কাম্বোডিয়া) বা ভিয়েতনামবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং মনে হয় চাকমারা মূলতঃ চাক বা শাক। থাইল্যাণ্ডের 'চ্যাংমাই' নদী প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত ইতিহাসের প্রাগুষায় তারা যাযাবর জীবন থেকে মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন। একদিন উপযুক্ত পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'মহামুনি' বা বৌদ্ধ উৎসব-পার্বনগুলি চাকমাদের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই হারানো ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা করেছেন বিভিন্ন গবেষক। চাকমাদের ধর্মজীবন প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান গবেষক অধ্যাপক ডঃ হাইন্‌জ বেশার্ট বলেছেন: "চট্টগ্রাম এলাকায় চাকমাদের বাস। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোক।" চাকমাদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।"

১. ভিক্ষু ২. রৌলি ৩. ওঝা ৪. গাঙ্গুলি ৫. সাধারণ চাকমা এদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো নিম্নরূপ:

ভিক্ষু [রক্ষণশীল সন্ন্যাসী, সংঘরাজা নিকায়বদ্ধ।]

রৌলি [বা রাউলি—গ্রামীণ পুরোহিত; লোকাচারী।]

ওঝা [ঝাঁড়ফুঁক-মন্ত্রদ্বারা অপদেবতা ও আধিভৌতিক শক্তির নিয়ন্ত্রক; লোকচিকিৎসক]

গাঙ্গুলি [লোকগায়ক বা গায়েন]

সাধারণ চাকমা [বৌদ্ধ এবং প্রাণবাদী বা প্রকৃতি পূজারী।]

চাকমা সমাজ-সংগঠনের প্রাচীন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

চাকমা রাজা (চাকমা সার্কেলের প্রধান)

মৌজা প্রধান (হেডম্যান)

কারবারী (গ্রাম বা আদাম প্রধান /দেওয়ান)

সাধারণ চাকমা (আদামের অধিবাসী)

থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। মহাথেরো নিকায়ও সংঘরাজা নিকায় মিলিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩১০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে প্রায় ২৪৬টি চট্টগ্রামে অবস্থিত। একদিকে বৌদ্ধসংঘ অন্যদিকে গ্রামীণ পুরোহিত রাউলিরা চাকমাদের ক্রিয়া ও লোকাচারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই ত্রিবিধ কর্মেই উভয় ভাবধারার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

এখানে বৌদ্ধ চাকমাদের দুটি লোকাচারের দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

লোকাচার:

১. চুঙুলাঙ: বিবাহ অনুষ্ঠানে চুঙুলাঙ অবশ্য পালনীয় লোকাচার। চুঙুলাঙ অনুষ্ঠান ব্যতীত বিবাহ অসম্পূর্ণ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা প্রতি বছর চুঙুলাঙ বিপদ নিবারণের জন্য করতে পারেন এবং অনেকে করেও থাকেন।

চুঙুলাঙ অনুষ্ঠানে ওঝা পৌরোহিত্য করেন। চুঙুলাঙের পূর্বদিন ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য। চুঙুলাঙ অনুষ্ঠানের দিন খুব ভোরে ওঝা নির্দিষ্ট গৃহস্থ বাড়িতে আসেন এবং বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' দিয়ে একটি ছোট 'চ্যাঙাড়ী' প্রস্তুত করেন। তার এক পাশে একটি কাঁঠাল পাতায় একখানি ছোট 'ছই' দেওয়া হয়। অন্যপাশে বাঁশের তিনখানি বাখারী তেপায়ার মত করে তাদের মাথায় আর একটি পাতা দেওয়া হয়। এটা দেখতে ঘরের মতন। এটা নারীর জন্য নির্মিত। 'ছই'খানি পুরুষের জন্য নির্মিত। ছইয়ের নীচে একটি ডিম রাখা হয়। তারপর দুটি ছোট ঝুড়ির মধ্যে একটিতে চাল এবং অপরটিতে ধান দিয়ে পূর্ণ করা হয়। খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল—দুটো ঝুড়ির পাশেই দুটো মদের পূর্ণপাত্র রাখা হয়। ওঝা এরপর কাঁঠাল বা বাঁশপাতা মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে স্থাপন করে হঠাৎ সেই পাতা অনুষ্ঠানস্থলে তিনবার নিক্ষেপ করে 'দেবী পরমেশ্বরীর' কাছে 'আগচাওয়া' বা শুভকামনা করেন। দুটো পাতার মধ্যে একটি চিৎ আর একটি উপুড় করে পড়া চাই। নতুবা বিবাহ অনুষ্ঠান শুভদায়ক নাও হতে পারে।

তারপর ওঝা তিনটি কুক্কুট বলি দেন। বিবাহনুষ্ঠানে একটি শূকর বলি দেওয়াও বিধেয়। মোরগের পদদ্বয়, মস্তক ও হৃৎপিণ্ড এবং শূকরের মস্তক, শোণিত সহ সামনের ও পেছনের দুটো পা সিদ্ধ করে কলাপাতায় দেবী পরমেশ্বরীর সামনে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী (নবপরিণীতা) অনুষ্ঠান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থলে এসে দেবীকে প্রণাম করবেন এবং মদ্যপাত্র বিনিময় করবেন। আবার দেবীকে প্রণিপাত করবেন। এই হলো চুঙুলাঙ।

ওঝা মোরগের পায়ের আঙ্গুল, অনুষ্ঠানে দেয় চাল ইত্যাদি বিচার করে নবদম্পতির শুভাশুভ বিচার করে বলে দেন। মোরগের পায়ের আঙ্গুল অত্যধিক ফাঁক থাকলে, পাত্রে দেওয়া চাল ওজনে কম হলে অমঙ্গল হবে, বিবাহ সুখের হবে না বলে এদের বিশ্বাস।

চুঙুলাঙ অনুষ্ঠানের থান সাদা সূত্র দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে ওঝা উক্ত সূত্র খণ্ড খণ্ড করে ফারাক মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং অনুষ্ঠান কর্তা-কর্তৃদের যথাক্রমে ডান ও বামহাতে সূত্র বন্ধন করে দেন এবং সকলের শুভকামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

'লাঙ্গ' বা 'লাঙ' শব্দের স্থানীয় অর্থ হলো স্বামী। 'লাঙ্গাভূমি' বলতে বোঝায় অনাবাদী ভূমি। লাঙ্গ শব্দ 'লিঙ্গ' থেকে আগত। এর থেকে হয়েছে 'লাঙ্গল' (হলকর্ষণের যন্ত্র)। একসঙ্গে 'চুঙলাঙে'র অর্থ হলো স্বামীচুম্বন বা বরণ।

চুঙুলাঙ চাকমাদের আদিধর্ম জড়বাদ ও প্রাণবাদের অন্তর্গত। কারণ এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাতিরেক লোকাচার রয়েছে প্রচুর। প্রজনন ও উর্বরতাবাদ, যাদু-বিশ্বাস সম্পৃক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ লোকাচারে পরিণত হয়েছে। কোন শাস্ত্রীয় আচার এতে নেই। বৌদ্ধধর্মের পরিশীলিত ছাপ এতে পড়েনি।

'চুঙুলাঙ' শব্দটি শব্দতত্ত্বের দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। চাকমাদের ভাষায় একটি শব্দ আছে—'লাঙ্গ্যয়া' (Lyngia)—এর অর্থ প্রেমিক। অন্য একটি শব্দ আছে—'লাঙ্গোনেক'—এর অর্থ কুমারী। চুঙু—এর অর্থ (বাংলা)—পাত্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করে তরল পদার্থ পান [সংসদ বাঙ্গালা অভিধান] বা চুম্বন; পান ইত্যাদি। 'লাঙ' শব্দার্থ—আঞ্চলিক ভাষায় রক্ষিতা (মালদহ), বারাঙ্গনা; স্বামী (চট্টগ্রাম)। এমনকি 'লিঙ্গ' (শিশ্ন; Phallus; শিবের লিঙ্গমূর্তি) শব্দ থেকেও 'লাঙ্' আসতে পারে। সুতরাং শব্দটি প্রজননজ্ঞাপক। এই সমস্ত বিবেচনা করে বলা যেতে পারে 'চুঙুলাঙ' চাকমা সমাজে আদিধর্ম প্রাণবাদ ও প্রজননবাদ সম্পৃক্ত একটি অনুষ্ঠান।

২. এবার একটি বিশুদ্ধ নির্বাণাদর্শ উদ্বুদ্ধ অনুষ্ঠানের বিবরণ দেব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুষ্ঠানটির নাম—'কঠিন চীবর দান।' পার্বত্য চট্টগ্রামের লঙডু বিহারের অধ্যক্ষ বনভান্তের প্রেরণায় স্থানীয় বৌদ্ধ রমণীরা এই অনুষ্ঠান পালন করেন ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কথিত আছে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে বিশাখা বুদ্ধদেবের এবং শিষ্যাদির জন্য এই 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান পালন করেন।

এই অনুষ্ঠান প্রারম্ভের প্রায় দু'মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। চাকমা মেয়েরা কোমর তাঁতবুনেন। এটা মেয়েদের শিল্পকর্ম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই বস্ত্র বুনতে হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বা শ্রমণের প্রয়োজনীয় বস্ত্র 'ত্রি-চীবর' নামে পরিচিত।

ক. উত্তরাসাঙ্গ (উত্তরীয়)

খ. সঙ্গাতি (গাত্রাবরণ)

গ. অন্তর্বাস : দুটি 'অংশ বন্ধন', চারখানা 'জল সাকুনি' ও দুটি 'কটি বন্ধন।'

এই অনুষ্ঠানে হাজর হাজার বৌদ্ধ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছিল। যিনি অর্থাৎ যে মহিলা 'কঠিনচীবর দান' অনুষ্ঠান করবেন, তিনি প্রায় দু'মাস পূর্ব থেকে তাঁতযন্ত্র, সূত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে থাকবেন। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের দিনে বা রাতে এক বৈঠকে তিনি কোমর তাঁতে উল্লিখিত বস্ত্রাদি বুনবেন। অবশ্য অন্যান্য মহিলারা তাঁকে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেবেন।

শুদ্ধচিত্তে বস্ত্র বুনতে না পারলে সে বস্ত্র ২৪ ঘণ্টায় শেষ হয় না। পবিত্র চিত্তে ও একাগ্রমনে এই বস্ত্র বুনতে হয়। বস্ত্র বুননান্তে ভিক্ষু বা শ্রমণের কাছে শোভাযাত্রা করে 'কঠিন চীবর' নিয়ে যেতে হবে এবং 'ভান্তের' চরণতলে ঐ 'কঠিন চীবর' উৎসর্গ করতে হবে। তারপর শ্রমণ, ভিক্ষু ও ভান্তে পূজারিণীকে আশীর্ব্বাদ করবেন। এই সময় বুদ্ধ-উপাসনা অবশ্য কর্তব্য।

এই অনুষ্ঠান করতে পারলে ব্রতিনী মোক্ষ লাভ করবেন। নির্বাণের পথ মসৃণ হবে। সুতরাং যে আচার এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তা মূলতঃ মোক্ষ লাভের আদর্শে অনুপ্রাণিত। চুঙুলাঙের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। চুঙুলাঙেও অবশ্য 'মঙ্গলাকাঙ্খা' রয়েছে, 'কঠিন চীবর দানে' নির্বাণ-বাসনা। অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য : 'জীব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলি' ও 'বলি রহিত প্রথা।' একটাতে আপাত হিংসা, অন্যটাতে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে পরিপূর্ণ অহিংসা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরকম বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা চাকমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল পরিচয় তুলে ধরতে পারি। কোন কোন আচার অনুষ্ঠানে হিন্দুর লোকাচার অনুপ্রবেশ করেছে অথবা প্রভাবিত করেছে। আবার কোথাও ঈষৎ ইসলাম প্রভাব পরিদৃষ্ট হবে।

টীকা:

১. Chittagong Hill Tracts and the dwellers therein 1869.
—Capt. T. H. Lewin,

২. Linguistic Survey of India: Vol: V
—Sir George Grierson.

৩. চাকমা জাতি—সতীশচন্দ্র ঘোষ

৪. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত: শ্রীবিরাজমোহন দেওয়ান

৫. গৈরিকা। ১ম বর্ষ।১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা বৈশাখ। ১৩৩৩ (রাঙ্গামাটি) শ্রীপ্রভাতকুমার দেওয়ান সম্পাদিত

৬. ত্রিপুরা প্রসঙ্গ। জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার। ত্রিপুরা সরকার। শ্রীস্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

৭. বৌদ্ধধর্ম। বাংলা ও ত্রিপুরায়। ডঃ হাইন্‌জ বেশার্ট লিখিত। গোমতী। ২৬ ডিসেম্বর। ১৯৭৪ আগরতলা। ত্রিপুরা।

৮. 'The Chakmas inhabit the central parts of Chittagong Hill Tracts. They are a people with their own culture, folk-lore, historical traditions and even their own national script which, however is being more and more replaced by Bengali script. Their language is a peculiar dialeet of Bengali. Anthropologically the Chakmas belong to the peoples ef South-east Asia. Their dress shows similarities with the dress of Burmese and shan people. There is also a number of customs which hint at a form of "Animism" which is very similar to that of the peoples of the Burmese and shan groups before their conversion to Budhism. Some groups of Chakmas can be termed 'Animists' even now. There is quite a number of studies dealing with the culture of the tribes of

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Chittagong Hill Tracts including the Chakmas : contemporary Buddhism in Bengal and Tripura. Dr. Heinz Bechert Educational Miscellany Vol : IV Nos. 3 & 4. December 1967. March 1968.

৯. Mongloid : They are found in steppe and Tundra region of North Asia. Red Indians, Mongols, Eskimos, Malay Indonesians are mongoloids.

Features : Head—Bracephalic
Fore head—Vertical
Face form—Round and flat
Moler bones—Projecting
Hair—Coarse and straight
Hair colour—Black
Skin—Yellow
Eye colour—Medium dark
Nose—Very low
Stature—Medium to short
Torso—long

—Racial Elements in Population of India—1944/
B. S. Guha

১০. Tribe : tribus>tribe.

a. Group of people in a primitive or barbarous stage of development acknowledging the authority of a chief, regarding themselves as having a common ancestor. The Pocket Oxford Dictonary/1934/Oxford.

b. A division, class or group of people varying ethnologically according to their circumstances, from which their seperation or distinction is supposed to originate.

c. An aggregation of persons usually Consanguiness and endogamus, characterised under one chief by

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

its own culture, having a name, a dialect, a Government, and usally a territory of its own.

Standard Dictionary Vol II/
International Edition/1974/New York.

১১. চাকমাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত :

ক The Chakmas are the off shoot of Tsak or Tsek tribe of Arakan.

Among the Chakmas as perhaps, among the Greeks and Romans in the beginning of their history the sects is the unit of tribal organisation for certain public purposes. Tribes and castes of Bengal/P-170

Herbert Risley.

খ 'The name chakma has been given by the inhabitants of chittagong district'.

The Hill Tracts of chittagong and the dwellers therein. T. H. Lewin.

প্রসঙ্গত : এখনও চট্টগ্রামের সমতলভূমির অধিবাসীরা চাকমাদের বলেন : 'চামউয়া'। 'চাম' নামে একটি প্রজাতি থাইল্যাণ্ডে আছে।—লেখক

গ 'The chakmas are undoubtedly of Arakanese origin.'. Eastern Bengal and Assam Distrtrict Gazetteers. R. H. S Hutchinson

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাদের উৎস :

'প্রবাদ' শব্দটির উৎপত্তি প্র-বদ্ ধাতু থেকে [প্র – বদ্ + ঘঞ্]। এর অর্থ হলো উচ্চারণ করা, কথা বলা। উক্তি, সংবাদ, গুজব, জনশ্রুতি এবং লোকবিশ্বাস ইত্যাদি অর্থেও প্রবাদ শব্দটি 'নিরুক্তে' উল্লিখিত হয়েছে; ভট্টিকাব্যে 'গালাগালি' অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দটি প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'পরস্পর কথোপকথন; সম্ভাষ, পরম্পরাভিঘাত অন্যোন্য স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।'

পরবর্তীকালে প্রবাদের অর্থ আরো ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। উক্তি, ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা, ভাষণ গৌরব,- চলতিকথা, জনশ্রুতি, কিম্বদন্তী[১] ইত্যাদি অর্থও প্রবাদ শব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। লাতিন 'Proverbium' শব্দটি একটি সংযোজক শব্দ। যেমন : Pro + Verbum মিশে এটি উৎপন্ন হয়েছে। 'Pro' এর অর্থ পূর্বে; আর 'Verbum' এর অর্থ শব্দ।[২] অভিজ্ঞতা, উক্তি, তত্ত্ব ইত্যাদি অর্থও অভিব্যক্ত করে 'Proverb' শব্দটি।[৩-৪]

'লোকোক্তি' শব্দটি প্রবাদের সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় প্রবাদকে বলা হয়েছে 'সুভাষিতম্'। এর অর্থ সুন্দরভাবে কথিত শব্দ। শ্যামদেশে প্রবাদকে বলে 'সুপ-হাসিত' (Sup-hasit)। পালি 'সু-ভাষিতো' শব্দ থেকে শব্দটি চয়ন করেছেন শ্যামদেশবাসীরা।

---

১. চলন্তিকা/১৩৭৩ / রাজশেখর বসু সংকলিত।

২. A Pithy saying especially one condensing the wisdom of experience ; adage ; saw ; maxim.
Standard Dictionary. vol. III/1974.

৩. Proverb—/Prav—erb/n [ME Proverbe, L. Proverbium. A brief popular epigram or maxim. —Webster's Seventh New Collegiate Dictionary/1969.

৪. a) 'The wisdom of many and the wit of one'.
b) 'A statement of fact ; Honesty is the best policy'.
c) 'A metaphor ; Do not change horses when crossing a stream.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাদের সংজ্ঞা :

'প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি ; ইহা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্যদিক দিয়া আধুনিক—ইহা পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।'[১]

দার্শনিক বেকন্ বলেছেন : 'একটি জাতির প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, এবং আত্মা, সেই জাতির প্রবাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়।'[২] প্রবাদ মানুষের পরিবেশ ও জীবন পর্যবেক্ষণের এবং প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যেও প্রবাদের পরিচয় আমরা পাই। প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ 'বুক অব দি ডেড' (৩৭০০ খৃ. অব্দ) এবং 'ওল্ড টেষ্টায়েন্টে' প্রবাদ বচনের যথেষ্ট প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। চৈনিক গ্রন্থ 'শু-চাং' প্রবাদ-প্রবচনের এক মুল্যবান ভাণ্ডার (খৃঃ পূঃ ৭৭০-২০০ অব্দ)। ভারতীয় কথা ও নীতিশাস্ত্র 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' প্রবাদ-প্রবচনে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদে' প্রচুর প্রবাদ বাক্য পরিলক্ষিত হয়। ঋক্‌বেদেও প্রবাদের প্রাচীনতম রূপ দেখা যায়। মূলতঃ এই প্রবাদসমূহ তত্ত্বকথা ও লোকশিক্ষার বাহন।[৩]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' ষষ্ঠ খণ্ড (প্রবাদ) / ১৯২/গ্রন্থে (পৃঃ ২৭) লিখেছেন : 'আদিম সমাজ (primitive society), উপজাতির সমাজ (tribal society) কিংবা লোক-সমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।' কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন 'ট্রাইবাল' সমাজে উন্নত ধরনের প্রবাদ সৃষ্টি হতে আমরা লক্ষ্য করেছি। যেমন ধরা যাক চাকমাদের প্রবাদ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অথবা পুরুলিয়ার মাহাতরাও উন্নত, সমৃদ্ধ জীবনদর্শনমূলক প্রবাদ সৃষ্টি করেছেন। তার দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য/১ম খণ্ড/৩য় সংস্করণ/১৯৬২/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

২. 'The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs.' —Bacon.

৩. প্রবাদ, প্রবচন ও বাঙলার জাতি সম্প্রদায়/মিনতি চক্রবর্তী/অমৃত ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তবে ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন : 'প্রবাদের ভাষা প্রধানত অন্তঃপুরের ভাষা বা মেয়েলী ভাষা'। কৃষিকাজের মত প্রবাদও মেয়েলী সৃষ্টি। নারীর মুখের ভাষায় রচিত প্রবাদে নারীজীবনই মুখ্য প্রতিফলিত। অথচ এই নারীজীবন সমাজবন্ধনের মৌলিক ভিত্তিভূমি। বিবাহ এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচারের স্রোতে জীবনের সর্ব কর্ম, চিন্তা, আনন্দ এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। ফলে প্রবাদে সমাজ জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়। তবে প্রবাদের ভাষা রক্ষণশীল ভাষা। কতগুলি বিচ্ছিন্ন জীবন ও সমাজরেণু নিরন্তর ঘুরতে ঘুরতে এক একটি সুস্থিত সমাজে স্বচ্ছ দানা বেঁধে একটি এক্ক প্রবাদ সৃষ্টি করে। দার্শনিক সত্য ও জীবনের তথ্য এই প্রবাদে অনবদ্য বাণীরূপ লাভ করে সার্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হয়। ফলে এই অনিন্দ্য সাহিত্যের ভাষা চিরায়ত সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং এর পরিবর্তন সহসা হয়না। সুতরাং প্রবাদের ভাষায় প্রাচীনত্ব থাকে এবং প্রত্ন-সমাজকণাও অটুট থাকে। সমাজ বিদ্যায় তাই প্রবাদ একটি মূল্যবান উপকরণ রূপে বিবেচিত হবে।

প্রবচন সাধারণতঃ চতুবর্গীয়।[১]

ক দীর্ঘ প্রবচন : যেমন,

ঘরের মিঠা কামিনী ভাই বাইছার মিঠা নাও
রইদের মিঠা ডবল ছাতি, মেঘের মিঠা বাও।
দয়ের মিঠা বালুরে ভাই, কুড়ালের মিঠা শিল
ভাল মানুষের কথা মিঠা, গোঁয়ারের মিঠা কিল।

খ কথোপকথনমূলক প্রবচন :

বল বল ভাইয়ের বল
ছায়া ভালা গাছের তল॥
ফলের মধ্যে কমলা
নারীর মধ্যে অমলা॥

তার উত্তরে অপর জন বললেন :

বল বল আপনার বল
ছায়া ভালা ছাতির তল।
ফলের মধ্যে কদলী
নারীর মধ্যে ফেদলী॥

১. মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য / রওশান এজদানী (বাংলা একাডেমী/ঢাকা)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথবা,

জল জল ইন্দ্রের জল,
পুরুষের মধ্যে সদাগর।

প্রতিবাদী বললে:

জল জল ভাষা,
পুরুষের মধ্যে চাষা।

খ. আখ্যানমূলক প্রবচন:

'লক্ষ্মী' মেয়ের গাত্র উদাম
ভিখ করে খায় 'সোনারাম';
জল নাই নদী 'লঙ্কা-সাগর'
লোক নাই গেরাম 'কাঞ্চননগর'
তবে আর 'হাছুনী' নামের দোষ কী?

এই প্রবচনটির মধ্যে একটি লোককাহিনী আছে।

গ. ছুটকী প্রবচন: এই প্রবচন 'শিমাশা' নামেও মৈমনসিংহ জেলায় প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত:

১. খায় মানুষের লোভ বাড়ে।
পিন্ধে মানুষের রূপ বাড়ে॥

২. পানি ভারত কষ নাই।
বান্দীর কাশে যশ নাই॥

৩. যদি থাকে বন্ধের মন।
গাঙ পারইতে কতক্ষণ॥

৪. হালুয়ার হাল।
জালুয়ার জাল॥

৫. মানুষ মরে দু' আশায়।
গরু মরে দু' ঘাসায়॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাদের বিকাশ :

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রবাদের ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরেরও অধিক। ভারতীয় সাহিত্যে ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে প্রবাদ বাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন যথাক্রমে সংবাদ সূক্তে উর্বশীর উক্তি (১০।৯৫।১৫), অশ্বিনা সূক্তে (১০।৪০।২) ঘোষা কাক্ষীবতীর সরস উপমা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।[১]

১. ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা॥
[নারীর সঙ্গে সখ্য নেই, নারীর হৃদয় হচ্ছে সালাবৃক্ষের ন্যায়।]

২. কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্যং ন যোষা কৃনুতে সধস্থ আ॥
[বিধবা যেমন দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় আহ্বান করে।]

ভারতে প্রবাদ-প্রবচনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ঋকৃবেদ ও অন্যান্য বেদগ্রন্থে, পঞ্চতন্ত্রে, ধম্মপদে প্রচুর প্রবাদ পাওয়া যায়। মানুষের সামাজিক চেতনা থেকেই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি। প্রাজ্ঞমনস্ক মানুষ তার জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কিত উপলব্ধির সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ করেছেন প্রবাদ-প্রবচনে। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় মানুষের আঞ্চলিক পরিবেশ, ঋতু, প্রকৃতি ও সমাজগত পরিচয়। ফলে প্রবাদ-প্রবচন জাতিতত্ত্ব বিচারের শক্তিশালী উপকরণ বলে বিবেচিত।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে প্রবাদ সহজলভ্য। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্য এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের ও আধুনিক কাব্য-কবিতায়ও প্রবাদ সুলভ। চর্যাপদে বেশ কয়েকটি প্রবাদ বাক্যের সন্ধান মেলে। যেমন :

আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।[২]
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ।[৩]

---

১. বাংলা প্রবাদ/শ্রীসুশীলকুমার দে সম্পাদিত/২য় সংস্করণ/১৩৫৯। ছড়া ও চলতি কথা
২. আপনার মাংসের জন্য হরিণী শত্রু।
৩. দোয়া দুধ কি বাঁটে সামায়?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথবা,

বর স্থণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ট বলন্দে।[৪]

হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।[৫]

চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা বলতে হয়। সেখানেও বড়ু চণ্ডীদাস প্রচুর-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। হাঁচি, টিকটিকি অথবা শুকনো গাছের ডালে বসে কাক কা-কা শব্দ করলে যাত্রা অশুভ হবে বলেছেন বড়ায়ি। এমন কি চণ্ডী, মনসা বা ধর্মমঙ্গলেও প্রবচন ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন মঙ্গল-কবি। ডাক ও খনার বচন কৃষি, ঋতু, শুভ-অশুভ ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নির্দ্দেশক ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালী জীবনে।

চাক্‌মারা প্রবাদ-প্রবচনকে বলেন 'দাগঅ কধা'। চাকমাদের, পদ্য-গদ্য দুই রীতিতে প্রবচন পাওয়া গেছে। বাংলা ডাকের বচন বা কথা চাক্‌মাদের দাগঅ কধার সমতুল্য। 'ডাক' পুরুষ যিনি হোন্ না কেন, তিনি যে পূর্বাঞ্চলের লোক এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি যে রান্নার কথা বলেছেন, তা' পূর্বাঞ্চলের বাঙ্গালীর রান্না বলে বোধ হয়। যেমন,

স্থকুতার পাতা কাসুন্দির ঝোলে,
তেলের উপর দিয়ে তোলে।
পল্‌তা শাক রুহি মাছ,
বলে ডাক ব্যঞ্জনে সাজ॥

অথবা

পোনা মাছ জামীরের রসে,
কাসুন্দি দিয়া যে জন পরশে।

'কাসুন্দি' পূর্ববঙ্গেই (বর্তমান বাংলাদেশ) বেশী প্রচলিত। 'আমকাসুন্দি' বা 'সরষেকাসুন্দি' এখানকার উপাদেয় খাদ্য। খনা ও ডাকের বচনে সমাজদর্শন, নীতিকথা, উপদেশ ইত্যাদি শিক্ষামূলক বিষয় অধিক প্রতিফলিত।

প্রবাদ মানুষের প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফসল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মানুষ আয়ত্ত করলো তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। গ্রামীণ মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে নিজের পরিবেশ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তারই সংক্ষিপ্ত বাণী প্রবচন।

৪. দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

৫. হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু অতিথি ঘরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কালপ্রবাহে ও লোকসমাজের স্মৃতি বাহিত হয়ে, জন-জনান্তরে শ্রুতির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রবাদ একটি নিটোল অবয়ব লাভ করেছে। সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বা উত্থান-পতনে প্রবাদ আরো জীবনদর্শনঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য মানুষের মুখ নিঃসৃত বাণী বলেই প্রবাদের ভাষাও হয়েছে গ্রাম্য ভাষার অনুবর্তী। সেইজন্য প্রবাদ-প্রবচন লোকভাষার যথার্থ নিদর্শন। আঞ্চলিক সমাজ জীবনের বহু অমূল্য উপকরণ বিধৃত হয়ছে প্রবাদে। প্রবাদকে মানব সমাজের প্রত্ন-সাহিত্যও বলা চলে। সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রবাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাদে এমন অনেক সামাজিক জীবন-রেণু পাওয়া যায়, যাকে অনুসরণ করে বাঙ্গালীর হারানো ইতিহাস পুনর্নির্মাণ সম্ভব।

প্রবাদ-প্রবচন আদিতে ছিল কাহিনীমূলক। জীবন সম্পৃক্ত গল্প বা কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়ে, শুধু সেই গল্পের বা জীবন বৃত্তান্তের নির্যাসটুকু আমাদের লোকসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোম-জাতির সমৃদ্ধ প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। ধাঁধাঁ প্রকর্ষিত মনন ও দর্শনের ফলশ্রুতি। যে কোন জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজে প্রবাদ বা ধাঁধা সহজলভ্য নয়। সুতরাং চাকমাদের সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি, তাদের উন্নত সংস্কৃতি-মনস্কতার পরিচয় বহন করে। চাকমা প্রবাদমালাকে আমরা নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। যেমন,

ক. কৃষিমূলক
খ. পশু-পক্ষী বিষয়ক
গ. প্রকৃতি বিষয়ক
ঘ. ধর্ম বিষয়ক
ঙ. সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক
চ. দেহ ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক
ছ. বিবিধ [উৎসব, পার্বণ, বিবাহ, চুরি ইত্যাদি]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রূপ ও রীতি

আমাদের লোকসাহিত্যের খুব সমৃদ্ধ উপকরণ হলো ছড়া ও প্রবাদ। ছড়া ও প্রবাদের দেহাবয় ছোট অথচ অর্থের দিক থেকে অসামান্য। ছড়ার মত প্রবাদও বয়স্কজনের সৃষ্টি। যদিও ছড়া শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত, প্রবাদ বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রজ্ঞার আলোক স্ফুলিঙ্গ। সংযোগ ও সংবেদনশীলতার এমন শক্তিশালী উপকরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রবাদ বাস্তব জগৎ থেকে আহরিত দার্শনিক জীবন-সত্য সমৃদ্ধ। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ রসময় ব্যঞ্জনার জন্য প্রবাদ লোকসমাজে সাহিত্য সংবেদনের অনন্য জনপ্রিয় সম্পদ। ছড়া তুলনায় একটু হাল্‌কা, অসংলগ্ন এবং চিত্রল। শিশুমনের উপযোগী ভাষা ছড়ার বাহন। প্রবাদ বরং ঘনবুনটের নিটোল ভাষার স্বল্পতম বাক্‌বিন্যাস। সেজন্য প্রবাদ সহজেই বুদ্ধি ও মনকে আকর্ষণ করে, আমাদের সমাজ ও পরিবেশ সচেতন ক'রে।

মানুষের সমাজে প্রবাদ প্রাচীনতম লোকসাহিত্য-উপকরণ। ভারতের বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে প্রবাদের অসংখ্য নজীর আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ, পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রচুর প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (চর্যাপদ), 'ললাট লিখন খণ্ডন ন জাএ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বচন, বাণী, কথা, বাক্য বা শব্দ সচেতন সংবেদনের চিত্তস্পর্শী শিল্প। অবশ্য এ'কথা ঠিক যে প্রবাদ হঠাৎ একদিনেই সৃষ্টি হয়নি ; বরং মানুষের বহুধা বিস্তৃত কর্মধারার সজীব রেণু সঞ্চারিত হয়ে এক অখণ্ড গতিশীল স্বচ্ছ বাক্‌ধারা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। জীবনের কথা ও কাহিনী, চিন্তা ও কর্ম, সংঘাত ও সমন্বয় কতকগুলি ক্রম স্তর অতিক্রম করে একদিন দানা বেঁধে ওঠে। এই কণিকাগুলিই কালের সীমানা পেরিয়ে প্রবাদ বাক্যরূপে জনস্বীকৃতি লাভ করে। কাহিনীর পল্লব খসে পড়ে। শুধু বেঁচে থাকে মানুষের কথার অমর হীরককণিকা।

প্রবাদ মূলতঃ নিরক্ষর লোকসমাজের সৃষ্টি। এই নিরক্ষর স্রষ্টা সমাজের লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন। বহু মানুষের কর্ম, চিন্তা ও আনন্দের যোগে একদিন প্রবাদ-কুসুম ফোটে সমাজের বৃন্তে। প্রবাদে যেমন থাকে ঘরের কথা, পরিবারের কথা, তেমনি থাকে যৌথ জীবনের কথা, কৃষি ও কর্মের কথা, শত দুঃখ-যন্ত্রনা, আনন্দ-বেদনার কথা। সেজন্য প্রবাদ মানস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্মের স্বর্ণফসল, সমস্ত মনন ক্রিয়ার নির্যাস। বাক্ বিন্যাসে তাই প্রবাদ দ্রুতসঞ্চারী অথচ সন্ধ্যাতারার মত নিঃসঙ্গ।

'প্রবাদ' শব্দটি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য আছে। প্রবাদ আকারের দিক থেকে খুবই ক্ষুদ্র। অধিকাংশ প্রবাদই দ্বিপদী বা দ্বিচরণ বিশিষ্ট। 'প্রবচনগুলি প্রবাদের চেয়ে দীর্ঘতর এবং মূলতঃ ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি। প্রবচনগুলি বোধহয় সভ্য সমাজের প্রথম জীবন-দর্শন এবং প্রবাদগুলি ইহার প্রথম সামাজিক নীতি।'[১]

এই প্রসঙ্গে ডাকের বচনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক শ্রেণীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধা 'ডাক' নামে পরিচিত। ডাকার্ণবের পদগুলি ডাকের রচিত বলে অনুমিত হয়। ঋতু, শস্য ও বিধিনিষেধ নিয়ে রচিত। দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

ক. নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউবে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থেকে।
ডাক বলে এ' নারী ঘরে না টি॥

খ. থাটে থাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হাভাত॥

'খনা' ও 'ডাকের' বচন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। 'ডাক' নামে একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায় রয়েছে। বৌদ্ধ সুভাষিত নীতিকথাই কালক্রমে ডাকের বচন নামে প্রচলিত হ'তে থাকে। অনুরূপভাবে খনার বচনগুলিও লোকপ্রসিদ্ধি অর্জন করে লোকবচনে পরিণত হয়েছে। খনা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ মিহিরের সহধর্মিণী কিনা সন্দেহ আছে। তবে 'খনা' শব্দটি ক্ষণ > খন্ + আ > খনা হয়েছে বলে অনুমিত। তাৎক্ষণিক বচন বলতেই বোধ করি খনার বচন বোঝাত। ঋতু, কৃষি ও সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাজাত রচনাবলী কালক্রমে বঙ্গ সমাজে ডাক ও খনার বচন নামে প্রচলিত হলো। কয়েকটি ডাক ও খনার বচন দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য তুলে ধরা যেতে পারে।

১. মনীষা-মঞ্জুষা /১ম খণ্ড/ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক/ঢাকা/১৯৭৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডাকের বচন :

ডাকের বচনগুলি তিথি, নক্ষত্র, বার, দিগ্ অথবা নিষেধ সূচক। এইগুলির মধ্যে মানুষের কালদর্পণ এবং সংস্কারবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা গেল। এই বচনগুলির কণিকা-বিকিরণ চাকমা প্রবাদেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

ডাকের বচন :

১. পরিহর দুই গ্রামে বাস।
পরিহর যুবতীর আশ॥
২. পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ।
পরিহর গভীর বয়সের আশ॥
৩. অতিথি জনারে না বঞ্চিহ।
অতি উৎকট ব্রাহ্মণে না বলিহ॥

ডাক ও খনার বচনে প্রকৃতি, গৃহস্থ-জীবন, পরিবেশ, জীবনযাত্রা, রান্না-বান্না, সামাজিক কর্তব্য ও নৈতিক নীতি প্রসঙ্গেই অধিক চিত্র প্রতিফলিত। উপরন্তু, এই বচনগুলি জীবনের দার্শনিক সত্য-সমৃদ্ধ। প্রাচীন বৃহত্তর বাঙ্গালার সমাজ জীবনকে লক্ষ্য করেই এই বচনগুলি রচিত এবং মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

খনার বচন :

১. খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো॥
২. খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মূলা বোন॥
৩. খনা ডেকে বলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥
৪. কার্তিকের উণ জলে।
খনা বলে দুনো ফলে॥
৫. থেকে বলদ না বয় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খনার বচনগুলি ঋতু, কৃষি ও শস্য বিষয়ক ভূয়োদর্শন প্রসূত অনন্ত বাণী। এগুলির মধ্যে বক্তার উপদেশ ও সামাজিক কল্যাণবোধ প্রকাশিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে চাষীর জীবন ধারণের একমাত্র সহায় কৃষিজ ফসল। প্রকৃতি, মাটি, বীজ, রোদ, বৃষ্টি, খরা ও কাল সম্বন্ধে তার সাধারণ ধারণা না থাকলে কৃষিকাজ করা দুঃসাধ্য। খনা যিনিই হোন না কেন এই বচনগুলি পরিবেশ, প্রকৃতি ও কৃষির অসামান্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাশ্রয়ী বাণী। একদা সমাজ জীবনে এদের মূল্য ছিল অসামান্য ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ভাষার দিক থেকে চাকমা প্রবাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের সমতভূমির বাঙ্গালী এবং উত্তর বাঙলার রাজবংশীদের বেশ কিছু মিল আছে। শুধুমাত্র সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য কয়েকটি রাজবংশী ও কয়েকটি চট্টগ্রামের প্রবাদ উদ্ধৃত করলাম। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টেও কিছু প্রবাদ সংযোজিত হয়েছে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য।

রাজবংশী প্রবাদ:

১. জাতে না ছারে জাতের পানি, হলদী না ছারে অং'
তিন ধোয়া দিলেও তাও, না যায় সুকটার গন্।
[যে কোন জাত্ তার জাতের সম্পর্ক ছাড়ে না, হলুদ তার রং ত্যাগ করে না, তিনবার ধুলো শুকটি তার গন্ধ ছাড়ে না]

২. বাঘের ঘরত কখ্খ্ন কি ছাগল যায়া সন্ধায়,
চিকার গতর কখ্খ্ন কি আতর আতর গন্ধায়।
[বাঘের ঘরে কখনও কি ছাগল ঢোকে, চাম্চিকার গায়ে কি কখনও আতরের গন্ধ পাওয়া যায় ?]

৩. মাছ নাই বিলত, খালি বগের সোসানী।
[বিলে মাছ নেই, শুধু বকের প্রতীক্ষা]

৪. ছাওয়ায় চিনে বাপ, মন চিনে পাপ।
[ছেলে চেনে বাপ্কে, মন চিনে পাপকে]

৫. বাঁশ বামন ক্যালা তিনো ঝনে প্যালা,
যম জামাই ভাগিনা তিনো ঝনে বেগেনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬. আছে গরু না বয় হাল, তার তুক্কো চিরকাল।

৭. কালাই মোদ্দে মুসুরী, সাগাই মোদ্দে শাশুরী।
[ডালের মধ্যে মুসুরী, আত্মীয়ের মধ্যে শাশুরী]

চট্টগ্রামের প্রবাদ :

১. হাউর বাড়ীত্ত জামাই আইস্তে রাতা কুরার আসে,
গুড়া কচুর ছড়া দেখি (জামাই) ফুডুর ফুডুর হাসে।

২. আশ্বিনত্ত রাঁধি কাতিত খায়, যেইবর মাগে, হেই বর পায়।

৩. ভাতের মধ্যে গিরিং, মাছের মধ্যে চিড়িং।

৪. হিন্দুর দাড়ি মুসলমানের নারী,
খালকুল্যা বাড়ি, মুড়ার কুল্যা গাই,
এই চার জাইতর বিশ্বাস নাই।

৫. নেক্ সোয়াগী তরে, পাড়া সোয়াগী মরে।
[যে নারী স্বামী সোহাগী সে বাঁচে, যে ঘর ছেড়ে বাইরে ঘুরে, সে মরে।]

৬. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।
[বুদ্ধি দিয়ে মানুষ ও বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়]

৭. যার দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালি
[যার মনে খারাপ চিন্তা, তার কপালে ছাই]

চাকমা প্রবাদ :

১. মুঅত্ত দাড়ি, বুক্‌ত কেশ,
তারে কয়দে মদ্দর বেশ।
[মুখে দাড়ি বুকে কেশ—সেইত পুরুষের যথার্থ রূপ]

২. যার বাপরে কুইরে খায়,
তার পুয়া ঢেউ দেইলে ডরায়।
[যার বাপকে কুমীরে খেয়েছে, তার ছেলে ঢেউ দেখলেও ভয় পায়]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩. সময় থাকতে বান্,
দিন থাকতে হাঁট।
[সময় থাকতে বাঁধ, দিন থাকতে হাঁট]

৪. চিগন্ মরিচ ঝাল্ বেচ্।
[ছোট লঙ্কার ঝাল্ বেশি]

৫. গাজ চিনে বাগলে, মানুছ চিনে আগলে।
[বাকল দেখে গাছ চেনা যায়, আচরণ দেখে মানুষ চেনা যায়]

৬. সাত ওঝায় পোয়া মারে।
[সাত ডাক্তারে বা ধাত্রীতে বা বৈদ্যে ছেলেকে মারে]

৭. সাত বাঙালে এক দেই,
বাবে নিলে পুদে নেই।
[সাত কাম্লার (মজুরের) একটি দা, বাবায় নিলে ছেলেকে বসে থাকতে হয়]

৮. মানুষ বুঝি পুগিয়ে কামাড়ায়।
[বোকাকে চালাক লোক ঠকায়]

৯. বিদেশত্ গেলে রাজার ঝিঅ বেদি অয়।
[রাজকন্যাও বিদেশে গেলে সাধারণ বাঁদির মত ব্যবহার পেয়ে থাকেন]

১০. ঝিরে মারি বৌরে য়িখায়।
[ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়]

১১. যে দেশত্ বৃক্ষ নাই সে দেশত্ এরণ্ডা প্রধান।
[যে দেশে বৃক্ষ বা গাছ নেই, সে দেশে ভেরেণ্ডাও গাছ বলে স্বীকৃতি পায়]

১২. উলত নাই তেনা;
মিডাগুলি ভাত খানা।
[কোমরে নেই কাপড়, মিষ্টি দিয়ে ভাত খায়]

১৩. সেদাম নে যার,
তিন মোক তার।
[যার কাণ্ড জ্ঞান নেই, তার তিন বৌ]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৪. রাতা নেই দেশত
কুঁরি এ ডাক পারে।
[দেশে নেই মোরগ, মুরগী পাড়ে ডাক]

১৫. পথত পেলাম কামার,
দা গড়িদে আমার।
[পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার]

উদ্ধৃত প্রবাদগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তিনটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত যেমন মিল আছে, তেমনি ভাবগত মিলও খুব দূরাস্তিক নয়। আমার ধারণা, এই তিন গোষ্ঠীর লোক একদা একই পরিমণ্ডলে বাস করতেন। কোন এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এমনকি এদের লোকসংস্কৃতিগত এই মিল, জাতিগত মিলের পরিচায়ক। চাক্‌মারা যদিও আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে ছড়িয়ে আছেন, একদা এরা একই ভূখণ্ডে, একই রাজার অধীনে বাস করতেন। চাক্‌মারা মূলত মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনুমান করা যেতে পারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (কোন ঐতিহাসিক কারণে) থাইল্যাণ্ড বা কম্বোডিয়া থেকে কালক্রমে যাযাবরের মত চল্‌তে চল্‌তে ব্রহ্মদেশ ও আরাকানের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছেন। রাজবংশীরাও একদা হয়ত এই জনপ্রবাহের সমগোত্রীয় ছিলেন। রাজবংশীরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সাংস্কৃতিক রেণু যে জাতি প্রবাহ-সঞ্চারী, এই প্রবাদমালার দৃষ্টান্ত তা' সপ্রমান করছে। আলোচ্য সংকলনের প্রবাদগুলির বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। একদেশের বা একজাতির প্রবাদের সঙ্গে অনেক সময় অন্যদেশের বা জাতির প্রবাদের কোথাও কোথাও অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই মিল মূলতঃ জীবনদর্শন সঞ্জাত বা জীবন উপলব্ধির মৌল সঙ্গতির জন্যই সম্ভব হয়েছে। চাকমা প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের মিল মুখ্যত আঞ্চলিক পরিবেশ, প্রকৃতি ও ভূমিগত সাদৃশ্যের জন্যই ঘটেছে। এমনও হতে পারে বাঙ্গালীর রক্তস্রোতে চাক্‌মা বা মগ্‌দের ধারা একদিন বঙ্গভূমিতে মিশে গেছে। আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজতত্ত্বের দুর্নিরীক্ষ্য পথে এটা ঘটে চলেছে। 'মঙ্গোলয়েড' রক্ত বাঙ্গালীর রক্তে যে মিশে গেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবন সম্পৃক্ত প্রবাদগুলি বস্তুতঃ সমাজ-দর্পণ। প্রবাদ রচয়িতারা বস্তুনিষ্ঠ। প্রবাদে কোন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক শব্দ নেই। শুধু যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তারা বলেছেন। এই পরিমিতিবোধ মহৎ শিল্পীর লক্ষণ। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্বচ্ছ প্রবাহই প্রবাদ রচনার উৎস। প্রবাদ সমাজের প্রতিচ্ছবি। বৃহত্তর বঙ্গসমাজের ছবি যেমন পাই বাংলা প্রবাদে, তেমনি সম্প্রদায় বিশেষের ভাষায় ও প্রবাদে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রবাদ একদিকে যেমন স্থানিক, কালিক ও আঞ্চলিক, আবার অন্যদিকে তেমনি দেশকালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সব মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

প্রবাদ প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফসল। প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলেই যে কোন জাতির প্রবাদমালা অত্যন্ত মসৃণ এবং শাণিত হয়ে ওঠে। লোকের মুখে প্রচলিত থাকে বলেই প্রবাদের রূপাঙ্গিক পরিবর্তনও অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। সমাজের ভাব ও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিবর্তিত হয়। এখানে একটি কাহিনীমূলক প্রবচনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। যেমন :

ভালো কথা মনে পোলো আচাতে আচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেলো নাচাতে নাচাতে।

এই ধরনের প্রবচনগুলির অন্তরালে লুকানো থাকে অনেক জীবন অভিজ্ঞতা। এই প্রবচনটির পেছনে লুকানো রয়েছে ননদ ও বৌদির চিরকালের ঈর্ষান্বিত সম্পর্কের কথা। বাঙ্গালীর ঘরে অবিবাহিত ননদ ও বৌদির তিক্ত সম্পর্কের কথা আমরা সকলেই জানি। গল্পটি এই :

একদিন বৌদি ও ননদ বাড়ির নিকটবর্তী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। বৌদি স্নান করতে করতে হঠাৎ দেখে ননদ ঘাটে নেই। এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে করতে দূরে দেখতে পেল ননদকে কুমীর কামড়ে গভীর জলে নিয়ে গেছে। একবার জলের ওপরে ননদ ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। বৌদির মনে আনন্দের সীমা নেই। স্নান সেরে বৌদি ফিরে এলো বাড়িতে। ননদিনী রায়বাঘিনীর কুমীরের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেটে যাওয়ার সংবাদটা বৌদি বাড়িতে দিতে ভূলে গেল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখ ধুতে গিয়ে বৌ হঠাৎ বলে উঠলো:

ভালো কথা মনে পোলো আচাতে আচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেলো নাচাতে নাচাতে।

কর্তব্য পালনের শৈথিল্য অথবা সম্পর্কের তিক্ততা বোঝাতে এই ধরনের প্রবচন ব্যবহার করা হতো। এই রকম বহু প্রবচন আছে আমাদের দেশে যেগুলির পেছনে অনেক সামাজিক, পারিবারিক ঈর্ষা ও জীবন যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে। এই ধরণের প্রবাদের নাম দেওয়া চলে: 'শোলোকী প্রবাদ' বা কাহিনীমূলক প্রবাদ। এর মর্মে সমাজজীবনসম্ভব একটি গল্প লুকিয়ে আছে। সমাজ জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে জীবন সমুদ্র মন্থন হয়, তারই নির্যাস হলো মানুষের জীবন দর্শন। আর সমাজ সম্পৃক্ত দর্শনের ক্ষুদ্রতম বাণী-স্ফটিক হলো প্রবাদ।

চাকমাদের একটি প্রবাদ হলো: 'ঝিয়্যরে মারি বৌরে শিগায়'—(প্রবাদ সংখ্যা: ৬৫) মেয়েকে মেরে বৌকে শেখাতে হয়। যৌথ পারিবারিক জীবনে প্রবীনা শাশুরী তার পুত্রবধূকে যখন কোন শিক্ষা দিতে চান, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিজের মেয়েকে উদ্দেশ করেই উপদেশ দেন। এইভাবে সে উপদেশ তার পুত্রবধূও গ্রহণ করে। এইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে একজনকে উদ্দেশ করে অন্যজনকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আর একটি চাকমা প্রবাদের দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা চলে। যেমন: 'রনুর্খাঁ আমলঅ মিধা' (প্রবাদ সংখ্যা: ১৫৭)। এর অর্থ রনুর্খাঁর আমলের গিঠাই অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য। রনুর্খাঁ ছিলেন একজন বিখ্যাত চাকমা সেনাপতি। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, তখন রনুর্খাঁ আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইংরাজদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। জনশ্রুতি, তাঁর আমলে চাকমা রাজ্যে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে) শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। তার শক্তি ও রণকৌশলের জন্য বাইরের কোন শত্রু চাকমা রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পেত না। রনুর্খাঁর আমলের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে চাকমারা এই প্রবাদবাক্যটি বলে থাকেন। এই রকম কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাও প্রবাদের সৃষ্টি করে থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাংলা প্রবাদে যেমন আছে "যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা' ঠিক তেমনি চাকমা প্রবাদে আছে "জামেই এক হারাম্, বিলেই এক হারাম্" (প্রবাদ সংখ্যা : ৩৩৬)। এই প্রবাদগুলি বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একদা 'জামাই'কে শ্বশুরকুল অত্যন্ত কু-দৃষ্টিতে দেখতেন। শত যৌতুক দেওয়া সত্ত্বেও জামাই কখনও তুষ্ট হতেন না। শুধু তাই নয়, কন্যাকে অপহরণ করে বিয়ে করার আদিম স্মৃতিও বর্তমান আছে আমাদের সমাজে। তাই 'জামাইকে' আজও শত্রু ভাবা হয়। জামাই যতই শ্বশুর শাশুরীর ঘরের ছেলে হোক্ না কেন, তবুও কোথায় যেন একটু সংশয়, সন্দেহ বর্তমান। সেইজন্য "জামাইকে হারাম" বলা হয়েছে চাকমা প্রবাদে। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র উদ্ঘাটিত করা সম্ভব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

ক. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

[সৎমা বলতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়। সৎমা যে পারিবারিক জীবনে কত ভয়াবহ এই প্রবাদে তাই প্রতিফলিত।]

খ. এক তুলে ক্ষেদে,
এক তুলে পুদে।

[মা-বাপের প্রধান সম্বল যেমন পুত্র, তেমনি চাষীরও প্রধান সম্পদ কৃষিক্ষেত। তাই কৃষিক্ষেতে চাষাবাদ করলে যেমন ফসল পাওয়া যায়, আর সেই ফসল দারিদ্র দূর করে, তেমনি উপযুক্ত পুত্র পিতা-মাতার কষ্ট দূর করতে পারে।]

গ. ধাবা চঙরা মাল্যুং শেল্,
পেদঅ ন ভল্য জাদঅ গেল্।

[ধাবমান সম্বরটাকে তীর মারলাম কিন্তু মরল না। শিকারটাও জুটল না, জাতও গেল। অর্থাৎ বৌদ্ধ চাকমারা অহিংস ; কিন্তু সমাজের নিম্নভূমিতে এখনও অনেক চাকমা জড়োপাসক। শূকর বলি এখনও 'গাঙ' (নদ) পূজায় এবং 'চুঙ্‌লাঙে' (বিবাহাচারে) দেওয়া হয়।]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন চাকমা প্রবাদের ক্ষেত্রেও কতকগুলি সাধারণ উপকরণ আমরা পাব। সেই উপকরণগুলি হোল এই : (ক) কৃষিকর্ম, উৎপাদন, ফলন, যন্ত্র ও কৃষকাজ (খ) পশুবিষয়ক—বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত পশুপক্ষি, পোকা, মাছ, সরিসৃপ। (গ) শরীর বিষয়ক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পরিধেয়, প্রসাধনকলা। এছাড়া আছে খাদ্য, স্বাস্থ্য, রোগ, গৃহ, অর্থ, স্থান-কাল-বস্তু, ব্যক্তি চরিত্র, নৈতিক আদর্শ, প্রকৃতি, স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র, ধর্ম, জাতি, বংশ, নিয়তি, ব্যবসা, পেশা, বিবাহ, উৎসব, উপবাস ইত্যাদি। সমাজ, প্রকৃতি, লোকচরিত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রবাদের অবয়ব সংস্থান। লোকভাষার এমন বলিষ্ঠ ব্যবহার লোকসংস্কৃতির অন্য কোন উপকরণে সহজদৃষ্ট হয় না।

টীকা :

১. 'A whole cultural anthropology may be written round them in so far as they contain references to religion, magic, marriage, government, law, arts and crafts, and in short, every element that enters into the social life. Above all, they can serve as documents of a history, otherwise unrecorded'.

Racial Proverbs : Vide : Introduction to the Proverbs of Africa. Selwyn Gurney Champion (1950/2nd Edition)/R. A. Maret

২. Proverbs are not only reflections of life, but also play an active part in it.

Introduction to the Proverbs of Moroco : Edward Westermarck.

৩. Soloman's Proverbs :

a) A wise son makes his father proud of him ; a foolish one brings his mother's grief.

b) A good man will receive blessings, A wicked man's words will hide a violent nature.

c) Wealth protects the rich ; proverty destroys the poor.

—Good News Bible (1977)

৪. প্রবাদ ঢংএর এক ধরণের রচনাকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শিলোক (শ্লোক) বলা হয়। প্রবাদ দু ধরণের—গদ্যাত্মক ও পদ্যাত্মক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১. খড়ম পাস্নি চিড়ল দাঁতি সাপ নেঙ্‌রা[১] চুল
হাসিতে হাসিতে ডুবাইলো বেহুলার কূল ॥
—খড়মের মত পা, চিরুনীর মত দাত, স্নানের সময় জলে ডুব দিলে যার চুল উপরে ভাসে—সে নারী অ-মঙ্গলা।

১ সাপের লেজের মত

২. হাত ফুল ফুল পা ফুল
আথাত না দেয় ফুক
পরের হাতে ভাত খায়া চাঁদ বদন মুখ।
—কোন গৃহকর্ম না করে, উনুনে ফু অব্দি না দিয়ে অলস বিলাসী নারী সেজেগুজে সুন্দরী হয়ে থাকে।

৩. আই[১] হু হু বাই[২] হু হু
খুড়িয়া[৩] গাছের তলে
সাংনা সাংনী[৪] পেংঠা[৫] করে
বিলাই[৬] হাসিয়া মরে।

১ মা, ২ দিদা ৩ কাঁটা নটে ৪ নিলর্জ্জ ৫ ঢং ৬ বিড়াল

৪. কাঙালের ছাওয়া[১] ভাত ঘরত পাইল
আর ভাতের হাড়ি দেখে উলমুলাইৎ[২] পৈল।

১ ছেলে ২ হাঁকুপাকু

৫. জাউ[১] ধুম ধুম করে
জাঙ্গি[২] ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(১) লাউ (২) মাচা

৬. সাতে নাই গোতে
চঙ্গায় চঙ্গায় মুতে।
সাত কূলে কেউ নাই তার আবার দম্ভ।

৭. বাপ নাই খায় গুড়া
ছওয়া চান্দিয়া[১] বুড়া।

১ টাক বাবা বুড়া হয় নি তার দাঁত আছে, শক্ত খাবার খায়; কিন্তু ছেলের মাথায় টাক পড়ে গেছে। অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল ছেলে পিতার আগে বৃদ্ধ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চাকমারা এই উপমহাদেশে বহিরাগত। কারণ তাদের প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি ব্রহ্মদেশের ইতিহাস 'চুইজং-ক্যা-থাং' এবং আরাকানের ইতিহাস 'দেঙ্গা-ওয়াংদি আরেদফুঙ' গ্রন্থে। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬৯৫ মঘী) ব্রহ্মদেশের রাজা মেঙ্গাদি উত্তরব্রহ্মের চাকমা রাজা অরুণযুগের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ইয়ুংজ) রাজধানী মনিজগিরি আক্রমণ করেছিলেন। চাকমারা ব্রহ্মদেশে যে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন, তার নজীর ব্রহ্ম ও আরাকানের ইতি-মালায় পাওয়া যায়। তবুও এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চাকমারা ব্রহ্মদেশেরও আদি জনগোষ্ঠী নন। এরা আরো দক্ষিণ দেশ থেকে অর্থাৎ শ্যামদেশ থেকেই ব্রহ্মদেশে আসেন। দশম খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চাকমারা ব্রহ্মদেশে আসেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। শ্যামদেশের "চম্পায় ভু' শ্রেণীর আদিম অধিবাসী বাস করত। এরা ছিল অষ্ট্রোনেশিয়ান জাতির অন্তর্গত। হিন্দু রাজ্য চম্পার এক সুসভ্য অধিবাসী হলো: চাম্।"[১] এই চাম্ অথবা শ্যামদেশের সীমান্ত অঞ্চলের চাক (Tsak) বা শাক জনগোষ্ঠীর একটি শাখা ব্রহ্মদেশের ভেতর দিয়ে আরাকান অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকেরা (চট্টগ্রামের সমতলের) চাকমাদের নাম দিয়েছেন: চাম্উয়া বা চাম্মোয়া। সুতরাং 'চাম্' নাম নিয়েই এরা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

'গৈরিকা' পত্রিকায় (রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত রাণী বিনীতা রায়ের তত্ত্বাবধানে) 'গোজেন লামা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া লিখেছেন: (কবি শিবচরণের) 'গীতপদগুলির রচনা সরল, সহজ, প্রাণস্পর্শী এবং স্থানে স্থানে গভীর ভাবদ্যোতক। উহাদের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও, চাকমা কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালা।' চাকমা কবি শিবচরণ ষোড়শ শতকে 'গোজেনলামা' রচনা করেছিলেন। এখানে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করলে চাকমা ভাষার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন—

উজানি ছড়া লামনী ধার,
না আছিল সৃষ্টি জলৎকার।
জল উপরে গর্যে স্থল,
বানেল গোজেনে জীব সকল।

১. সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার/অনুবাদ-সুমিত্রা চৌধুরী পৃ, ৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আগে সালাম বানেয়ে যার জনম,
আগে সালাম ছ্যং আর চরণ।
চাঁনে সূর্য্যে সদর ভেই
সালাম ছ্যং উদ্দেশ্যে ভূমিত থেই
সম্মুখে সালাম ছ্যং পুগেদি,
পশ্চিমে সালাম ছ্যং পিজেদি।
উত্তরে সালাম ছ্যং বাঙেদি,
দক্ষিণে সালাম ছ্যং ডেনেদি।
মোরে বিধিয়ে দয়া ওক,
তিন দেব চরণত সালাম রোথ।

এই পদগুলি আমাদের গীতিকার (পূর্ববঙ্গ গীতিকা) ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের 'সৃষ্টিবন্দনার' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি শিবচরণ যে উন্নতমানের কাব্য চর্চা করেছিলেন, তার অতীত ইতিহাসও রোমাঞ্চকর। এই শতকের বহু পূর্বেই চাকমারা স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বা চট্টগ্রামকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা মিশ্রিত অর্থাৎ অপ-ভ্রংশ স্তরের বাংলা ভাষার সাদৃশ্যে এই 'চাকমাভাষা'র সৃষ্টি দ্বাদশ শতকের পরেই ঘটে থাকবে। চাকমাদের 'তারা' বা ধর্মশাস্ত্র (থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম, শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের অনুকারী) ব্রহ্মদেশীয় লিপিতে লিখিত আছে। কিন্তু তাদের আদি ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ভাষা জন্মসূত্রে রক্তধারার সঙ্গে মানুষ বহন করে না। দেশ-কাল-পাত্রের সীমায় মানুষ ভাষা গ্রহণ করে। আবার প্রয়োজনে পূর্ব পুরুষদের ভাষা পরিত্যাগ করে নতুন দেশের ভাষাও গ্রহণ করে। এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

চাকমা ভাষাকে বলা হয়েছে 'মিশ্রিত ভাষা'। "ইহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আসামী ও মাগধীর ছাপ বর্ত্তমান। তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষার সাথে এমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার অপভ্রংশ বলা চলে। চাকমারই যে বাঙ্গালীদের অধিকতর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায়।"[১]

---

১. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত/১৯৬৯/রাঙ্গামাটি/বিরাজমোহন দেওয়ান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : 'আসামের উত্তর-পূর্ব-প্রান্তশায়ী পার্বত্য দেশগুলিতে একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, গোলের ঠিক উল্টা অর্থাৎ দীর্ঘ এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তাহার প্রমাণ ইহাদের চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড বেশ এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখ মণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ্, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে।'[১] সম্ভবত মোঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আর একটি শাখা ব্রহ্মদেশ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে এবং এই ধারারই বংশধরেরা হলেন চাকমা, তঙচঙ্গ্যা প্রভৃতি বৌদ্ধ কোম সমাজ।

গ্রীয়রসন সাহেবও বলেছেন : চাকমাদের ভাষা হলো "বাংলা ভাষার একটি বিভাষা'। তাদের বর্ণমালার সঙ্গে খ্মের, আন্নাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও দক্ষিণ ব্রহ্মের লিপির সাদৃশ্য বর্তমান।[২] বাংলা দেশের বাঙ্গালী জনগণের সান্নিধ্যে আসার ফলে চাকমাদের বর্ণমালা ও ও আদিভাষার ক্রমাগত রূপান্তর ঘটে। সেজন্য তাদের ভাষায় সন্নিহিত দেশসমূহের শব্দমালার প্রভাব অধিকতর।[৩] চট্টগ্রাম জেলার ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ১৮৪১ সালের পূর্বে মাত্র ২০ হাজার চাকমা এই ভাষা বলতেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার চাকমা এই ভাষায় কথা বলেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : 'আনাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যে-সব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ ও খমের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে-সব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবার ভুক্ত।' [বাঙালীর ইতিহাস/আদিপর্ব/১ম খণ্ড]। এদের ভাষা পরিবারের নাম অষ্ট্রিক। 'এই অষ্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া

১. বাঙালীর ইতিহাস/আদিপর্ব/১ম খণ্ড/১৩৮৬/ড. নীহাররঞ্জন রায়
২. চট্টগ্রামী বাঙালার রহস্যভেদ/১৯৩৫/চট্টগ্রাম/ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক্
৩. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান/প্রথম ভাগ /১৯৭৯/ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাঁওতালভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল।' ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এই ভাষা প্রসঙ্গে বলেন: "কেবল চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতির মধ্যেই, চাক্‌মা এবং জুমিয়া ভাষার ব্যবহার আছে। যাহারা এই দুই ভাষা বলিয়া থাকে তাহারা চট্টগ্রামে 'চাক্‌মা' এবং 'জুমিয়া' নামে পরিচিত। এই 'চাক্‌মা' এবং 'জুমিয়া' জাতি চট্টগ্রামের আদিম অনার্য্য অধিবাসী; তাহাদের ভাষাও অনার্য্য ভাষা।' বস্তুতঃ, বহু প্রাচীন কাল থেকেই চট্টগ্রামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা, জুমিয়া, খুমী, মঘ, কুকী, আরাকানীরা (রোয়াঙ্গ > রোয়াং বা রোখাম্) বসবাস করতেন। চাক্‌মাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় একদা ফেণী নদীর তীর পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পাশ্ববর্তী অঞ্চল বা জেলা সমূহের বুদ্ধিমান হিন্দু ও মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এই বনচারী, ফলচয়নকারী মানুষেরা গহন অরণ্যে ও পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথমে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এখানকার মানুষদের সঙ্গে সদ্যাগত ভিন্‌দেশীদের। অবশ্য সমাজ সংশ্লেষের সমন্বয়ী সূত্রে কালক্রমে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ও রক্তের মিশ্রণও ঘটে। এই মিলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চাকমা বাংলা ও চট্টগ্রামের বিভাষায় অধিক পরিমাণে আর্যেতর শব্দের অস্তিত্ব। চাকমারাও এই বাংলা বিভাষার একটি আঞ্চলিক রূপকে তাদের ভাষা বলে মনে করেন।[১]

এখানে কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য আরো উজ্জ্বল হবে। যেমন:

১. পোয়া (চট্টগ্রাম) = ছেলে; এটা এসেছে দ্রাবিড় 'পিল্লা' থেকে। পিল্লা > পোলা > পোয়া।

২. গম্ (চট্টগ্রাম) = ভাল; উত্তম; এটা মূলতঃ আরাকানী 'কুম্' শব্দাগত। 'কু' > গ তে রূপান্তরিত হয়ে 'গম্' হয়েছে।

৩. জুম্ = চাকমা এবং অন্যান্য পাহাড়ী (জুমিয়া) জাতির পাহাড়ের জমিতে চাষাবাদ। জুমিয়া এবং চাকমারাও 'জুম্' শব্দ ব্যবহার করেন। এই শব্দের অন্য একটি অর্থ হলো 'জুলুম' বা অত্যাচার।[২]

৪. চাঙ্ = মাচান; শব্দটি মঘেরা ব্যবহার করেন এবং চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এখনও ব্যবহার করেন।

---

১. বঙ্গীয় শব্দকোষ/দ্বিতীয় খণ্ড/১৯৭৮/সাহিত্য অকাদেমি/শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. চাঙমা বাঙলা কথাতারা [চাকমা বাংলা অভিধান]/রাঙ্গামাটি/১৯৭৫/শ্রীসুগত চাকমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫. লাঙ বা নাং=উপপতি ; শব্দটি খুমীদের 'নেঙ,' শব্দ থেকে উচ্চারণ বিকৃতিতে লাঙ্ হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লাঙ্গল', 'লাঙ্গুল' এই 'লাঙ,' শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাও ব্যবহার করতেন।

৬. রাঅলী বা রাউলী=বৌদ্ধ ভিক্ষু ; চাকমাদের (পার্বত্য চটগ্রামে) এই রাউলীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁরাই লৌকিক স্তরে লোকসমাজে বৌদ্ধধর্মের বাহক এবং প্রবর্তক। শব্দটি 'আউল' থেকে উৎপন্ন। শব্দটির পূর্বে 'র' আগম হয়ে 'রাউল' হয়েছে। এর অর্থ যোগী ; গৃহস্থ যোগী।[১]

উচ্চারণ :

চাকমা বর্ণগুলির উচ্চারণ সাধারণতঃ কোমল। শ্বাস নিয়ন্ত্রনের ফলে শ্বাস-বায়ুকে চাকমারা মুখের গহ্বরে টেনে নেয় বেশি। তাই 'ক' উচ্চারণ করার সময় ক+অ=কঅ—এইভাবে উচ্চারণ করেন।[২] স্বরবর্ণগুলি সাধারণতঃ ব্যঞ্জনবর্ণকে ম্লান করে প্রাধান্য লাভ করে উচ্চারণের ক্ষেত্রে। স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণের প্রবনতাই অধিক। যেমন রাণী—রাণি ; টাকা—টেঙা ; বুড়া—বুহ্‌রা ইত্যাদি।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান
প (f) ; ব (v)	দন্ত ও ওষ্ঠ
ব (b) ; ম (m)	ওষ্ঠ
ত (t) ; থ (th) ; দ (d) ও ধ (dh)	দন্ত
ন (n) ; র (r) ; ল (l) ও য (z)	দন্তমূল
চ (s) ; শ (sh)	তালু ও দন্ত
য় (y)	তালু
গ (g) ; ঙ (n)	কণ্ঠ
ক (k) ; খ (kh) ; হ (h)	কণ্ঠনালী

চাকমা-সংখ্যাবাচক শব্দ :

১ এক ২ দুই ৩ তিন ৪ চের ৫ পাচ ৬ ছ ৭ সাত ৮ আট্যা, ৯ ন ১০ দশ

১. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান/১ম ভাগ/১৯৭৯/শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

২. চাঙমা বাঙালা কধাতারা/রাঙ্গামাটি/১৯৭৫ / শ্রীসুগত চাকমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১ এগার ১২ বার ১৩ তের ১৪ চোধ্য ১৫ পন্দর ১৬ ষুল ১৭ সত্তর ১৮ আট্টার ১৯ উনোশ ২০ কড়ি ইত্যাদি।[১] + যোগ, - ফারাক, × তুনা, ÷ ভাগ এইভাবে আঙ্কিক চিহ্নগুলি উচ্চারণ করেন চাকমারা।[১]

বর্ণমালা :

কা, খা, গা, ঘা, ঙা যথাক্রমে চাকমারা আরাকানী বর্ণমালায় এইভাবে উচ্চারণ করেন—চুচ্চাঙ্যা, গুজাঙ্যা, চান্দ্যা, তিনডাল্যা, চিলাম। আবার চা (দ্বিডাল্য) ছা (মজরা), জা (দ্বিপদলা), ঝা (উরাউরি), ঞা (শিলাচ্যা), টা (দ্বিয়াদাৎ), ঠা (ফুদাদ্বিয়াং), ডা (আড়ুভাঙাৎ), ঢা (লেজডরাৎ), ণা (পেট্টুয়া), তা (ঘণ্ডাৎ), থা (জগদাৎ) দা (দোলনীৎ), ধা (তলময়াৎ), না (ফারবান্যা), পা (পাল্যা), ফা (উপরফুদা), বা (উপরমুআ), ভা (দ্বিচাল্যা), মা (বুকৎফুদা), রা (দ্বিদায্যা), লা (তলমুআ), সা, শা (ভুদিবুক্যা), হা (উপরমুআ), য়া (চমিয্যা), ং (একফুদা), ঃ (দ্বিফুদা), ँ (চানফুদা) ইত্যাদি।[২]

প্রকৃতপক্ষে, চাকমা ভাষা মাগধী প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আঞ্চলিক বিভাষার মিশ্রণে ও পরিবর্তনে একটি লৌকিক ভাষা। কয়েকটি শব্দের রূপান্তর লক্ষ্য করলেই এ'সত্যটি প্রমাণিত হবে।

যেমন :

১. হস্ত (সংস্কৃত) > হত্থ (প্রাকৃত) > হাত (বাংলা) > হাত (চাকমা)

২. অদ্য > অজ্জ > আজ 7 এচ্চা

৩. ত্বম্ 7 তুম্হি 7 তুমি 7 তুই

৪. ভক্ত 7 ভত্ত 7 ভাত 7 ভাত

৫. পক্ষি 7 পক্ষি 7 পাখী 7 পেইক্

৬. মৎস্য 7 মচ্চ 7 মাছ 7 মাইচ্

৭. মাতৃ 7 আম্মা 7 মা 7 মাআ

বাক্যগঠন প্রণালী :

১. আমি ভাত খাব (বাংলা) 7 মুই ভাত খেইম (চাকমা)

---

১. চাকমার পথম শিক্ষা [প্রথম সংস্করণ/১৯৫৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম] সংগ্রাহক ও প্রকাশক :- নোয়ারাম চাকমা

২. প্রাগুক্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২. ভালো আছেন তো ? 7 গম্ আ গদ ?

৩. তোমার বাবা আছেন তো ? 7 আবে আগেনি ?

৪. কোথায় যাবেন ? 7 কু'হ্ যেবে ?

৫. তোমার সঙ্গে আমিও যাব 7 তর্অ লগে মুঅ যেইম্

চাকমা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন :

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে যে কোন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দু'ভাবে হ'তে পারে। যেমন :

১. ধ্বনিমূলক পরিবর্তন (phonemic change)

২. ধ্বনি-রূপগত পরিবর্তন (morpho-phonemic change)

চাকমা ভাষার শ্রুতিধ্বনি (glide) জনিত পরিবর্তনও হয়। যেমন বানর > বান্দর—এখানে জিহ্বার শৈথিল্য বশতঃ নতুন একটি ধ্বনিমূল 'দ' আগত হয়েছে।

বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণের সময়, একটি ধ্বনি নিকটবর্তী অন্যধ্বনির উপর প্রভাব বিস্তার করে ; যার ফলে প্রথম বা দ্বিতীয় ধ্বনিটি বদলে যায়। কোন কোন সময় ধ্বনিই বদলে যায়। এই পরিবর্তনকে সমীভবন (assimilation) বলে। সমীভবন তিন প্রকারের হয়ে থাকে :

১. প্রগত (progressive) : পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে বদলে দিলে প্রগত বলা হয়। যেমন : চক্র (সংস্কৃত) 7 চক্ক (প্রাকৃত) 7 চাক্কা (চাকমা)।

মরত্ + উয়া (গুয়া) = মরত্তুয়া (পুরুষটি)

দ্যোচ্ + আন (থান) = দ্যেচ্ছান (দেশটি)

২. পরাগত (regressive) : পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তন করলে পরাগত হয় ; যথা :

অক্ত 7 অকৃত 7 অত্ত (চাকমা)

কর্ম 7 কম্ম 7 কাম্

রান্ + যুনি 7 রাঞ্ঝুনি (রঙধনু)

৩. পারস্পরিক (mutual) : পরস্পর পরস্পরকে পরিবর্তন করলে দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়। যথা :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উর্ধ্ব (সংস্কৃত) 7 উব্‌ভ (প্রাকৃত) 7 উবা (চাকমা)। যেমন উবাগীত :[১]

৪. বিষমীভবন (dissimilation) : সমীভবনের বিপরীত ব্যাপার হ'ল বিষমীভবন। এতে পদস্থিত দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলে যায়। যথা : পিপীলিকা (সংস্কৃত) 7 কিপিল্লীকা (পালি)

৫. বিপর্যাস (metathesis) পদস্থিত দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনকে বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস বলে। যথা :

জোৎস্না (সংস্কৃত) 7 জোহ্‌ণা (প্রাকৃত) 7 জোণহা 7 জোন্ (অসমীয়া)

কাশ্মীরী—জুন, নেপালী—জুন, গাড়োয়ালী—জুন, চাকমা—যুন।

এই শব্দগুলি সমশব্দ গণ্ডীরেখার (isogloss) অন্তর্ভুক্ত।

৬. আদিস্বরাগম (prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য পদের আদিতে স্বরাগম হ'লে আদিস্বরাগম বলে। যেমন :
(সংস্কৃত) ক্ষমা 7 খমা 7 খেমা 7 হেমা (চাকমা)

৭. বিপ্রকর্ষ (anaptyxis) : উচ্চারণের সুবিধার্থে পদের মধ্যে স্বরাগম করলে বিপ্রকর্ষ হয়। যথা :
ইন্দ্রা 7 ইন্দিরা। ভক্তি > ভকতি। ভিতরে 7 ভিদরে 7 ভিদিরে (চাকমা)।

৮. অন্ত্যস্বরাগম (apothesis) : উচ্চারণের সুবিধার্থে পদান্তে স্বরাগমকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যথা :
(সংস্কৃত) দিশ > দিশা 7 দিযহা (চাকমা)

৯. অপিনিহিতি (epenthesis) : যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ই-কারের (উ-কারও হতে পারে) আগমনকে অপিনিহিতি বলে।
উদাহরণ : (সংস্কৃত) যক্ষ>জক্‌খ (প্রাকৃত)>জইক্‌খ>যোইগখ

১০. অভিশ্রুতি (umlaut) : অপিনিহিত অথবা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনিগুলি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলিত হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটালে অভিশ্রুতি বলা হয়। যথা :
শুনিয়া > শুইনা > শুনে >হুনে

---

১. চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব/শ্রীসুগত চাকমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১. স্বরসঙ্গতি (vowel harmony): যদি অপিনিহিতি, বিপর্যাস এবং সন্ধি ছাড়াই অভিশ্রুতির মত ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তবে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যথা:

বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি। মহিলা > মহইলা > মহইলা > মিহলা (চাকমা)।

ক. পরাগত: (আদ্যস্বর অন্ত্যস্বর অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।)
গোদা 7 গদা (সমস্ত, গোটা)। খোদা > খদা 7 হদা।
সোনা > শনা, লোক্ > লক্ ইত্যাদি।

খ. মধ্যগত: (আদ্য বা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হয়।)
বিলাতি > বিলিতি। বারেন্দা > বারান্দা।

গ. অন্যোন্য বা পারস্পরিক: (সন্নিকটস্থ দুটি স্বর পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। যথা:
কেদেরা 7 কহাদিরা (চাকমা)।

স্বরলোপ প্রসঙ্গতঃ পদের কোন কোন অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকলে অনেক সময় শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরে স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং লোপ পায়। এইরূপ ধ্বনি পরিবর্তন, সম্বন্ধগুলির অবস্থান অনুসারে হয়ে থাকে।

ক. আদিস্বরলোপ (aphasis): উদ্ধার 7 উদার (চাকমা) 7 ধার। অভ্যন্তর 7 ভিতর। এইখান 7 এইগান 7 ইগান 7 ইয়ান (চাকমা ও চট্টগ্রামী বুলিতে); সেইখান 7 সেইগান 7 সিগান 7 শিয়ান (চাকমা) > হিয়ান > ঈয়ান (চট্টগ্রামী)।

খ. মধ্যস্বরলোপ (syncope): কর্ণ > কন্ন > কান > কহান। কর্ম > কম্ম > কাম > কাম।

গ. অন্ত্যস্বরলোপ (apocope): চন্দ্র > চন্দ > চান > সান।
বন্ধন > বান্ধন > বান্দ > বান্।

ঘ. সমাক্ষর লোপ (synccope):
দুইটি সমধ্বন্যাত্মক অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হ'লে সমাক্ষর লোপ বলা হয়। যথা: নক্ক্ষত্র (রাত্রির অধিপতি)> নক্ষত্র।

ঙ. নাসিক্যভবন (nasalization): নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি পদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্য বা অন্ত্য থেকে লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনিকে অনুনাসিক করলে, নাসিক্যভবন বলা হয়। যথা:

সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ। চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ।

বন্ধন>বান্ধন>বান্ধ>বাঁধ।

স্কন্ধ>স্কণ্ড>কানধা (চাকমা)>কাঁধ।

চ. উষ্মীভবন (spirantization): স্পৃষ্টধ্বনির উষ্ম উচ্চারণকে উষ্মীভবন বলে। অর্থাৎ শ্বাসনির্গমন একচোটে না হয়ে কিছুক্ষণ ধরে হয়। ফুল>ফু. ল। পুজা>পূ. জা।

ছ. রকারীভবন (rhotacism): স যদি ঘোষবৎ জ হয়ে শেষে র উচ্চারিত হয়, তবে তাকে রকারীভবন বলে। যেমন: পঞ্চদশ (সংস্কৃত) > পন্নডহ (প্রাকৃত) > পন্দর (চাকমা)> পনর (বাংলা)।

জ. মহাপ্রাণিত (aspirated): ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে হ যুক্ত হয়ে একসাথে উচ্চারিত হলে, মহাপ্রাণিত হয়।

তাহলে>থালে (স্থালে—চাকমা)

মহিলা>মিহলা। মহাজন>মহাযন।

সাহিত>সাহাত>শহাত। লহ>লেহা।

ঝ. অল্পপ্রাণিত (deaspirated): কোন কোন মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর কুঞ্চন না হলে অল্পপ্রাণিত হয়। যথা, দেথা > দেগা (দেখা)।

বাঘ > বাগ। নখ > নক। আঘ র> আগর (অক্ষর অর্থে) আখর > আঘর > আগর + তারা = আগরতারা।

ঞ. ঘোষীভবন (vocalization): অঘোষধ্বনির সঘোষ উচ্চারণকে ঘোষীভবন বলে। যথা:

তাকল>তহাগল। মাচা<মাঘা। পাতা>পাদা। কাপড় > কহাবর।

ত. অঘোষীভবন (devocalization): সঘোষধ্বনির অঘোষ উচ্চারণকে অঘোষীভবন বলে। যথা:

বাঘ>বাগ > বাক্। সাঁঝ>শাচ্। লাভ> লাপ্ ইত্যাদি। (পালি) কদ্ভো>(চাকমা) কদ্ধা>কত্তা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাদোল (চাকমা) > বাদওল > বাত্‌তোল (ঢাকা)।

থ. কণ্ঠনালীয়ভবন (glottalization) : কোন ধ্বনির উচ্চারণের শেষে কণ্ঠনালীর কুঞ্চন হলে কণ্ঠনালীয়ভবন বলে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে ঘ, ধ, ঙ ধ্বনির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তা ডক্টর সুকুমার সেনের মতে গ' দ' ব'।

ভোন > বোন। ভেই > বে'ই। আঘি > আগি।

অক্ষর > আখর > আগর। যেমন, আগরতলা।

দ. সঙ্কোচন (contraction) : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে পাশাপাশি অক্ষরের সংখ্যা কমে যাওয়াকে সঙ্কোচন বলে। ভীমরুল > ভীচুর (চাকমা)। আনারস > অন্ধার > আন্‌ধার (চাকমা)। রব > র। বাসা > বা।

ধ. বিস্ফোরণ (expression) : কোন কারণে এক অক্ষর একাধিক অক্ষরে পরিণত হলে বিস্ফোরণ বলা হয়। যথা :

প্রত্যাশা > প্রতিআশ ; পর্যঙ্ক > (ব্রজবুলি) পরিযঙ্ক।

ন. লোকনিরুক্তি (folk-etymology) : অনেক সময় অপরিচিত শব্দ ধ্বনি সাম্যের সুযোগ নিয়ে পরিচিত শব্দে পরিণত হয়, এর নাম লোকনিরুক্তি। যেমন, চশমা শব্দটি 'চশামা' উচ্চারিত হয় ; চ্‌চক্‌ 'চোখ' উচ্চারিত হয়। আর শামা অর্থ ছায়া, কাজেই চশমা শব্দটি দাঁড়াল 'চোক্‌শামা'। অর্থাৎ যে চোখকে ছায়া দেয়।[১]

ভাষা বহতা নদীর মত ক্রম পরিবর্তনশীল। চাকমা ভাষাও তাই। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপের মত চাক্‌মা ভাষাও বৃহত্তর বাঙ্গালী এবং কোম সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতি তরঙ্গের প্রতিঘাতে অন্তরে ও বাহিরে মৃদু রূপান্তরিত হচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। যেহেতু, বর্তমান চাকমা ভাষা অসমীয়া, রাজবংশী, গারো, সাংমা, চট্টগ্রামীয় বিভাষার সঙ্গে রূপগত ভাবে সন্নিহিত, তাই শব্দচয়নে ও বাক্‌বিন্যাসে এদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই চাকমা ভাষাও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং হবে।

---

১. চাক্‌মা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব/শ্রীসুগত চাকমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টীকা :

১. In the central portion of the Chittagong Hill Tracts in the Chakma chief's circle, situated in the country round the Kharnafuli River, broken dialect of Bengali, peculiar to the locality, and of a very curious character is spoken. It is called chakma, and is based on South-Eastern Bengali, but has undergone so much transformation that it is almost worthy of the dignity of being classed as a seperate language. It is written in an alphabet which allowing for its cursive form, is almost identical with the Khemer character, which was formerly in use in Cambodia, Laos, Annam, Siam and at last the Southern parts of Burma.

Linguistic Survey of India/Vol. V/Part I/1968.

২. They are undoubtedly a branch of the mongolian family and have migrated to their present habitat from Arakan. Owing to close contact with the Bengali speaking people of the plains they have cousiderably changed their native language and now speak a mixed form of speech.

—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (New Series) Vol. XXVII/1931

৩. চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ/১৯৩৫/চট্টগ্রাম/ডক্টর মুহম্মদ এনামুল্ হক্

৪. The Chakmas speak a corrupted Bengali, the Maghs Arakanis, a dialect of Burmese and the Tipperas a language of their own which is akin to Kachari.

—Imperial Gazetteer / Bengal and Assam/1901.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাদের ছন্দ :

বাংলা প্রবাদের ছন্দ ছড়ার ছন্দ বা 'লোকছন্দ'। পয়ারেই এর স্বচ্ছন্দ লীলা।[১] বাংলা ছড়াও পয়ারেই বিকশিত। প্রবাদ যে কোন সম্প্রদায় বা জাতির মুখের ভাষারও বিশ্বস্ত আকর। চাক্‌মা প্রবাদমালা চাক্‌মা ভাষা ও ছন্দের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে চাক্‌মাদের লোকসাহিত্য। কারণ চাক্‌মা জাতির বোধিমনস্কতার স্বর্ণফসল হলো চাকমা প্রবাদ। চাকমা প্রবাদ গদ্যে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ছন্দিত বাক্‌ বিন্যাসেও রচিত হয়েছে। এই ছন্দিত বাক্‌বিন্যাস মূলতঃ 'লোকছন্দ' নির্ভর (folk metre)। লোকরীতির ছন্দে দেশজ স্বরবৃত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। চাকমা ছড়ায় পয়ারের স্বচ্ছন্দ প্রবাহও লক্ষণীয়।[২]

ও ভুজি ভুজি/দেং দেং দেং,
ত বাবে ভুজি/ভবা বেঙ্।
ভবা বেঙঅ/আঢ়রী,
ছিনি নিল/ মাঢ়রী।

প্রবাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ছন্দোবন্ধ আমরা লক্ষ্য করি। যেমন :

মরেদে গিরি/ন এরে আজ্ ;
ধায়দে চাঝা/ন এরে চাজ্।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছড়ার ছন্দই পদ্যাত্মক প্রবাদের বাহন। যেমন :

ক্ষেতে ছাড়ায়/পেরতী,
পুতে ছাড়ায়/দুর্গতী।

---

১. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র/১৯৪৯ / শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

২. মরেদে গিরি নএরে আজ,
ধায়দে চাঝাএ নরে চাজ।
(মুমূর্ষু লোক প্রাণের আশা ছাড়েনা,
যে চাষী স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়,
সে আপন পেশা চাষাবাদ ভুলতে পারেনা।)
[তুঃ যতক্ষণ শ্বাস; ততক্ষন আশ]

এখানে প্রবাদটির ছন্দ দ্বিপর্বিক, পাঁচ+পাঁচ=দশ মাত্রিক [৩+২/৩+২]। বাংলা ছড়ার ছন্দের সঙ্গে এর গভীর মিল আছে। প্রত্যেক ছড়ায় সুর ও তাল আছে। একদিকে ছড়া লোকসাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, আবার অন্যদিকে লোকসঙ্গীতের খুব সন্নিহিত। প্রবাদ একদিকে জীবন দর্শন, অন্যদিকে লোকসাহিত্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথবা,

সাত বাঙালে/এক দেই,
বারে নিলে/পুদে নেই।

ছড়ার ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরই এক মাত্রার বলে বিবেচিত। এই ছন্দের অন্যনাম স্বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত। বাংলার মৌলিক ছন্দ হলো এই ছড়ার ছন্দ। যেমন:

বৃষ্টি পড়ে/টাপুর টাপুর/নদী এল/বান,
শিবঠাকুরের/বিয়ে হল/তিন কন্যা/দান।

আধুনিক কালের ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছড়ার ছন্দকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন এইভাবে:

আকাশ জুড়ে/ঢল্ নেমেছে। সূয্যি ঢলে/ছে
চাঁচর চুলে/জলের গুঁড়ি। মুক্তো ফলে/ছে।

চাকমা প্রবাদের গঠনরীতি (Structure):

মানব সমাজ যেমন জনসমাবেশ ও শ্রেণীগত বিন্যাসের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে; মানুষের বাক্‌বিন্যাসও তেমনি বর্ণ-বিন্যাসের নিয়মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। লোকসাহিত্য মানুষের সমাজ জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস ও মানবধর্মের বাণীবহ। সেই কারণেই এই লোকসাহিত্যের উপকরণগুলির কাঠামোর মধ্যে সমাজ কাঠামোও লুকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে এই সচল, সজীব সংস্কৃতির রেনুগুলির বিন্যাসের বিশ্বজনীন এক রীতিও গড়ে উঠেছে।

আধুনিক লোকতত্ত্ব (folkloristics) লোকসাহিত্যের উপকরণের গঠন-রীতি বিশ্লেষণেও তৎপর। অবশ্য ইতোমধ্যে নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ট্রাউস, ভাষা-বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ভল্‌াদিমির প্রফ, থমাস. এ. সিভিয়ক এবং মারান্দা দম্পতি, এলান ডাণ্ডিস, রিচার্ড প্রিয়েভ, এড্‌মাণ্ড লীচ, জর্জেস প্রমূখ 'স্ট্রাকচারাল `ফোকলোর,' ভাষা ·লোকসাহিত্যের রূপতত্ত্ব ও গঠনতত্ত্ব নিয়ে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন। আলোচ্য চাকমা প্রবাদ-গঠনতত্ত্ব আলোচনা বিশ্বের পূর্বসূরীদের অনুপ্রেরণা সঞ্জাত। সম্ভবত, চাকমা প্রবাদ বিচার-বিশ্লেষণে এই প্রথম গঠনরীতির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হোল।

গঠনরীতির প্রয়োগগত দিকটি আলোচনার পূর্বে, গঠনরীতির মৌল উপকরণগুলি আলোচনা করা যাক্। লাতিন 'structure' শব্দের অর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হলো লজ্জা, সংগঠন, স্তূপ।[১] ভাষাতত্ত্বে এর অর্থ একটু ব্যাপক। কারণ ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার মৌলকণাগুলির তাৎপর্য খুব বেশি। যেমন ধ্বনি (phonemes) এবং রূপরেণু (morphemes) গুলির ঘন সুনিয়মিত সন্নিবেশে শব্দ, বাক্য ও ভাষা গড়ে উঠেছে। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় যেমন মৌল কণিকার (atoms or molecules) সমাবেশে বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তেমনি সমাজ, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও মানুষ ও বস্তুর সমাবেশে একটি অন্তর্নিহিত ছক (pattern) গড়ে উঠেছে।

রসায়নবিদ্যায় জলের সূত্র এবং গঠনতত্ত্ব এইভাবে দেখানো হয়েছে: Water : H_2O (molecular formulae) / H—O—H (structural formulae with bonds)—H-$\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}$-H (with electrons)[২]। এইভাবে যৌগিক পদার্থের গঠন কণিকা সমূহের পারমাণবিক বিশ্লেষণ করা যেমন চলে, তেমনি সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতির উপকরণ সমূহের অনুগত বিশ্লেষণ করার এবং গঠনতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা।

ভলাদিমির প্রফ ১৯৫৮ সালের পূর্বেই 'রূপতত্ত্ব' (morphology) আলোচনা সূত্রে লোককথার গঠনরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনা মূলত রাশিয়ার রূপকথার গঠনরীতির মধ্যেই সীমিত। 'মর্ফোলজি' বা রূপতত্ত্ব উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ের সূত্রাবলীর তত্ত্ব। ভাষার ক্ষেত্রেও বাক্যরচনারীতির রূপতত্ত্বগত বিশ্লেষণকে রূপতত্ত্ব বোঝায়। লোককথার অভ্র সংস্থাপনরীতির আঞ্চলিক রূপ থেকেই ক্রমে ক্রমে একটি বিশ্বজনীন রীতির আবিষ্কার রূপতত্ত্বের মাধ্যমে করা সম্ভব। প্রফ একটি সরল একক আখ্যানবিশিষ্ট রূপকথার গঠনতত্ত্ব এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন:[৩]

---

১. The components of a language (as phonemes and morphemes) and the way in which they are related—compare phonemics, Morphophonemics, Morphology, Sytax.

Webster's Third New International Dictionary
Vol : III/1971/Chicago

২. Webster's Third New International Dictionary/Vol : III/1971

৩. Morphology of Folktale /Second Edition/1968/University of Texas Press, Austin & London/V. Propp, (Vide : Appendix II/No : 1.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গল্পের শ্রেণী : এইচ—১

মৌলভাব (motif): অপহরণ (kidnapping of a person):

তিনি গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র এবং ঘটনাংশের জন্য এক একটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। যেমন :

"A tsar, three daughters (a). The daughters go walking (B^3), overstay in the garden (d^1). A dragon kidnaps them (A^1). A call for aid (B^1). Quest for three heroes (C ↑). Three battler with the dragon (H^1—I^1), rescue of the maidens (K^4). Return (↓) reward (W^0).

$$\therefore\ B^3d^1\ \ A^1B^1C\uparrow H^1-I^1K^4\downarrow W^0$$

ক্লড লেভিষ্ট্রাউস পুরাণ (myth) নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ষ্ট্রাকচারাল এ্যানথ্রপোলজী' গ্রন্থে।[১] পুরাণের গঠনরীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি চরিত্র ও ঘটনার বৈপরীত্য, রূপ ও বস্তুর দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন চরিত্রের দ্বৈত সত্ত্বার ওপর। মানব চরিত্রে যেমন পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছে, তেমনি মানব সমাজের কাঠামোতেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্ব কখনও সচেতন মানসিকতায় প্রকাশিত, আবার কখনও অবচেতন মানসপটে ফল্গুধারার মত সক্রিয়। লেভি ষ্ট্রাউস এর নাম দিয়েছেন : 'binarism' বা দ্বৈততা। যে কোন সংগঠনের একটি রূপ আছে; আর এই রূপের একটি কাঠামোও আছে। গঠন বলতে তাই একটি কাঠামো বা সংগঠন ব্যবস্থাকেই আমরা বুঝি। প্রফ এই দ্বৈততাকে দু'ভাগে দেখেছেন : 'synchronic' এবং 'diachronic.' মূলতঃ ফরাসী ভাষাবিদ এফ. ডি সস্যুর (F. De Saussure) এই শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছিলেন ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে। পুরাণকথার গঠনতত্ত্ব বিচার নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেভি ষ্ট্রাউসের একটি অনবদ্য অবদান। এবার লেভি ষ্ট্রাউসের বক্তব্যের মৌল উপকরণগুলি বিচার করা যাক্।

---

১. Structural Anthropology : Penguin Book / 1963 / Claude Levi-Strauss. [এই গ্রন্থে তিনি 'La Geste d' As'iwal' ও 'ইডিপাস' পুরাণকথার গঠনতত্ত্ব বিচার করেছেন।]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিনি মনে করেন পুরাণ হলো সংযোগের একটি মাধ্যম মাত্র। দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য অস্তিত্বকে ঘিরেই দ্বৈততার তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সুতরাং পুরাণের বিষয়বস্তুর মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। সেজন্য তিনি ভাষার (Langue) বৈপরীত্যে 'লোকভাষা'কে (parole) দেখেছেন। সমাজ সংগঠনে যেমন রাজা-প্রজা, জমিদার-কৃষক, বিত্তবান-বিত্তহীনের বৈপরীত্য আছে, তেমনি আছে ঘটনাগত দ্বন্দ্ব (binary opposites)। কিন্তু পরিণামে পুরাণের শেষে আমরা পাই একটি সমন্বয়ী পরিণতি (harmony)। তিনি পুরাণের গঠনরীতির একটি সূত্র এখানে উপস্থাপিত করেছেন :

$$Fx(a) : Fy(b) = Fx(b) : Fa-1(y)$$[১]

ইলি কঙ্গাস মারান্দা ও পিয়েরে মারান্দা ১৯৭১ সালে তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ষ্ট্রাকচারাল মডেলস ইন্ ফোক্‌লোর এ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশানেল এসেজ' গ্রন্থে গঠনতত্ত্বের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থে জাদুবিদ্যা, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, সংস্কার, পুরাণ, গীতি, কথা, লোকাচার প্রভৃতির গঠনতত্ত্বও আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত বলেই শুধু মাত্র 'প্রবাদের'ই সীমানায় আমরা বিচরণ করব এবং আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

মারান্দা দম্পতি 'গঠন' (structure) প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন : 'গঠন হলো অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তি, যার দ্বারা সাংগঠনিক উপকরণসমূহ একটি অখণ্ড সত্ত্বায় গ্রথিত হয়। গঠন রীতির বিশ্লেষণ তাই কোন বস্তু সংঘটনের গুরুত্বপূর্ণ কণিকাগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা ও আবিষ্কার।'[১] এই আণবিক উপকরণগুলিকে একক (unit) ধরা হয়েছে। লোকতত্ত্বের (folkloristics) ক্ষেত্রে গঠনরীতির পর্যালোচনা

---

১. Structure can be defined as the internal relationship through which constituent elements of a whole are organized. Structural analysis thus consists of the discovery of significants and their order.

Structural Models in Folkore and transformational essays/1971/Paris Elli kongas Maranda and Pierre Maranda.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করতে গিয়ে পূর্বসূরীরা নিম্নলিখিত 'একক' গুলির সন্ধান পেয়েছিলেন।[২] যেমন, টাইপ (type / আর্নে ১৯১০), ফাংশন (function / প্রফ ১৯২৮), মোটিফ (motif / থম্পসন ১৯৩২), মিথিম (mytheme / লেভি ষ্ট্রাউস ১৯৫৫), মোটিফিম্ (motifeme / ডাণ্ডিস ১৯৬২)। এইগুলি লোককথার অবিভাজ্য রেণু বলে প্রাগুক্ত লোকতত্ত্ববিদেরা মনে করেছেন। প্রবাদ ও অন্যান্য লোকসাহিত্য-উপাদানের ক্ষেত্রে এই অবিভাজ্য এককগুলির নাম হবে ভিন্ন এবং যেহেতু লোককথার চেয়ে প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদির গঠনরীতি অপেক্ষাকৃতভাবে সরল, তাই প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও সীমাবদ্ধ। লোককথার ক্ষেত্রে উক্ত এককগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

মিল্‌নার,[৩] ডাণ্ডিস[৪] এবং প্রিয়েভ[৫] প্রবাদের গঠনরীতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মিল্‌নার প্রবাদকে সাধারণভাবে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। আবার এই চারভাগকে দু'টো পর্যায়ে বিভাগ করেছেন। যেমন, বৃহদাংশ (major segments) ও ক্ষুদ্রাংশ (minor segments)। তিনি প্রবাদের প্রথমাংশের নাম দিয়েছেন : 'মাথা' (head) আর অপরাংশের নাম দিয়েছেন : 'লেজ' (tail)। আবার প্রত্যেক অংশের গুণানুসারে '+' ও '—' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। যেমন :

—	+	
Rolling	stones	(the head is —)
gather	no moss	(the tail is —)

$$\therefore \quad + \frac{(- \quad +)}{-}$$

কিন্তু ডাণ্ডিস এই সূত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

২. Ibid, p. 21

৩. What is Proverb ? New Society 332/1969 and Proverbium 14/1970.

৪, Alan Dundes : "Trends in content Analysis : A Review article", Midwest Folkore XII/1962 and American Anothropologist vol : 66' No : 6 : Part : 2/December 1964 and Analytical Essays in Folore/1975.

৫, Richard Priebe : "The horses of speech : A structural Analysis of the Provers"/Folklore Annual, University Folklore Association, The University of Texas, Austin/1971.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সামাজিক অবস্থা ও বস্তুর স্বরূপ অনুসারে এই '+' বা '—' চিহ্নও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। যেমন, ধরা যাক স্কটল্যাণ্ডের এই প্রবাদটির কথা। সেখানকার স্কচরা পাথরকে স্ফটিক গোলাকৃতি সঞ্চরমান বস্তুরূপে গণ্য করেন। ফলে মিল্‌নারের পাথরের চিহ্নারোপ বা গুণারোপ স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক নাও হতে পারে। কাজেই মিল্‌নারের মডেলটি বিশ্বজনীন বলে স্বীকার করাও চলে না। তবুও প্রবাদের গঠনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে মিল্‌নারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাঙ্কেতিক তর্কবিদ্যায় (Symbolic Logic) প্রতীক ব্যবহার করে উপাত্ত ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার করা হয়।
আমাদের আলোচনায়ও কিছু প্রতীক প্রবাদ বিশ্লেষণে ব্যবহার করব। প্রবাদ যেহেতু লোকসাহিত্যের উপকরণ সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, সে কারণে এর ছক (model) অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় স্বাভাবিক। বাংলা প্রবাদ এবং চাকমা প্রবাদের মধ্যে বিষয়গত ও রূপগত সাদৃশ্য আছে। ফলে আমাদের এই ছক বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রবাদের গঠনতত্ত্বের আলোচনা চাকমা প্রবাদের ক্ষেত্রে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ চর্চা বলে বিবেচিত হবে।

জি. বি. মিল্‌নার প্রবাদের গঠন-প্রণালী নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রত্যেক ঐতিহ্যপুষ্ট প্রবচনে চারটি অঙ্গ আছে। অর্থাৎ গঠন ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবাদ চতুরঙ্গ বিশিষ্ট। প্রত্যেক প্রবাদেই চারটি অঙ্গ বা শব্দসমষ্টি লক্ষ্য করা যাবে। এদের নাম দিতে পারি 'প্রবাদানু'। অর্থ ও গুণগত দিক থেকে দুটি 'অণু' মিলে একটি 'অঙ্গ' গঠন করে। অবশ্য দুটির অধিকও অঙ্গ পরিলক্ষিত হবে কোন কোন প্রবাদে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুইসত্তা প্রবাদে পাওয়া যায়। এলান ডাণ্ডিস্ ও রবার্ট জর্জেসও প্রবাদকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন গঠনরীতির দিক থেকে। যেমন, 'বিষয়' ও 'মন্তব্য' (topic and comment)। এই বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রত্যেক প্রবাদে দেখতে পাব একটি 'মাথা' ও একটি 'লেজ'। ['মাথা' বোঝাতে সংক্ষেপে 'মা' ও 'লেজ' বোঝাতে 'লে' লিখব] উভয় বিভাজন অভিন্ন।

বিষয়বস্তুগত বিন্যাসে প্রথমাংশ 'এ$_১$', দ্বিতীয়াংশ 'এ$_২$'। তাহলে তাত্ত্বিক দিক থেকে গঠনরীতির মডেলটি এই রকম :

মা : লে : : এ$_১$: এ$_২$

একটি প্রবাদে বর্ণনাত্মক উপকরণ বা রেণু কতটা ঋণাত্মক অথবা কতটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধনাত্মক তা' অনুধাবনের জন্য এই মডেলকে আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে।[১] যেমন:

± মা ± লে → বর্ণনাত্মক রেণু ← এ$_১$ এ$_২$[৩]

কয়েকটি চাকমা প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করা যাক্।

১. দাগঅ কধা ফেলা ন্ যায়।

[ডাকের কথা ফেলা যায়না]

দাগঅ কধা	ফেলা ন যায়
+ মা ———	——— —লে
এ$_১$	এ$_২$

এই মডেলকে মিলনারের প্রণালী অনুসারে আরো বিশদ করা যেতে পারে। যেমন:

± মা ± লে → প্র [(লে$_১$ + বি$_১$ + লে$_২$ + বি$_২$) ← প্র/ (এ$_১$ এ$_২$ × এক্স + ওয়াই)][৩]

তাহলে প্রত্যেকটি প্রবাদ এককে ষড়ঙ্গ বিভাগ পাওয়া যাবে।

২. ধান নেই খের্ কি ঝাড়াঝাড়ি?

[যে খড়ে (খের্) ধান নেই, তা' ঝাড়াঝাড়ি করে কী হবে?]

ধান নেই	খের্ কি ঝাড়াঝাড়ি?
— মা ———	——— + লে
এ$_১$	এ$_২$

অথবা, ধান/নেই + খের্/কি/ঝাড়াঝাড়ি?

সম্পূর্ণ মডেলটি এই রকম:

± মা ± লে → প্র [(লে$_১$ + বি$_১$ + লে$_১$ + বি$_২$) ← প্র / (এ$_১$ এ$_২$ এক্স + ওয়াই)][৩]

এখানে 'কর্তা' অনুপস্থিত। ধরা যাক্, কোন ব্যক্তি বা সমাজ এর কর্তা। চাকমারা 'জুম' চাষাবাদ করেন পাহাড়ী ঢালু জমিতে। 'জুমে' ধান এবং

---

১. [+ মা = ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মাথা; + লে = ধনাত্মক ও ঋণাত্মক লেজ; প্র = প্রবাদ; বি = বর্ণনাত্মক বিষয় [প্রথম + দ্বিতীয়] বি১ বি২] এ১ = বিষয়; এ২ = মন্তব্য; এক্স + ওয়াই = দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বোঝাবে। এইভাবে 'দ্বিচরণের প্রবাদের বিভিন্ন 'রেণু' বিভাজন করা চলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবি শস্যাদি উৎপন্ন হয়। যে পাকা খড়ে ধানের গোছা নেই, তা' অহেতুক ঝাড়লেও কিছু পাওয়া যাবে না। বস্তুগত উপকরণ 'ধান' ও 'খড়' ; ক্রিয়া 'ঝাড়াঝাড়ি' (মাড়াই করা)। কৃষিমৌল সমাজে একটি ঘটনার পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলশ্রুতি কালক্রমে একটি জনগোষ্ঠীর 'জীবন দর্শনে' পরিণত হয়। একদা হয়ত এই প্রবাদে নিহিত সত্যটি বর্ণনাত্মক ছিল (descriptive element)। যতই চাকমা সমাজ এগিয়েছে ততই চিন্তার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা এসেছে। দীর্ঘ বর্ণনাকে দিনের পর দিন (বাস্তব প্রয়োজনে, কর্মময় জীবনের বহুধাবিস্তৃতির ফলে) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'কর্তা' হারিয়ে গেছেন বা নেপথ্যে চলে গেছেন। শুধু 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়', 'ক্রিয়া' অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাহলে একটি বর্ণনাত্মক বাক্‌বিন্যাসের নির্যাস একটি অমর প্রবাদে পরিণত হয়। প্রবাদটির প্রত্যেক অঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। এক একটি প্রবাদ নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করলে উদ্ধৃত মডেলটি পাওয়া যাবে। শুধু পরীক্ষামূলকভাবে এখানে গঠনশৈলীর একটি 'ছক' তুলে ধরলাম। প্রবাদ কেন, অন্যান্য লোকসাহিত্য-উপকরণ বিচারেও এই গঠনরীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করা চলে। এই গঠনরীতি অনুসরণ করে সমাজের কাঠামোর সরলতা এবং জটিলতাও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। ধনাত্মক চিন্তা বা দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে ও জীবনে আমরা কতকগুলি ঋণাত্মক বিষয়কে পরিত্যাগ করি। এটা মানবজীবনের ধর্ম। তর্কবিদ্যা ও দর্শন এইভাবে গড়ে উঠেছে। লোককে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চা অর্থহীন।[১] সাদৃশ্য, (analogy) কল্পনা প্রবাদের অনন্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

---

১. 'The study of folklore should include both the study of lore and the study of folk. The study of lore alone without refernce to folk whom it is used is incomplete and may even be misleading. To borrow from a recent American indictment of the commercialism of christmas ("Let's put the christ back in christmas"), we might urge "Let's put the folk back into folklore".

—Alan Dundes—"Proverbs and Ethnography of speaking Folklore." American Anthropologist: Vol ; 66 No. 6 Part/2/1964

টীকা:

১. A positive or negative head ($\pm$ H) in a logical relation ($\sim$) to a positive or negative tail ($\pm$ T) becomes

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(→) a proverb (P), consisting of two topics and two comments ($t_1 + c_1 + t_2 + c_2$) which draw from (←) an analogical resource pool (P) in the environment (/) of a real social situation (the one to which the proverb will be analogous) made up of two aspects in logical relation to one another ($A_1 \sim A_2$) correlated with (/) two or more people (x + y). G.B. Milner (1969)

২. Richard Priebe : 'The Horses of Speech : A Structural Analysis of the Proverb' (Folklore Annual/ 1971/The University of Texas).

৩. 'A proverb is a saying more or less fixed from marked by 'shortness, sense, and salt', and distinguished by the popular acceptance of the truth tersely expressed in it'. Oral Literature in Africa (1970)/Ruth Finnegan

৩. The Proverb (1981)/Archer Taylor

৫. 'Trends in content Analysis'/Mid West Folklore (vol. XII/No : I/1962)—Alan Dundes.

৭. 'A traditional saying consists of four parts. By this I mean that a traditional saying consists of four qnarters (minor segments), standing in a balanced and structural relationship to one another both in their form and content, and that it is the exact nature of the relationship between the separate parts which determine the force and meaning of the saying as a whole.—Milner (1969)

৮. According to Milner you can find your words or groups of words in any traditional saying to which positive or negative values (good, bad ; friendly,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

hostile ; attractive, unatractive etc.) may be asstgned These qualities can be split into two balanced halves, each of which is assigned a plus or minus value according to the sum of the value of the two quarters. Thus, the traditional sying "waste not, want not" can be analyzed as follows :

—	—	+
Waste	Not	
Want	not	
—	—	+

"Any traditional saying thus defined has a positive or negative 'head' followed by a positive or negative half or 'tail'. Though some saying appear to be tripartite, bipartite or even unipartite, the missing part (or parts) has been deleted by familiarity of usage The four parts, however, are still in the deep structure.

Such an analysis would reduce a traditional saying in any given society to one of sixteen classes. These classes can be further reduced to four main classes each with four subclasses (e. g., I positive head/positive tail, II negative head/positive tail, etc.). A single proverb, however, may actually be placed in a number of different classes depending on various meanings which may be contextually assigned to a given word in the proverb.—'The Horse of Speech : A structural Analysis of the proverb.' Richard Priebe / Folklore Annual/ The University of Texas/I971

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৯. 'Proverbs might be defined as traditional sayings consisting of quadripartite structure.' G. B. Milner (1969). According to Milner's theory, the four quarters (minor segments) of a proverb are grouped into two "Halves" (major segments) of which 'match and balance each other'. The opening half Milner terms the "head" while the second half is labelled the 'tail'.

Milner then examines the word or words in each quarter and determines whether it or they have a plus or minus value. Thus in the proverb "Soon ripe, soon rotten", the values are assigned by Milner as follows :

+	+	
Soon	Ripe	(Which means that the head is +)
+	—	
Soon	rotten	(Which means that the tail is —)

Analytic Essays in Folklore (1975)/Alan Dundes

১০. Analyses of the structure of Folklore are useful, not only for Folklorists' since the same structure (e, g. oppositions, the "law of Three") and regularities also appear in other parts of culture. In folklore, however, they are more easily perceived and examined. Sturcture analysis is also a very objective and scientific method, compared to many other approaches to tradition, even of the final value of analysis depends on the interpretation of its results,

News Letter 3/1974/Nordic Institute of Folklore

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎস থেকে মোহনায় :

বাংলা ভাষায় প্রবাদের প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যাবে চর্যাপদে ('বলদ বিয়াঅল গবীয়া বাঁঝে')। এই ধরনের বেশ কয়েকটি হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য চর্যাপদের পদকর্তারা ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও প্রচুর প্রবচনের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলা সাহিত্যের লিখিত-রূপের পূর্বেও বহু প্রবচনাত্মক বাক্য, ছড়া, প্রবাদ বাঙালীরা জীবনের বিবিধ প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। প্রাচীন যে কোন জাতি এই প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি করতে পারতেন। প্রবাদ কখনও একক ব্যক্তির প্রতিভা সঞ্জাত সাহিত্য উপকরণ নয়। প্রবাদকেও বরং বলা যায় সমাজের যৌথ সৃষ্টি ও সম্পদ। ডাক ও খনার নামে শস্য, ঋতু, কাল, কৃষিকথাবিষয়ক যে সুভাষিত বাণী বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মূল্যবান উপকরণরূপে চলে আসছে, তার আদি রচয়িতা কে আমাদের জানা নেই। যদিও ডাক ও খনার নামে এই রচনাবলী চলে আসছে। মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন দর্শন সম্পর্কিত বাণীকেই প্রবচন বলা চলে। প্রবাদ সংক্ষিপ্ত। মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। স্বল্পাক্ষরে এত গভীর তত্ত্বকথা আর কোন সাহিত্যকৃতিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের শিল্পস্বভাব ও গুণগত মূল্যায়নে প্রবাদের মূল্য অপরিসীম। প্রবাদের কাঠামো বিশ্লেষণে সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করাও সম্ভব। এখানে কয়েকটি প্রবাদ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে চাকমা, রাজবংশী, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বঙ্গভাষীদের জীবন দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

প্রথমেই চাকমা প্রবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. সমৃত জরায়।
অসম্ খায়।
[সুসময়ে জমায়, অসময়ে খায়।]
—মানুষের কালগত দর্শনের গভীর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

খ. সাপ অই খুও অ,
অঝা অই ঝার অ।
[সাপ হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝারফুঁক করে।]
—মানুষের স্বভাব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার মূল্যবান বাণী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ. যে পেখ্‌কুঅ উরিবঅ,
বাত্‌ ফর্‌ফরায়।

[যে পাখী উড়বে, সেটা ছোট বাচ্চা অবস্থায় বাসায় পাখা ঝাপটায়।]

—ইংরাজীতে আছে 'Morning shows the day.' সকালেই বোঝা যায় সারাদিন কেমন যাবে।

ঘ. উচ্চা মরে একালে
লুচ্চা মরে কালে কালে।

[উচ্চভাবসম্পন্ন লোক মরে একবার, চরিত্রহীন মরে বার বার।]

—মানব চরিত্র ও জীবন দর্শনের চমৎকার প্রতিফলন হয়েছে এই প্রবাদে। এবার কয়েকটি রাজবংশী প্রবাদ উদ্ধৃত করলাম :

ক. জাতে না ছাড়ে জাতের পানি, হলদি না ছাড়ে অং
তিন ধোয়া দিলেও তাও না খায় সুকটার গন্‌।

[কোন জাতই ছাড়তে পারে না তার জাতের সম্পর্ক, যেমন হলুদ তার হলদে রং ছাড়তে পারে না। শুকটি তিনবার ধুলেও তার গন্ধ ছাড়তে পারে না।]

খ. বাঘের ঘরত্‌ কখ্‌খন কি ছাগল যায়া সন্ধায়।
চিকার গতর কখখন কি আতর আতর গন্ধায়।

[বাঘের ঘরে কখনো কি ছাগল ঢুকতে চায়, চামচিকার গায়ে কি কখনো আতরের গন্ধ থাকে।]

গ. ছাওয়ায় চিনে বাপ, মন চিনে পাপ।

[ছেলে চিনে তার বাপকে। মন চিনে পাপকে।]

ঘ. আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরোৎকাল।

[যার গরু হাল টানেনা, তার দুঃখ চিরকাল।]

এই প্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করুন চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি প্রবাদ :

ক. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।

[আচার ব্যবহারে মানুষ চেনা যায়, বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়।]

খ. কাউমা গউর ভাতে ন মরে।

[কাজের লোক কখনও না খেয়ে মরে না।]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,
অধম পেশা চঅরী করন, হাজন্থা তোয়ায় বাসা।

[উত্তম পেশা হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, মধ্যম পেশা হলো চাষ করা, আর অধম পেশা হলো পরের চাকুরী করা। কারণ চাকুরীজীবী সন্ধ্যায় (হাজন্থা) বাসায় ফিরে আসে পাখীর মত।]

ভাষাগত সাদৃশ্য ও ভাবগত মিলের জন্য শ্রীহট্টের কয়েকটি প্রবচনও এখানে উপস্থাপিত করছি :

ক. কাউয়ার বাদাত্ কুলির ছাও,
জাত্ আন্মান্ কারে রাও।

[কাকের বাসায় কোকিলের ছা (বাচ্চা), জাতের স্বভাবেই শব্দ করে। অর্থাৎ কাকের বাসায় লালিত হলেও কোকিলের বাচ্চা কুহু কুহু করে ডাকবে, কখনও কা কা করবে না।]

খ. চৈত্ অ চলিতা, বৈশাখ অ নলিতা,
আর—অ দৈ, মাঘ—অ খৈ।

[চৈত্রে চাল্তা, বৈশাখে নলিতা (পাটের) শাক, আষাঢ়ে দই এবং মাঘে খৈ খেতে হয়। বাংলার ঋতুতে ঋতুতে যে শাক, সব্জি, ফল, খাবার হয়, তা অবশ্যই খেতে হয়।]

গ. হুইন্ কলসী, হুকনায় নাও,
হুকনা গাছে বইছে কাও।
এয়ো রাঢ়ী বুচা গাই,
এরে দেখলে সিদ্ধি নাই।

[শূন্য কলসী, শুকনা জায়গায় নৌকা, এয়ো রাঢ়ী, শিঙ্ ছাড়া গাই গরু দেখলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় না।]

এবার কয়েকটি বাংলা ভাষার বিশুদ্ধরূপের প্রবাদ উল্লেখ করব।

১. আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও ততো হয়।
২. গাজনের নাই ঠিকানা। শুধুই বলে বাজনা।
৩. ধন জন পরিবার। সম্বন্ধ কেবা কার।
৪. বনের বাঘে মরেনা। মনের বাঘে মরে।
৫. বাউলের ঘরে গরু।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬. ক্ষেতে নাই দেখে ধান। উড়ে যায় চাষার প্রাণ।

৭. সাত ভাই যারা, রণে জিতে তারা।

উদ্ধৃত প্রবাদগুলি এক সার্বজনীন অর্থ ও ভাব নিয়ে বিকশিত হয়েছে বাঙালীর সমাজে। পূর্বোক্ত প্রবাদগুলির সঙ্গে এইগুলির বিরোধ নেই ভাবের দিক থেকে; কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে 'Langue' এবং 'Parole' এর দ্বন্দ্ব বর্তমান। এটাই স্বাভাবিক। সমাজের এবং সংস্কৃতির উপসৌধে (super structure) বিরোধ প্রবলতর, কিন্তু পরিনামে একটি সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানই সমস্ত মানব সৃষ্টির ধর্ম। কারণ লোকতত্ত্ব আমাদের উন্নত সমাজ রচনার ও সংহতির একমাত্র শক্তিশালী উপকরণ ও সঞ্চারক।

আলোচ্য নিবন্ধে আমি এটাই প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে বিশ্বের যে কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামো বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে অভিন্ন। যদিও কিছু মৌলিক পার্থক্য ও বিরোধ বর্তমান। তবুও বিরোধের সীমানা অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন ভাব-সাগরের মোহনার দিকে সে যাত্রা করে। চাকমা প্রবাদ আলোচনায় চাকমাদের জাতি পরিচয় ও সমাজ-বিন্যাসের পটভূমিতে তাদের প্রবাদ-মালার বিভিন্ন দিক আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

ভারতের কোমসমাজ কি ভাবে সমাজের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষের সূত্র ধরে বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে উন্নত সমাজজীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে এই আলোচনায় তারও ইঙ্গিত আছে। ভারতবর্ষ বিচিত্র সংস্কৃতির এক বিশাল দেশ। এই দেশের জনগোষ্ঠীর যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বহু বর্ণরঞ্জিত এর সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এই উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) সংস্কৃতিও এক অখণ্ড ঐক্য সূত্রে বিধৃত। রাজনৈতিক বিরোধ ও ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে আমাদের বিচলিত করলেও, এর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র এই উপমহাদেশের জনজীবনকে এক বৃহত্তর ভাবগত অখণ্ডতায় আবদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়:

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

এই জনসমুদ্রে যুগে যুগে অগণিত জনস্রোত মিশেছে, মিশছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থপঞ্জী :

১. রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)/কলিকাতা/১৩৫৬

২. দে, সুশীলকুমার : বাংলা প্রবাদ/২য় সংস্করণ/কলিকাতা

৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য/ষষ্ঠ খণ্ড/কলিকাতা/১৩৭৯

———— বাংলার লোকসাহিত্য/১ম খণ্ড/কলিকাতা

৪. সেন, সত্যরঞ্জন : প্রবাদ-রত্নাকর/কলিকাতা/১৩৬৪

৫. লঙ, জেমস (রেভারেণ্ড) : প্রবাদমালা/কলিকাতা/১৯৭৯

৬. চৌধুরী, গোপালদাস ও সেন, প্রিয়রঞ্জন : প্রবাদ-প্রবচন/কলিকাতা

৭. ভৌমিক, নির্মলেন্দু : বাঙলা ছড়ার ভূমিকা/১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে/কলিকাতা/১৩৮৬

৮. ইসলাম, মযহারুল : ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন/ঢাকা/১৩৮০

৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার : বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র/কলিকাতা/১৯৭৯

১০. চক্রবর্তী, শশিমোহন : শ্রীহট্টিয় প্রবাদ প্রবচন/কলিকাতা/১৯৭০

১১. পাঠান, মোহাম্মদ হানীফ : বাংলা প্রবাদ পরিচিতি/ঢাকা/১৩৮২

১২. সেন, সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত/কলিকাতা/

১৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত/ঢাকা/১৩৮০

১৪. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ : বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা/প্রথমাংশ/১৯৭৫

১৫. চাকমা, সুগত : চাঙমা বাঙলা কথাতারা/রাঙ্গামাটি/পার্বত্য চট্টগ্রাম/১৯৭৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৬. হক, এনামুল : চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ/চট্টগ্রাম/১৯৩৫

১৭. সিদ্দিকী, আব্দুর রসিদ : চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব/চট্টগ্রাম

১৮. ঘোষ, বিনয় : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব/কলিকাতা/১৩৮৬

১৯. সাত্তার, আবদুস : আরণ্য জনপদে/ঢাকা/১৩৭৩

২০. ঘোষ, সতীশচন্দ্র : চাকমা জাতি

২১. দেওয়ান, বিরাজমোহন : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত/রাঙ্গামাটি/১৩৭৬

২২. Long, Rev. James : Oriental Proverbs/Edited by Dr. Mahadev Prasad Saha/Calcutta/1956

২৩. ———— Two thousands Bengali Proverbs illustrating Native life and feeling among Ryots and Women/Calcutta 1872

২৪. Phayre, A. P. : History of Burma/London/1883

২৫. Harvey, G. E. : History of Burma/London

২৬. Grierson, G. A. : Linguistic Survey of India/ Vol. III/3, Calcutta.

২৭. Hutchinson, R.H.S. : An Account of the Chittagong Hill Tracts/Calcutta/1909

২৮. Lewin, T. H. The hill tracts of Chittagong and the awellers therein/Calcutta/1870

২৯. ———— Fly on the wheel/London.

৩০. Bernot, L. D. : Les khyang Des collines de chitta gong/plon, Paris/1958

৩১. Chandhuri, S. S. - Notes on the Chaks in Census of India/vol. I/1931

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩২. Levi-strauss, C. : Miscellaneous notes on the Kuki, Man/December/1951

৩৩. ———— : Structural Anthropology/New York/1963

৩৪. ———— : Theory on Kinship and Marriage/ J. P. B. De Josslin De Jong/ Leiden/1952

৩৫. Krappe, A. H. ; The science of Folklore/New York/ 1964

৩৬. Duades, Alan : The Study of Folklore/London

৩৭. ———— — Analytical Essays in Folklore/The Hague/1975

৩৮. Propp, V. : Morphology of the Folktale/ Austin/1971

৩৯. Maranda, Elli Kongas
and Maranda, Pierre : Structural Models in Folklore and transformational Essays / The Hague/1971

৪০. Leach, Edmund : The structural study of myth and Totemism/London/1976

৪১. Handoo, J. : Current trends in Folklore/Mysore/1978

৪২. Wood, W. A. R. : A History of Siam/London/1926

পত্র-পত্রিকা :

৪৩. গোমতী/প্রথম বর্ষ/দশম সংকলন/আগরতলা/১৩৮১/সম্পাদক : স্বপন সেনগুপ্ত [চাকমাদের আদিবাসভূমি/দুলাল চৌধুরী ও বৌদ্ধধর্ম : বাংলা ও ত্রিপুরায়/ডঃ হাইনজ বেশর্ট দ্রষ্টব্য]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / কলিকাতা / ১৩০৯—১৩২৬ বঙ্গাব্দ / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৪৫. বাংলা একাডেমি পত্রিকা/ঢাকা/১৩৮০-৮৫ বঙ্গাব্দ

৪৬, লোকসংস্কৃতি/একাডেমী অব ফোকলোর/কলিকাতা/১৯৭০-১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ। সম্পাদক : ড: দুলাল চৌধুরী

৪৭. Structural Analysis in the Humanities./Social Sciences : 4/1979/USSR/Academy of Sciences.

৪৮. Proverbium/Helsinki/23/1974

৪৯. International Journal of Dravidian Linguistics/Vol. V/ No. 1/1976 University of Kerala/Trivandrum

৫০. Journal of the Folklore Institute/vol. III No. 13/1966

৫১. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal/No. 27/ 1931

৫২. Geographical Review/vol. III/1940 and vol. : LVI/ No. 3/1956

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

চাকমা প্রবাদ সংকলন

* সমীক্ষা ক্ষেত্র : পার্বত্য চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ
  কাল : ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ
* সমীক্ষা ক্ষেত্র : ত্রিপুরা/ভারত
  কাল : ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমীক্ষা সহায়ক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীপ্রভাত চাকমা, শ্রীসুগত চাকমা, শ্রীসলিল রায় ও ডাঃ ভগদত্ত খীসা, শ্রীঅমিতাভ চাকমা, (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। শ্রীরামগোপাল সিংহ, শ্রীপ্রদীপকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ বুদ্ধদত্ত মহাথেরো, শ্রীমোহিনীমোহন চাকমা, শ্রীউদয়অরুণ চাকমা, শ্রীমতী মণিকা তালুকদার (ত্রিপুরা)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১. দাগ্অ কথা ফেলা ন যায়।

ডাকের বচন ফেল্না নয়। অর্থাৎ ডাকের কথা বহু পরীক্ষিত সত্য এবং সব সময় ঐগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হবেই।

২. যে পেক্খুঅ উরিব, বাঅত্ ফর্ফরায়।

যে পাখী উড়বে, সেটা ছোট অবস্থাতেই বাসায় ফর্ ফর্ করে। ইংরেজী প্রবাদ, 'Morning shows the day.'

৩. অক্তে খাং, আরঅ জুনত্ উধে।

যা খুব প্রিয়, তা আবার জুম ক্ষেতে অমনিই হয়। বাংলা প্রবাদ, 'কাঙাল ভাত খাবি ? না—হাত ধোবো কোথায় ?'

৪. পেত্তুয়া ফিড়িঙ্ ধরি ন পেলে, 'সাধু' !

পেট মোটা ফড়িঙ্টা ধরা না গেলে,—'সাধু ! সাধু ! অর্থাৎ 'যা ছেড়ে দিলাম—ধর্মার্থে'। বাংলা প্রবাদ, 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।'

৫. সিবিদি খেই জিল্ খা অহ্লে, দই পিলা দেলে দর্ গরে।

চূণ খেয়ে যার জিভে ঘা হয়েছে, দইয়ের হাঁড়ি দেখলেও তার ভয় করে। বাংলা প্রবাদ, 'ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।'

৬. যে কুগুর্অ লেজ বেঙা, চুমাত্ ভরেলেয়্য উজু ন অহ্য়।

যে কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁশের চোঙ্গায় ভরে রেখে দিলেও তা আর সোজা হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'ময়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।'

৭. আহ্ত্ পুত্তে কুজু পাদা ধরে।

কচুপাতা গায়ে লাগ্লে চুলকোয় ; কিন্তু হাত যখন পোড়ে তখন একটুখানি ঠাণ্ডার জন্যে লোকে ঐ কচুপাতাও ধরে দেখে। ইংরেজী প্রবাদ, 'Necessity knows no law.'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে।' অর্থাৎ যে কোন প্রকারে কার্য সিদ্ধ করে নেওয়াই বিধি।

২৩. ঘরঅ উন্দুরে বের্ কামারায়্

ঘরের ইঁদুরেই ঘরের বেড়ায় কামড় দেয়। বাইরের ইঁদুর কামড়াতে আসে না। অর্থাৎ গেরস্থের দুর্বলতা আর ছিদ্রপথের সন্ধান অপরকে জোগায় নিজের ঘরের লোকেই। বাংলা প্রবাদ, 'ঘর শত্রু বিভীষণ।'

২৪. ছাজ্ ভাঙ্গে গাল্ খজরায়্।

সুসিদ্ধ ভাত, তবু বলে গালে ফুটছে। বাংলা প্রবাদ, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

২৫. পাগলী পুআব ওহ্লঅ মোল্।

পাগ্লীর ছেলেটা হোল আর মোল। প্রারম্ভেই পরিসমাপ্তি।

২৬. লরানায়্ মরানায়্ ছঙ্।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পুনর্বসতি নেওয়া, আর মরা একই কথা।

২৭. মিদা মুএ ভিদা তুলে।

মিষ্টি মুখে ভিটে ছাড়া করা যায়।

২৮. ছুজ্ ভরাদে খুরোল্ ভরায়।

সুঁচ ঢোকাতে ঢোকাতে কুড়ুল ঢোকায়। বাংলা প্রবাদ, 'বসতে পেলে শুতে চায়।'

২৯. আহ্দঅ বাঙরী থেবরক খায়।

হাতের খাড়ু ঠোক্কর খায়, অন্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবে তার আর কী কথা?

৩০. তেবা পানিয়ে ঘরা ভরে।

চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও কলসী পূর্ণ হয়। বাংলা প্রবাদ, 'রাই কুড়িয়ে বেল।'

৩১. আহ্দিক্ পণ্ডিতে ইজা মাধাৎ ঘু।

অতি পণ্ডিত তাই চিংড়ী মাছের মাথায় গু। বাংলা প্রবাদ, 'অতি চালাকির গলায় দড়ি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১. দাগ্অ কথা ফেলা ন যায়।

ডাকের বচন ফেল্‌না নয়। অর্থাৎ ডাকের কথা বহু পরীক্ষিত সত্য এবং সব সময় ঐগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হবেই।

২. যে পেক্‌খুঅ উরিব, বাঅত্ ফর্‌ফরায়।

যে পাখী উড়বে, সেটা ছোট অবস্থাতেই বাসায় ফর্ ফর্ করে। ইংরেজী প্রবাদ, 'Morning shows the day.'

৩. অত্তে খাং: আরঅ জুনত্ উধে।

যা খুব প্রিয়, তা আবার জুম ক্ষেতে অমনিই হয়। বাংলা প্রবাদ, 'কাঙাল ভাত খাবি? না—হাত ধোবো কোথায়?'

৪. পেত্তুয়া ফিড়িঙ্ ধরি ন পেলে, 'সাধু'!

পেট মোটা ফড়িঙ্‌টা ধরা না গেলে,—'সাধু! সাধু! অর্থাৎ 'যা ছেড়ে দিলাম—ধর্মার্থে'। বাংলা প্রবাদ, 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।'

৫. সিবিদি খেই জিল্ খা অহ্‌লে, দই পিলা দেলে দর্ গরে।

চূণ খেয়ে যার জিভে ঘা হয়েছে, দইয়ের হাঁড়ি দেখলেও তার ভয় করে। বাংলা প্রবাদ, 'ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।'

৬. যে কুগুর্অ লেজ বেঙা, চুমাত্ ভরেলেয়্য উজু ন অহ্য়।

যে কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁশের চোঙ্গায় ভরে রেখে দিলেও তা আর সোজা হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'ময়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।'

৭. আহ্‌ত্ পুত্তে কুজু পাদা ধরে।

কচুপাতা গায়ে লাগ্‌লে চুলকোয়; কিন্তু হাত যখন পোড়ে তখন একটুখানি ঠাণ্ডার জন্যে লোকে ঐ কচুপাতাও ধরে দেখে। ইংরেজী প্রবাদ, 'Necessity knows no law.'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে।' অর্থাৎ যে কোন প্রকারে কার্য সিদ্ধ করে নেওয়াই বিধি।

২৩. ঘরঅ উন্দুরে বের্ কামারায়্

ঘরের ইঁদুরেই ঘরের বেড়ায় কামড় দেয়। বাইরের ইঁদুর কামড়াতে আসে না। অর্থাৎ গেরস্থের দুর্বলতা আর ছিদ্রপথের সন্ধান অপরকে জোগায় নিজের ঘরের লোকেই। বাংলা প্রবাদ, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ।'

২৪. ছাজ্ ভাঙ্গে গাল্ খজরায়্।

সুসিদ্ধ ভাত, তবু বলে গালে ফুটছে। বাংলা প্রবাদ, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

২৫. পাগলী পুআব ওহ্লঅ মোল্।

পাগ্লীর ছেলেটা হোল আর মোল। প্রারম্ভেই পরিসমাপ্তি।

২৬. লরানায়্ মরানায়্ ছঙ্।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পুনর্বসতি নেওয়া, আর মরা একই কথা।

২৭. মিদা মুএ ভিদা তুলে।

মিষ্টি মুখে ভিটে ছাড়া করা যায়।

২৮. ছুজ্ ভরাদে খুরোল্ ভরায়।

সূঁচ ঢোকাতে ঢোকাতে কুড়ুল ঢোকায়। বাংলা প্রবাদ, 'বসতে পেলে শুতে চায়।'

২৯. আহ্দঅ বাঙরী থেবরক খায়।

হাতের খাড়ু ঠোক্কর খায়, অন্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবে তার আর কী কথা?

৩০. তেবা পানিয়ে ঘরা ভরে।

চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও কলসী পূর্ণ হয়। বাংলা প্রবাদ, 'রাই কুড়িয়ে বেল।'

৩১. আহ্দিক্ পণ্ডিতে ইজা মাথাৎ ঘু।

অতি পণ্ডিত তাই চিংড়ী মাছের মাথায় গু। বাংলা প্রবাদ, 'অতি চালাকির গলায় দড়ি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩২. লাগত্ ন গায়দে জাগাত্ খাচ্চ্যায়্।

শরীরের যে জায়গা হাতে নাগাল পাওয়া যায় না, চুলকানিটা উঠে ঠিক সে জায়গায়। দরকার অথচ জিনিষটা রয়েছে নাগালের বাইরে, এই অবস্থায় এ প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩৩. লেই কুগুরে বেই উধে।

কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে।

৩৪. একদিনে জার্ কাল্ ন যায়।

শীতকালটা একদিনে যায় না। বাংলা প্রবাদ, 'এক মাঘে শীত যায় না।'

৩৫. চিলঅ দরে কি কুরা ছ ন পুঝে ?

চিলের ভয়ে কি কেউ মুরগী পোষে না ? অর্থাৎ কোন কাজে লোকসানের ভয় আছে বলে কি তা করতে হবে না ?

৩৬. মেরঅ দরে বান্দর্ নাজে।

মারের ডরে বাঁদর নাচে অর্থাৎ মারের ভয়ে অপরাধী আবোল তাবোল অনেক কিছু বলে থাকে।

৩৭. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

সৎমা বলতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

৩৮. ধান নেই খের্ কি ঝারাঝারি ?

যে খড়ে আর ধান নাই, তা ঝাড়াঝাড়ি করে আর কী হবে ? অর্থাৎ যে কাজে কোন প্রত্যাশা নেই, সে কাজ করা বৃথা।

৩৯. অহ্ লিবে কায্য নাঝা।

অবহেলায় কার্য নাশ হয়।

৪০. মনে কুলেলে, ধনে কুলায়্।

যে কোন ব্যাপার সমাধা করতে গেলে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে পয়সা কড়িরও অকুলান হয় না।

৪১. মু পীরা ঝুল্ ভাত।

মুখের পীড়ায় রোগীকে যেন ঝোল ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে। খুব মুখরোচক অর্থে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৯. বনঅ বাঘে নহ্ খাদে, মনঅ বাঘে খায়।
বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায়। অর্থাৎ সত্যি সত্যি বিপদ আসার আগেই মানুষ দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় বেশী। 'Cowards die many times before their death.'

৬০. যা সুদা তে কাদে।
যার সুতো তাকে নিজেকেই কাট্‌তে হয়। অর্থাৎ নিজের চরকায় তেল দিতে হয় নিজেকেই।

৬১. আল্‌জি মান্‌জ্যর বর্ পঝা।
অলস মানুষের স্বভাব বড় বোঝা নেওয়া। কবেই আবার আস্‌বো, একবারেই নিয়ে যাই।

৬২. মূর্খ বৈদ্য যম সম।
মূর্খ বৈদ্য যমের সমান।

৬৩. কামঅ দরে ফগির।
কেহ কেহ কাজ করার ভয়ে ফকির সাজে।
সব ফকিরই ফকির নয়।

৬৪. এহ্‌ৎ এলে গাজ্ তগাতগি।
হাতি এলে তারপর গাছ খোঁজাখুঁজি করে, প্রাণ বাঁচাবে বলে। অর্থাৎ বিপদ একেবারে সামনে এলে, তখনই শুধু মুক্তির উপায় খোঁজা নির্বুদ্ধিতার কাজ। বাংলা প্রবাদ, 'মৃত্যুকালে হরিনাম!'

৬৫. ঝিয়্যরে মারি বৌ রে শিগায়।
মেয়েকে মেরে বৌকে শেখাতে হয়।

৬৬. বেজ্ খেদঅ চেলে অল্পয়্য লগত্ ন পায়।
বেশী খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না। বাংলা প্রবাদ, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।'

৬৭. সাদ্ অঝায়্ পুআ মরে।
সাত ধাইএ ছেলে মরে। বাংলা প্রবাদ, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩২. লাগত্ ন গায়দে জাগাত্ খাচ্চ্যায়্।

শরীরের যে জায়গা হাতে নাগাল পাওয়া যায় না, চুলকানিটা উঠে ঠিক সে জায়গায়। দরকার অথচ জিনিষটা রয়েছে নাগালের বাইরে, এই অবস্থায় এ প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩৩. লেই কুগুরে বেই উধে।

কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে।

৩৪. একদিনে জার্ কাল্ ন যায়।

শীতকালটা একদিনে যায় না। বাংলা প্রবাদ, 'এক মাঘে শীত যায় না।'

৩৫. চিলঅ দরে কি কুরা ছ ন পুঝে ?

চিলের ভয়ে কি কেউ মুরগী পোষে না? অর্থাৎ কোন কাজে লোকসানের ভয় আছে বলে কি তা কর্‌তে হবে না ?

৩৬. মেরঅ দরে বান্দর্ নাজে।

মারের ডরে বাঁদর নাচে অর্থাৎ মারের ভয়ে অপরাধী আবোল তাবোল অনেক কিছু বলে থাকে।

৩৭. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

সৎমা বল্‌তে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

৩৮. ধান নেই খের্ কি ঝারাঝারি ?

যে খড়ে আর ধান নাই, তা ঝাড়াঝাড়ি করে আর কী হবে ? অর্থাৎ যে কাজে কোন প্রত্যাশা নেই, সে কাজ করা বৃথা।

৩৯. অহ্ লিবে কায্য নাঝা।

অবহেলায় কার্য নাশ হয়।

৪০. মনে কুলেলে, ধনে কুলায়্।

যে কোন ব্যাপার সমাধা কর্‌তে গেলে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প থাক্‌লে পয়সা কড়িরও অকুলান হয় না।

৪১. মু পীরা ঝুল্ ভাত।

মুখের পীড়ায় রোগীকে যেন ঝোল ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে। খুব মুখরোচক অর্থে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৯. বনঅ বাঘে নহ্ খাদে, মনঅ বাঘে খায়।
বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায়। অর্থাৎ সত্যি সত্যি বিপদ আসার আগেই মানুষ দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় বেশী। 'Cowards die many times before their death.'

৬০. যা সুদা তে কাদে।
যার সুতো তাকে নিজেকেই কাট্‌তে হয়। অর্থাৎ নিজের চরকায় তেল দিতে হয় নিজেকেই।

৬১. আল্‌জি মান্‌জ্যর বর্ পঝা।
অলস মানুষের স্বভাব বড় বোঝা নেওয়া। কবেই আবার আস্‌বো, একবারেই নিয়ে যাই।

৬২. মূর্খ বৈদ্য যম সম।
মূর্খ বৈদ্য যমের সমান।

৬৩. কামঅ দরে ফগির।
কেহ কেহ কাজ করার ভয়ে ফকির সাজে।
সব ফকিরই ফকির নয়।

৬৪. এহ্‌ৎ এলে গাজ্ তগাত্‌গি।
হাত্তি এলে তারপর গাছ খোঁজাখুঁজি করে, প্রাণ বাঁচাবে বলে। অর্থাৎ বিপদ একেবারে সামনে এলে, তখনই শুধু মুক্তির উপায় খোঁজা নির্বুদ্ধিতার কাজ। বাংলা প্রবাদ, 'মৃত্যুকালে হরিনাম!'

৬৫. ঝিয়্যরে মারি বৌ রে শিগায়।
মেয়েকে মেরে বৌকে শেখাতে হয়।

৬৬. বেজ্ খেদঅ চেলে অল্লয়্য লগত্ ন পায়।
বেশী খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না। বাংলা প্রবাদ, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।'

৬৭. সাদ্ অঝায়্ পুআ মরে।
সাত ধাইএ ছেলে মরে। বাংলা প্রবাদ, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৮. অহ্ রিঙঅ লগে চঙরা পাগল।

হরিণের দেখাদেখি সম্বরও উতলা। অসম বয়সী অথবা অসম অবস্থার লোককে কোন কাজ করতে দেখে, নিজের পক্ষে তা বেমানান হলেও অপরে করতে চায়; এই প্রবাদ বাক্য বলে তাকে হুঁশিয়ার অথবা বারণ করা হয়ে থাকে।

৬৯. যে কুঁরিয়ে বদা পারে, তা পুনেই জানে।

যে মুরগীতে ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে। অর্থাৎ বাড়ীতে যিনি টাকা পয়সা রোজগার করে এনে সকলের সুখ শান্তি বিধান করেন, তিনিই জানেন শুধু তাঁর দুশ্চিন্তার খবর। অন্যেরা জানতেও পারে না।

৭০. আহ্ রায়্ দে মাচ্ছুয়া দাঙর্।

যে মাছটাকে গাঁথা গেল না, মনে হয় সেটাই বুঝি সব চেয়ে বড় ছিল।

৭১. মানুজ্ বুঝি পুগিয়ে কামারায়।

মানুষ বুঝে পোকায় কামড় দেয়। অর্থাৎ মানুষটার দৌড় বুঝে কু-লোকে তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে।

৭২. ফেল্যা ছেপ্ ফুদা তুলি ন খায়।

থুথু ফেলে কেহ আর তা তুলে খায় না। অর্থাৎ যে জিনিষ একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর ফেরত নিতে নেই।

৭৩. এক্ আহ্ দে মাজ্যা শেল্ দি আহ্ দে খুয়েই ন পারে।

এক হাতে নিক্ষেপ করা শেল যতদূর গিয়ে গাঁথে, দুহাতেও তখন তা' টেনে তোলা যায় না। কথাটার অর্থ হলো, সহজে কারোর অনিষ্ট করা যায়, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার আর প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

৭৪. মিলা রেক্কস্ পিলা দাঙর্।

স্ত্রীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপায়।

৭৫. অবিদ্যনে রাজারে চর্যায়।

লোকে রাজার অনুপস্থিতিতে নিন্দে করে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'পেছনে রাজার মাকেও ডাইনি বলে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাঁত বার হওয়া হাতীর দাঁত আর ভেতরে ঢুকানো যায় না। ইংরেজী প্রবাদ,—'What is done cannot be undone.'

৯৩. ছুল্লুগঅ ন মুরা উবুরেদি চল।

মুল্লুকের নৌকো পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে। অর্থাৎ সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কার্য সাধন করা যায়।

৯৪. অল্প তেলে মর্‌ময্যা ভাজা!

অল্প তেল দিয়ে মুচ্‌মুচে ভাজা হয় না। অর্থাৎ স্বল্প প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কার্য সাধিত হয় না।

৯৫. ধারেয়্যা বালা ন আহ্‌জে কিম্বা বালা ধারেলে বালা পায়।

বদ্‌লা খাট্‌লে বদলা পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদ, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

৯৬. যা ফালত্‌ তে পরে।

যার ফাঁদ সেই পড়ে। অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের অনিষ্ট আগে হয়।

৯৭. এগা সয্য তেল্‌ নয়্‌।

একটা সরষেতে তেল হয় না। অর্থাৎ একতাই বল।

৯৮. নুয়া পানি লগে পুরাণ পানিয়্য যায়।

নতুন পানি অর্থাৎ বানের জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো জলও নেমে যায়। এর অর্থ, হঠাৎ পাওয়া ধন-সম্পত্তি অকাতরে ব্যয় হয়, আর সেই ব্যয়ের তাল সাম্‌লাতে না পারলে আসল সম্পত্তিতেও টান পড়ে।

৯৯. দুচ্যা সমারে দজগত্‌ যায়।

কুলোকের সঙ্গী হলে তাদের সঙ্গে সৎ লোককেও হয়রানি পোয়াতে হতে হয়। লোকটা ভালো কি মন্দ তখন আর তার বিশেষ বাছবিচার হয় না। তু. 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস'।

১০০. দি কাক্যা সেরেদি কুককুলুং!

দুই ভেলায় পা দিয়ে দাঁড়ালে 'ঝপাং' করে জলে পড়্‌তে হয়। অর্থাৎ দুই নৌকোয় পা দিতে নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাঁত বার হওয়া হাতীর দাঁত আর ভেতরে ঢুকানো যায় না। ইংরেজী প্রবাদ,—'What is done cannot be undone.'

৯৩. ছুল্লুগঅ ন মুরা উবুরেদি চল।

মুল্লুকের নৌকো পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে। অর্থাৎ সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কার্য সাধন করা যায়।

৯৪. অল্প তেলে মর্‌ময্যা ভাজা!

অল্প তেল দিয়ে মুচ্‌মুচে ভাজা হয় না। অর্থাৎ স্বল্প প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কার্য সাধিত হয় না।

৯৫. ধারেয়্যা বালা ন আহ্‌জে কিম্বা বালা ধারেলে বালা পায়।

বদ্‌লা খাট্‌লে বদলা পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদ, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

৯৬. যা ফালত্‌ তে পরে।

যার ফাঁদ সেই পড়ে। অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের অনিষ্ট আগে হয়।

৯৭. এগা সয্য তেল্ নয়্‌।

একটা সরষেতে তেল হয় না। অর্থাৎ একতাই বল।

৯৮. নুয়া পানি লগে পুরাণ পানিয্য যায়।

নতুন পানি অর্থাৎ বানের জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো জলও নেমে যায়। এর অর্থ, হঠাৎ পাওয়া ধন-সম্পত্তি অকাতরে ব্যয় হয়, আর সেই ব্যয়ের তাল সাম্‌লাতে না পারলে আসল সম্পত্তিতেও টান পড়ে।

৯৯. দুচ্যা সমারে দজগত্‌ যায়।

কুলোকের সঙ্গী হলে তাদের সঙ্গে সৎ লোককেও হয়রানি পোয়াতে হতে হয়। লোকটা ভালো কি মন্দ তখন আর তার বিশেষ বাছবিচার হয় না। তু. 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস'।

১০০. দি কাক্যা সেরেদি কুককুলুং!

দুই ভেলায় পা দিয়ে দাঁড়ালে 'ঝপাং' করে জলে পড়্‌তে হয়। অর্থাৎ দুই নৌকোয় পা দিতে নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৮. অহ্‌রিঙঅ লগে চঙরা পাগল।

হরিণের দেখাদেখি সম্বরও উতলা। অসম বয়সী অথবা অসম অবস্থার লোককে কোন কাজ করতে দেখে, নিজের পক্ষে তা বেমানান হলেও অপরে করতে চায়; এই প্রবাদ বাক্য বলে তাকে হুঁশিয়ার অথবা বারণ করা হয়ে থাকে।

৬৯. যে কুঁরিয়ে বদা পারে, তা পুনেই জানে।

যে মুরগীতে ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে। অর্থাৎ বাড়ীতে যিনি টাকা পয়সা রোজগার করে এনে সকলের সুখ শান্তি বিধান করেন, তিনিই জানেন শুধু তাঁর দুশ্চিন্তার খবর। অন্যেরা জান্‌তেও পারে না।

৭০. আহ্‌রায়্‌দে মাচ্ছুয়া দাঙর্।

যে মাছটাকে গাঁথা গেল না, মনে হয় সেটাই বুঝি সব চেয়ে বড় ছিল।

৭১. মানুজ্‌ বুঝি পুগিয়ে কামারায়।

মানুষ বুঝে পোকায় কামড় দেয়। অর্থাৎ মানুষটার দৌড় বুঝে কু-লোকে তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে।

৭২. ফেল্যা ছেপ্‌ ফুদা তুলি ন খায়।

থুথু ফেলে কেহ আর তা তুলে খায় না। অর্থাৎ যে জিনিষ একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর ফেরত নিতে নেই।

৭৩. এক্‌ আহ্‌দে মাজ্যা শেল্‌ দি আহ্‌দে খুয়েই ন পারে।

এক হাতে নিক্ষেপ করা শেল যতদূর গিয়ে গাঁথে, দুহাতেও তখন তা' টেনে তোলা যায় না। কথাটার অর্থ হলো, সহজে কারোর অনিষ্ট করা যায়, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার আর প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

৭৪. মিলা রেক্ষস্‌ পিলা দাঙর্।

স্ত্রীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপায়।

৭৫. অবিত্তনে রাজারে চর্যায়।

লোকে রাজার অনুপস্থিতিতে নিন্দে করে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'পেছনে রাজার মাকেও ডাইনি বলে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৮. অহ্‌রিঙঅ লগে চঙরা পাগল।

হরিণের দেখাদেখি সম্বরও উতলা। অসম বয়সী অথবা অসম অবস্থার লোককে কোন কাজ করতে দেখে, নিজের পক্ষে তা বেমানান হলেও অপরে করতে চায়; এই প্রবাদ বাক্য বলে তাকে হুঁশিয়ার অথবা বারণ করা হয়ে থাকে।

৬৯. যে কুঁরিয়ে বদা পারে, তা পুনেই জানে।

যে মুরগীতে ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে। অর্থাৎ বাড়ীতে যিনি টাকা পয়সা রোজগার করে এনে সকলের সুখ শান্তি বিধান করেন, তিনিই জানেন শুধু তাঁর দুশ্চিন্তার খবর। অন্যেরা জান্‌তেও পারে না।

৭০. আহ্‌রায়্‌দে মাচ্ছুয়া দাঙর্‌।

যে মাছটাকে গাঁথা গেল না, মনে হয় সেটাই বুঝি সব চেয়ে বড় ছিল।

৭১. মানুজ্‌ বুঝি পুগিয়ে কামারায়।

মানুষ বুঝে পোকায় কামড় দেয়। অর্থাৎ মানুষটার দৌড় বুঝে কু-লোকে তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে।

৭২. ফেল্যা ছেপ্‌ ফুদা তুলি ন খায়।

থুথু ফেলে কেহ আর তা তুলে খায় না। অর্থাৎ যে জিনিষ একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর ফেরত নিতে নেই।

৭৩. এক্‌ আহ্‌দে মাজ্যা শেল্‌ দি আহ্‌দে খুয়েই ন পারে।

এক হাতে নিক্ষেপ করা শেল যতদূর গিয়ে গাঁথে, দুহাতেও তখন তা' টেনে তোলা যায় না। কথাটার অর্থ হলো, সহজে কারোর অনিষ্ট করা যায়, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার আর প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

৭৪. মিলা রেক্ষস্‌ পিলা দাঙর্‌।

স্ত্রীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপায়।

৭৫. অবিত্থনে রাজারে চর্যায়।

লোকে রাজার অনুপস্থিতিতে নিন্দে করে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'পেছনে রাজার মাকেও ডাইনি বলে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাঁত বার হওয়া হাতীর দাঁত আর ভেতরে ঢুকানো যায় না।
ইংরেজী প্রবাদ,—'What is done cannot be undone.'

৯৩. ছুল্লুগঅ ন মুরা উবুরেদি চল।
মুল্লুকের নৌকো পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে। অর্থাৎ সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কার্য সাধন করা যায়।

৯৪. অল্প তেলে মর্‌ময্যা ভাজা!
অল্প তেল দিয়ে মুচ্‌মুচে ভাজা হয় না। অর্থাৎ স্বল্প প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কার্য সাধিত হয় না।

৯৫. ধারেয়্যা বালা ন আহ্‌জে কিম্বা বালা ধারেলে বালা পায়।
বদ্‌লা খাট্‌লে বদলা পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদ, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

৯৬. যা ফালত্‌তে পরে।
যার ফাঁদ সেই পড়ে। অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের অনিষ্ট আগে হয়।

৯৭. এগা সয্য তেল্ নয়্।
একটা সরষেতে তেল হয় না। অর্থাৎ একতাই বল।

৯৮. নুয়া পানি লগে পুরাণ পানিয্য যায়।
নতুন পানি অর্থাৎ বানের জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো জলও নেমে যায়। এর অর্থ, হঠাৎ পাওয়া ধন-সম্পত্তি অকাতরে ব্যয় হয়, আর সেই ব্যয়ের তাল সাম্‌লাতে না পারলে আসল সম্পত্তিতেও টান পড়ে।

৯৯. ছুচ্যা সমারে দজগত্‌ যায়।
কুলোকের সঙ্গী হলে তাদের সঙ্গে সৎ লোককেও হয়রানি পোয়াতে হতে হয়। লোকটা ভালো কি মন্দ তখন আর তার বিশেষ বাছবিচার হয় না। তু. 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস'।

১০০. দি কাক্যা সেরেদি কুককুলুং!
দুই ভেলায় পা দিয়ে দাঁড়ালে 'ঝপাং' করে জলে পড়্‌তে হয়। অর্থাৎ দুই নৌকোয় পা দিতে নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০১. শিয়াল্যা কাট্টল খায়, , বুপ্যা মুঅত্ আধা।

শেয়াল কাঁঠাল খায়, বোবার অর্থাৎ ছাগলের মুখে আঠা। এটি একটি উপকথার সারমর্ম। এর অর্থ, সেয়ানা লোকে দোষ করে, মজা লুটে; হয়রানি হতে হয় কিন্তু বোকাদের।

১০২. এহ্‌রা পুত্তে শিক্কাদি পুরে।

শিককাবাব করার বেলায় মাংস পুড়্‌লে শিকও পোড়ে এর অর্থ, আপন জনকে কষ্ট পেতে দেখ্‌লে নিজেরও কষ্ট হয়।

১০৩. কেন্যা তুজ্ গরে, মাল্যা কাবা খায়।

বাচ্চা শুয়োরটা দোষ করে অর্থাৎ ক্ষেত নষ্ট করে, আর খাসী করা শুয়োরটাকে সেই দোষে জবাই করা হয়। ছোটর দোষে বড়র শাস্তি।

১০৪. আমনঅ মাধা ফেজা ক্য ন দেখে।

নিজের মাথার ময়লা কেউ দেখে না। অর্থাৎ, নিজের দোষ-ত্রুটি কেউ দেখ্‌তে পায় না।

১০৫. পোরঅ মাদি পারত্ ক্ষয়।

পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, খেয়ে দেয়ে সঞ্চয়ের জন্য কিছুই আর উদ্বৃত্ত থাকে না।

১০৬. যদঅ ধরু, তদঅ গবর্।

যত গরু তত গোবর। অর্থাৎ, সংখ্যায় বেশী হলে সেই অনুপাতে ঝামেলাও বেশী হয়ে থাকে।

১০৭. পীরঅ নাঙ্‌দি ফগিরে খায়্।

পীরের নাম ভাঙিয়ে ফকির খায়। বাংলা প্রবাদ, 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া।'

১০৮. ভাগত্তুন্ উবুজ্যা উগোল্ মাজ্।

যেন চেঙ্ মাছ, তাই কেউ ভাগে নিতে চায় না। এর অর্থ হলো, অকেজো লোককে কেউ কোন কাজে সহায়ক হিসেবে নেয় না।

১০৯. নাক্ কান্ কাবিলে ছাম্মোয়া ভরে!

শুধু নাক আ: কান কেটে নিলে চুপ্‌ড়ী ভরে। অর্থাৎ একটা বংশের মধ্যে বহুলোক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১২৮. পরেয়্যা চুয়ারত্ গাল ন পাত্য।
পরের চড় নিজের গালে পেতে নিয়ো না। অর্থাৎ অপরের ঝগড়া ফ্যাসাদে নিজেকে জড়িত করবে না।

১২৯. ঘাদত্ এইন্যায় নগান্ ডুবে।
ঘাটে এসে নৌকাডুবি হয়।

১৩০. চাল্ ফারক্ অহ্লে বা্অ পর্।
চাল ফারাক হলে, অর্থাৎ পৃথগন্নে বাপও পর হয়ে যায়। বাংলায়ঃ 'ভিন্ন হাঁড়িতে বাপ পড়শি'।

১৩১. মা মলে বাপ্ তালই।
মা মরলে বাপ পর হয়।

১৩২. আহ্দঅ পাজ্ আঙ্ল্ সঙ্ নয়্।
হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়। অর্থাৎ মানুষ সাহস ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সবাই সমান নয়।

১৩৩. ফেলা ফেলা নাবালেং মাজ্।
নাবালেং এক প্রকার ছোট মাছ। টোপ্ গিলতে পারে না অথচ টোপ্ খুঁটে খেয়ে, ফাৎনা নেড়ে, মাছ শিকারীকে নাজেহাল করে।

১৩৪. সভা মধ্যে কগরা ভাত।
ভোজের পাতে বাসিভাত পরিবেষণ করার মত; দশ জনের সামনে গুমোর ফাঁক করে দিয়ে বেইজ্জতি করা।

১৩৫. এক মুয়ে বিয়াল্লিশ ভাজ্।
এক মুখে বিয়াল্লিশ প্রকার কথা বলা অর্থাৎ ঘন ঘন মত পরিবর্তন করা।

১৩৬. ধাবা মান্জ্য পরাণে কী মরিচ বাত্যা ?
যার যাবার বিশেষ তাড়া, সে কী আর মরিচের চাটনী খাবে ? তখন ভোজনে, বাক্যালাপে কিংবা ঘটা করে পোষাক পরিচ্ছদ নিতে কালক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ বিলম্বে কার্যনাশ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০১. শিয়াল্যা কাট্টল খায়, , বুপ্যা মুঅত্ আধা।

শেয়াল কাঁঠাল খায়, বোবার অর্থাৎ ছাগলের মুখে আঠা। এটি একটি উপকথার সারমর্ম। এর অর্থ, সেয়ানা লোকে দোষ করে, মজা লুটে ; হয়রানি হতে হয় কিন্তু বোকাদের।

১০২. এহ্‌রা পুত্তে শিক্কাদি পুরে।

শিককাবাব করার বেলায় মাংস পুড়্‌লে শিকও পোড়ে এর অর্থ, আপন জনকে কষ্ট পেতে দেখ্‌লে নিজেরও কষ্ট হয়।

১০৩. কেন্যা তুজ্ গরে, মাল্যা কাবা খায়।

বাচ্চা শুয়োরটা দোষ করে অর্থাৎ ক্ষেত নষ্ট করে, আর খাসী করা শুয়োরটাকে সেই দোষে জবাই করা হয়। ছোটর দোষে বড়র শাস্তি।

১০৪. আমনঅ মাধা ফেজা ক্য ন দেখে।

নিজের মাথার ময়লা কেউ দেখে না। অর্থাৎ, নিজের দোষ-ত্রুটি কেউ দেখ্‌তে পায় না।

১০৫. পোরঅ মাদি পারত্ ক্ষয়।

পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, খেয়ে দেয়ে সঞ্চয়ের জন্য কিছুই আর উদ্বৃত্ত থাকে না।

১০৬. যদঅ ধরু, তদঅ গবর্।

যত গরু তত গোবর। অর্থাৎ, সংখ্যায় বেশী হলে সেই অনুপাতে ঝামেলাও বেশী হয়ে থাকে।

১০৭. পীরঅ নাঙ্দি ফগিরে খায়্।

পীরের নাম ভাঙিয়ে ফকির খায়। বাংলা প্রবাদ, 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া।'

১০৮. ভাগত্তুন্ উবুজ্যা উগোল্ মাজ্।

যেন চেঙ্ মাছ, তাই কেউ ভাগে নিতে চায় না। এর অর্থ হলো, অকেজো লোককে কেউ কোন কাজে সহায়ক হিসেবে নেয় না।

১০৯. নাক্ কান্ কাবিলে ছাম্নোয়া ভরে!

শুধু নাক আর কান কেটে নিলে চুপ্‌ড়ী ভরে। অর্থাৎ একটা বংশের মধ্যে বহুলোক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১২৮. পরেয়্যা চুয়ারত্ গাল ন পাত্য।
পরের চড় নিজের গালে পেতে নিয়ো না। অর্থাৎ অপরের ঝগড়া ফ্যাসাদে নিজেকে জড়িত কর্‌বে না।

১২৯. ঘাদত্ এইন্যায় নগান্ ডুবে।
ঘাটে এসে নৌকাডুবি হয়।

১৩০. চাল্ ফারক্ অহ্‌লে বা্অ পর্।
চাল ফারাক হলে, অর্থাৎ পৃথগন্নে বাপও পর হয়ে যায়। বাংলায়ঃ 'ভিন্ন হাঁড়িতে বাপ পড়শি'।

১৩১. মা মলে বাপ্ তালই।
মা মর্‌লে বাপ পর হয়।

১৩২. আহ্‌দঅ পাজ্ আঙুল্ সঙ্ নয়্।
হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়। অর্থাৎ মানুষ সাহস ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সবাই সমান নয়।

১৩৩. ফেলা ফেলা নাবালেং মাজ্।
নাবালেং এক প্রকার ছোট মাছ। টোপ্ গিল্‌তে পারে না অথচ টোপ্ খুঁটে খেয়ে, ফাৎনা নেড়ে, মাছ শিকারীকে নাজেহাল করে।

১৩৪. সভা মধ্যে কগরা ভাত।
ভোজের পাতে বাসিভাত পরিবেষণ করার মত; দশ জনের সামনে গুমোর ফাঁক করে দিয়ে বেইজ্জতি করা।

১৩৫. এক মুয়ে বিয়াল্লিশ ভাজ্।
এক মুখে বিয়াল্লিশ প্রকার কথা বলা অর্থাৎ ঘন ঘন মত পরিবর্তন করা।

১৩৬. ধাবা মানজ্যা পরাণে কী মরিচ বাত্যা?
যার যাবার বিশেষ তাড়া, সে কী আর মরিচের চাটনী খাবে? তখন ভোজনে, বাক্যালাপে কিংবা ঘটা করে পোষাক পরিচ্ছদ নিতে কালক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ বিলম্বে কার্যনাশ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৩৭. চ্য কমিলে কান্‌জাবা চুলেয়্য দর্‌ লাগায়্‌।

সাহস হারালে নিজের মাথার চুলও নিজেকে ভয় পাইয়ে দেয়।

১৩৮. কুরা মুঅত ইজা পজ্যে।

মুরগীর ঝাঁকে যেন চিংড়ি মাছ পড়েছে। চাকমাদের মধ্যে মুখরোচক খবর নিয়ে যখন টানাটানি বা লোফালুফি চলে তখন এই প্রবাদ বাক্যটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৩৯. বান্দবঅ নাগত্‌ জুক্‌ চুম্যে।

বাঁদরের নাকের ভেতর জোঁক ঢুকলে সেটা অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর ঘন ঘন নাকটা খোঁটে। বিপদগ্রস্থ মানুষও যখন সেরূপ হন্যে হয়ে ঘোরে, সুস্থির হয়ে বসতে পারে না, তখন এই প্রবাদ বাক্যটা বলা হয়।

১৪০. যাচ্যা ভাত ন খেলে তিন্‌পোর্‌ ছুং উবাস্‌ যায়্‌।

সাধা ভাত না খেয়ে গেলে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত উপোসী থাকতে হয়। অর্থাৎ যথা লাভ তাই শিরোধার্য করে নিতে হয়।

১৪১. ভারেইয়্যা খেলা ছাড়িয়া যায়।

ঠকিয়ে জিত্‌লে সাধারণ বিশ্বাস মতে খেলা আর অনুকূলে থাকে না। সংসার খেলায়ও ঠকিয়ে জিতে নিলে সেই সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

১৪২. ঝুবত্তলে পোরোল্‌ বুড়া।

ঝোপের নীচের ধুন্দুল পেকে যায়, কারণ সহজে কারো চোখে পড়ে না। মানুষও গায়ে গতরে ছোটখাট হলে স্বভাবতই তার শারীরিক বৃদ্ধি অপরের চোখে পড়ে না। অবশেষে হঠাৎ একদিন দেখা যায়, তার চুলে পাক ধরেছে। বাংলা প্রবাদ, 'মেঘে মেঘে অনেক বেলা।'

১৪৩. উলৎ আহ্‌দ্দি বাদাল্যা যা।

বাদাল্যা যাওয়া; অর্থাৎ ভাগাভাগিতে ফাঁকিতে পড়া। যখন ফাঁকিতে পড়ে গেছ তখন নিজের কোঁচাটাই চেপে ধরে চলে যাও।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিলম্ব হওয়ার দরুণ কিংবা অপর কোন কারণে কেউ নিজের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হলে এই প্রবাদ বাক্যটি বলে থাকে।

১৪৪. যে গরুবুআ দুধ দেয়্, তার লাথিয়্য ভালা।
যে গরুতে দুধ দেয় তার লাথিও ভাল। অর্থাৎ যার কাছে আর্থিক কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, কোন সময়ে সে দু-কথা মন্দ বল্‌লেই বা।

১৪৫. দাদত্তূন ছামি বড়।
বাঁটের চাইতে ছামি বড়। বাংলা প্রবাদ, 'বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়।'

১৪৬. ছগুঅ লাগত্ ছগে পায়।
সমানে সমানেই লাগে।

১৪৭. মিদার্ লাভ পিবিরায় খায়।
গুড়ের লাভ পিঁপড়েয় খায়।

১৪৮. তিনে সুন্‌জুগে এগত্তর্।
ত্র্যহস্পর্শ!

১৪৯. জুগঅ মুঅত্ ছেই।
জোঁকের মুখে ছাই দিতে হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত জবাব দিতে পার্‌লে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়।

১৫০. এক মুরাত্তূন, এক মুরা অজল্ লাগে।
এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় দেখ্‌লে সেটাই উঁচু মনে হয়। কবির ভাষায়, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।'

১৫১. বাখঅ উবুরে তাগ্।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

১৫২. এগঅ নষ্ট সর্ব দুঃখ।
দলের মধ্যে একজন নষ্ট মানুষ থাক্‌লে সে একা সকলের জন্যে দুঃখ ডেকে আন্‌তে পারে।

১৫৩. আমনত্ত ন্, ন থেলে দুন্যা আন্ধার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পয়সা কড়ি, ধন সম্পদ নিজের না থাকলে দুনিয়া আঁধার।

১৫৪. নেই বন্দারে খদায়্ মিলায়্।

নাই বান্দাকে খোদায় মিলায়। অর্থাৎ যার কিছু নেই খোদাই তাকে মিলিয়ে দেন।

১৫৫. বাখে মোঝে আহ্—ল্।

এতদূর সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে, যেমন নাকি বাঘ আর মহিষ এক জোয়ালে জুতে নিয়ে হাল চষ্‌তে গেলে যে অবস্থা হবে, ঠিক সেরূপ। বাংলায়, 'অহি নকুল সম্পর্ক।'

১৫৬. লগে ঘর বাড়ী আপ্‌বাজ্যা।

সাপনাচিয়ে বেদেদের ঘরবাড়ী সঙ্গেই থাকে। অর্থাৎ, 'চাল চুলোহীন।'

১৫৭. রনুখাঁ আমলঅ মিধা!

রনুখাঁর আমলের মিঠা, অর্থাৎ সুখৈশ্চর্য। রনুখাঁ একজন বিখ্যাত চাকমা সেনাপতি। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল তখন ইনি ইংরেজদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তাঁর আমলে চাকমা রাজ্যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না, যেহেতু তাঁর ভয়ে কোন বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করত না।

১৫৮. আহ্ দঅ কড়ি ঘাদ অ মাজ।

হাতের কড়ি, ঘাটের মাছ, অর্থাৎ সহজ লভ্য বস্তু।

১৫৯. যার বিপদত্ তার ঘা।

যার যত ক্ষুদ্র বিপদই হোক্ তাতেই সে বিব্রত থাকে। এই সময় আবার তার কাছে কোন সাহায্য চাইতে যাওয়া নিরর্থক।

১৬০. কুত্তা পরানে ঘী ভাত!

কুকুরের পেটে ঘি-ভাত সয় না।

১৬১. ঝার্ বাজ্যেই অহ্‌রিঙ নিগিলায়।

জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ বার করতে হয়। তেমনি কোন কিছু জানতে হলে কিংবা প্রমাণ করতে হলে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় হানা দিতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৬২. বলেহ্ আহ্‌তে থিয়্যেলে বাজার।

এমনি প্রতিপত্তিশালী, উনি যেখানে বসেন সেখানে হাট বসে যায়, যেখানে দাঁড়ান বাজার হয়ে দাঁড়ায়।

১৬৩. এহ্‌রা কুদা গরবুঅ।

মাংস কোটার কাষ্ঠখণ্ড, যে মাংসই হোক্‌না কেন, তার উপরে রেখেই কোটা হয়ে থাকে। দু-দলের ঝগড়া বিবাদের মাঝখানে পড়লেও একই অবস্থা।

১৬৪. অত্তে ডুমঅ পুআ, আরঅ পুনত্ ঘু।

এমনিতে ডোমের ছেলে, তার আবার পোঁদে গু। এর ভাবার্থ হলো, ছেলেটা এমনি খুব ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর দুর্বল ; তার উপর বিপদ লেগে থাকে ঘন ঘন।

১৬৫. তাল্ ফুরেইন্যায়্ ধঙ্যা নাজের্।

তাল ফুরিয়ে সঙ্ এসেছে নাচতে। অর্থাৎ সময়ে না এসে অসময়ে কার্যসিদ্ধির জন্যে আসা।

১৬৬. কলির্ ধন য্যাবাদে যায়্।

কৃপণের ধন অমনিই যায়।

১৬৭. পেদত ভুক্ মুঅত্ লাজ।

পেটে ভুখা, মুখে লাজ।

১৬৮. ন দেলে ন লাগে পাপ্।

না দেখলে পাপ স্পর্শ করে না, কোন ব্যাপার স্বচক্ষে ঘটতে না দেখলে তার জন্যে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয় না।

১৬৯. ধিঙি স্বর্গত্ গেলেয়্য বারা বানে।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বাঁধে [অর্থাৎ ধান ভানে]।

১৭০. চেষ্টায় দুঃখ খণ্ডে।

চেষ্টা করলে দুঃখ খণ্ডন হয়।

১৭১. যা চেষ্টা তার্।

নিজেকেই নিজের জন্যে অর্থাৎ বিপদমুক্তির জন্যে, বাণিজ্যিক কিংবা পারিবারিক অবস্থার উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৭২. এহ্‌ত মরা কুলা ধাগি রাখেই ন পারে।
মরা হাতী কুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না অর্থাৎ যে কোন বৃহৎ ঘটনা-বিপর্যয় কিছুতেই লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায় না।

১৭৩. আঝি পার্ অহ্‌লে পাজি।
মানুষ আশি বছর বয়স পেরোলে পাজি অর্থাৎ খিটখিটে মেজাজ হয়ে পড়ে।

১৭৪. মাণিক্যা বাবর্ সিন্দি খানা!
মাণিকের বাবার সিন্নি খেতে যাবার মত অর্থাৎ যখন গেলে তখন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ইংরেজী প্রবাদ, 'Late Latif.'

১৭৫. আমনে ঠগিলে বাবরে ন কয়।
নিজে ঠক্‌লে বাপকেও বলতে নেই।

১৭৬. গুরা মুএ বুরা কথা।
ছোট ছেলের মুখে বুড়োদের মত কথা। বাংলা, 'ইঁচড়ে পাকা।'

১৭৭. খদায় পেদ্ দ্যে ভাদঅ দ্যে।
খোদা যেমন পেট দিয়েছেন, তেমনি ভাতও দিয়েছেন।

১৭৮. লক্ষ্মী সীতা কলঙ্কিনী।
সীতার মত লক্ষ্মী মেয়েকেও কলঙ্কিনী হতে হয়েছিল, অন্যের কী কথা?

১৭৯. যদঅ বা-চ্চ্‌ন পুনংবি বাবঅ আধুত্।
লাউয়ের খোলা ভাঙবিতো পূর্ণিমার বাপের হাঁটুতে। অর্থাৎ 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ।'

১৮০. কানা কুমত পানি ন ধালে।
ফুটো কলসীতে জল ঢাল্‌তে নেই। অর্থাৎ যেখানে অপচয়ের সহস্র ছিদ্রপথ রয়েছে সেখানে কোন প্রকার সাহায্য করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

১৮১. আহ-ল কাম্ ছাড়ি বাল কাম।
হালের কাজ ছেড়ে যেন নাপিতের কাজ করতে যাওয়া। কেউ নিজের কাজ ছেড়ে খেলাধুলোয় মত্ত হলে কিংবা অপর কিছু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসমুচিত কাজ করতে গেলে লোকে এই প্রবাদ বাক্যটি প্রয়োগ করে।

১৮২. লেণ্ডা গুরু ভণ্ড চেলা।

ন্যাংটো গুরুর ভণ্ড চেলা। অনেকটা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার মত; কিংবা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

১৮৩. গাজত্তূন অহলা পজ্যে!

গাছ থেকে লাফ দিয়ে যেন বেড়াল পড়লো। হঠাৎ কেউ অবান্তর আর চমকপ্রদ কথা বললে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে।

১৮৪. আঝারঅ কলা বাজারত যায়।

আষাঢ় মাসে রোয়া কলার এত ফলন হয় যে খেয়ে শেষ করা যায় না। বিক্রির জন্যে বাজারে নিতে হয়।

১৮৫. কাতির্ কলা আহ্ তিয়্যে থেলি ন পারে।

কার্ত্তিক মাসে রোয়া কলার ঝাড় এত হয় যে হাতীতেও ঠেলতে পারে না।

১৮৬. উচ্চা আঙুলে ঘী ন উধে।

সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

১৮৭. ঘুমে মরায় ছঙ।

ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা আর মৃত অবস্থা—দুই-ই সমান।

১৮৮. চুধা আহ্ওান গালত ন যায়।

শুধু হাত গালে যায় না। অর্থাৎ বিনা লাভে কেহ কোন কাজ করে না।

১৮৯. কদালে বুগেদি ন তানি পিজেদি ন তানে।

কোদাল বুকে না টেনে পিঠে টানে না। অর্থাৎ আত্মীয় আত্মীয়ের পক্ষ সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক।

১৯০. সাপ্পো মারি লেজত্ পরাণ ন থয়।

সাপ্টা মেরে লেজে প্রাণ রাখ্তে নেই। অর্থাৎ শত্রুর শেষ রাখ্তে নেই।

১৯১. দি চোক্ খাদিলে দুন্যা আন্ধার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দু-চোখ বুজ্‌লে দুনিয়া অন্ধকার অর্থাৎ সব ফাঁকা। ধন দৌলত সব ফেলে রেখে যেতে হয়।

১৯২. কাদা নই কাদা খুয়ায়।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে।

১৯৩. এহ্‌ত্‌ লই এহ্‌ত্‌ ধরে।

হাতি দিয়েই হাতি ধরতে হয়। অর্থাৎ কাউকে দলে টান্‌তে হলে তার সম পর্যায়ের লোকের মারফতেই তা সম্ভব হয়; যেমন এক জামাই দিয়ে আরেক জামাই ঠিক করা।

১৯৪. পরেয়্যা পুআ আহ্‌ দে সাপ ধরে।

পরের ছেলের হাতে সাপ ধরতে হয়। অর্থাৎ বিপজ্জনক কাজ গুছিয়ে আন্‌তে হলে পরের ছেলেকেই পাঠাতে হয়।

১৯৫. এক শিয়লের্‌ বিজা টন্‌টনেলে, বেক্‌ শিয়লের্‌ বিজা টন্‌টনায়্‌।

সব শেয়ালের এক রা। অর্থাৎ 'এক শেয়াল ডাকলে, সব শেয়ালেই ডাকতে শুরু করে।'

১৯৬. ছাগল ন কাবদে বিজা খুয়া দুবাদুবি।

ছাগল কাটার আগেই যেন তার অণ্ডকোষ খুলে নেবার তাড়াহুড়ো, অর্থাৎ কাটার আগে ভাগাভাগি করতে যাওয়া। বাংলা প্রবাদ, 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

১৯৭. আগুনত্‌ দিলে মরা শুগুনিবয়্য তিন্‌ পাক্‌ খায়্‌।

আগুনে দিলে, এমন যে মরা শুঁটকী মাছ, সেও তিন পাক খায়। অর্থাৎ, বিপদে পড়্‌লে প্রত্যেকেই নিজের জান বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে।

১৯৮. খানাত্‌ মেয়্যা দয়া।

ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাওয়ার মধ্যে মায়া দয়া বা পরস্পরের সম্প্রীতি প্রকাশ পায়। ভিন্ন অর্থে খাবার বেলাই দয়া দেখাতে হয়; কিন্তু কর্তব্য হাঁসিলের বেলায় অনুদার হতে হয়।

১৯৯. যে পাদত্‌ খায় সে পাদত্‌ আহ্‌ গে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে পাতে খায়, সে পাতে পায়খানা করে অর্থাৎ যার খায় পরে তারই অনিষ্ট সাধন করে। বাংলায়, 'যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।'

২০০. সেদাম্ ন থেলে পাদঅ ভাত কুগুরে খেই যায়.।

মুরোদ না থাকলে পাতের ভাত কুকুরে খেয়ে যায়। বৈষয়িক ব্যাপার থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য। এমন কি স্বামী অশক্ত হলে ঘরের স্ত্রীও পর পুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে।

২০১. বৈদ্য ঘরত, নিত্য জ্বর।

বৈদ্যের ঘরে অসুখ বিসুখ নিত্য লেগে থাকে। কারণ বাইরের রুগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজের ঘরের চিকিৎসা করার সময় হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'ঘরামির ঘর ফুটো'।

২০২. সোম শনি পশ্চিমে নীতি।

সোমবার আর শনিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুভ।

২০৩. উত্তরে মঙ্গলে মঙ্গল নেই, অথবা, মঙ্গলে দক্ষিণ।

মঙ্গলবারে উত্তরে গেলে মঙ্গল নাই। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুভ।

২০৪. বুধবারে গাদঅ সাপ.পোয়্য ন লরে।

বুধবারে গর্তের ভেতরের সাপও বাহির হয় না। অর্থাৎ একদম যাত্রা নাস্তি। এমন কি বুধবারে চাকমাদের মধ্যে মৃতের সৎকারও হয় না।

২০৫. কইয্যারে কইয্যার তেল লই ভাজে।

কই মাছকে তার নিজের তেলে ভাজতে হয়। এর অর্থ কোন কার্যসিদ্ধির জন্যে যাকে যত টাকা দেওয়া হয়, তার তত টাকার মধ্যেই খরচপত্র সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

২০৬. জামেই কন্যা দেখা নেই শুক্কর্ বারে বিয়া।

জামাই কন্যার দেখা নাই, শুক্রবারে বিয়ে। অর্থাৎ 'রাম না হতে রামায়ণ।'

২০৭. গিরস্তত্তুন্ চুর দাদঅ।

গেরস্তের চাইতে চোরের দাপট হলো কিনা বেশী। ঘরের মধ্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোন আশ্রিত ব্যক্তি গেরস্তের চাইতে বেশী প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠ্‌লে তাকে লক্ষ্য করে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে।

২০৮. ভোজ্ কদে আধা মোক্।
ভাজ বল্‌তে অর্দ্ধেক স্ত্রী।

২০৯. ডেগা গরুয়ে বাঘ ন চিনে।
এঁড়ে বাছুর বাঘ চেনে না। অর্থাৎ ছোটদের বিপদ আপদ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না।

২১০. ছাগল দিলে ডুরিয়্য দি পায়।
ছাগল দিলে দড়িটাও দিতে হয় অর্থাৎ কাউকে কোন কিছু দিয়ে সেই সঙ্গে তাকে সে বাবদ সুযোগ সুবিধাগুলোও ছেড়ে দিতে হয়।

২১১. ডুরঅ কজ্যা আগে ভালা।
পেছনের ঝগড়া আগেই মিটিয়ে ফেলা ভালো। বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে তার পূর্বাপর সর্তগুলো আগে ভাগেই সুনির্দিষ্ট করা উচিত যাতে পরে কোন ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হতে না পারে।

২১২. আহ্ ঘানাত্তুন্ ভেরেত্তঅ দাঙর্।
পায়খানা করার চাইতে তার শব্দ বেশী অর্থাৎ কাজের অনুপাতে বেশী হৈ চৈ করা স্বভাব।

২১৩. আগুনঅ কুরে ঘী ন থয়।
আগুনের কাছে ঘি রাখতে নেই, কারণ আঁচে ঘি গলে যায়। দুটি পরস্পর বিপরীত ধর্মী বস্তুকে কাছাকাছি রাখা উচিত নয়, কারণ, বিপর্যয় ঘটতে পারে; যেমন অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের একত্রে অবস্থান যে কোন মুহূর্তে তাদের নৈতিক পতন ঘটাতে পারে।

২১৪. চুরঅ উবুরে রাগ্গুরি মাদিত্ ভাত খানা।
চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। কেন চোর থালা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাসনগুলো নিয়ে গেল। এর অর্থ হলো, প্রতিকার ·কিংবা ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অপরাধীর উপর রাগ করে বসে থাকা নির্বুদ্ধিতার কাজ।

২১৫. কাণ্‌ তানিলে মাধা এঝে।
কান টানলে মাথা আসে।

২১৬. ঘরত ভাত খেইন্যায়্‌ মামু মোজ্‌ চরানা।
ঘরের খেয়ে মামার মোষ চরানো। বাংলা প্রবাদ, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।'

২১৭. গুরু ঠাগুরে থিয়্যা মুদিলে সাগরেদে বেরেই বেরেই মুদে।
গুরু দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করলে শিষ্য হাঁটতে হাঁটতে পেচ্ছাব করে। একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।

২১৮. বিলেই রে মাছ চুগি দেনা।
বেড়ালকে যেন মাছ চৌকি দিতে দেওয়া। অর্থাৎ ভক্ষককে তার ভোজ্যবস্তুর রক্ষকের ভূমিকা দেওয়া যায় না।

২১৯. বই পেলে থেং আন্‌দঅ মাগে।
বসেত পেলে পা ছড়াতে চায় বা শুতে চায়।

২২০. বিলেই লই উন্দুর বুঅ!
যেন বেড়ালে ইদুরে সম্পর্ক। অর্থাৎ, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ।

২২১. বিলেয়্যে কুগুরে!
যেন বেড়ালে কুকুরে সম্পর্ক অর্থাৎ দেখা হলেই মারামারি। বাংলায়, 'অহি নকুল সম্পর্ক।'

২২২. ভুলে এক্কান্‌ সুখ পেলে ন এরে।
বোকাদের যা কিছু একটা ভালো লাগে তাতেই তারা মশগুল হয়ে যায়।

২২৩. আহ্‌ দে বানি ভাদে ন মারে।
হাতে বেঁধে ভাতে মারতে নেই। তুলনীয়: 'হাতে মারে ত, ভাতে মারে না।'

২২৪. ক্যয়্‌ এক আধু লামিলে আমনে এক রান্‌ লামা পরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাহায্যের আশায় কেউ হাঁটু জলে নামলে, তার সাহায্যের জন্যে নিজের কোমর জলে দাঁড়ানো উচিত।

২২৫. সাত ভেই গারেঙ অত্তুন পজ্যন পারা।

যেখানে হাতিতে ধান খেয়ে যায়, সেখানে রাত্রিবেলা পাহারা দেবার জন্যে কাছাকাছি উঁচু গাছের মগ্‌ডালে মাচান বাঁধা হয়; তাকে 'গারেঙ' বলে। সাত ভাই মাচান ভেঙে যেন একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছে। অর্থাৎ, মহা বিপর্যয় কাণ্ড।

২২৬. আহ্‌ধিক খাতিলে পাতিল ভাঙে।

খাতির বেশী জমলে পাতিল ভাঙে। অর্থাৎ, দ্রুত বন্ধুত্ব জমলে তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ধরে।

২২৭. যাবে পুদে বিশ্বাস নেই।

বাপে আর পুতে বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ স্বার্থের বেলায় বাপ বেটার মধ্যেও হিসেব নিয়ে বসা ভাল।

২২৮. হিসাবঅ গরু বাঘে খেই ন পারে।

হিসাবের গরু বাঘে খেতে পারে না। অর্থাৎ গোনা-গুনতির মধ্যে সহজে তছরূপ হতে পারে না। তুলনীয়ঃ 'হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না।'

২২৯. আমনঅ আন্দাজ বুঝিলে পায়্।

নিজের আন্দাজে অপরের দুঃখবোধ উপলব্ধি করা যায় না।

২৩০. মাগানা খিয়্যা রামজয়।

মাগনা খানেওয়ালা, 'রামজয়।' নজর পেয়াদার মতই খায় এবং মাগ্‌নাই জোটে কপালে।

২৩১. চাদঅ রে চাদে ঘিনায়্।

এক চাট্‌ আরেক চাট্‌কে ঘেন্না করে। অর্থাৎ এক নোংরা লোক আরেক নোংরা লোককে দেখে ছি ছি করে থাকে।

['চাট' এক ধরনের ডাঙ্গার শামুক, খুব ঠাণ্ডা জায়গায় থাকে। যেদিকে যায় পিচ্ছিল রস ঢেলে একটা সরু দাগ এঁকে যায়। সংখ্যায় বেশী হলে শাকসব্জির বিশেষ ক্ষতি করে।]

২৩২. কেমঅ মাধাদি ঘু বাঝেই দে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কঞ্চির মাথায় নিয়ে বিষ্ঠা লেপে দিতে হয়। অর্থাৎ কারো অনিষ্ট করতে হলে নিজে সক্রিয় ভূমিকা না নিয়ে অপরের হাতে করানোই নিরাপদ।

২৩৩. আমনত্তুন থেলে খা,
পরত্তন থেলে চা।
নিজের থাকে খাও, পরের থাকে চাও।

২৩৪. পথ ভালা বেঙা যা—
ভাত ভালা চুধা খা।'
রাস্তা ভালো হলে, একটু যদি ঘুর পথও হয়, তা সেই পথেই চল। আর ভালো চালের ভাত হলে অমনি খাওয়া যায়। তরকারির প্রয়োজন হয় না।

২৩৫. এহ্‌ ত্তো যায়,
লেচ্ছান্‌ থায়।
হাতিটা চলে যায়, কিন্তু তার লেজটা বেঁধে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'দিন যায়, কথা থাকে।'

২৩৬. নিলঅ ঘা আহরৎ ধুজে,
পেতপেত্যা বার অ কারর ভিজে।
পাতলা বাঁশের চিলতে দিয়ে কাটা ঘা হাড্ডি পর্যন্ত গভীর হতে পারে এবং পিনপিনে বৃষ্টিতেও কাপড় ভেজে। ঠাট্টা তামাসা নিয়ে যার স্থরু, তার পরিসমাপ্তিতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটলে এই প্রবাদ বলা হয়ে থাকে। বাংলা প্রবাদ, হাঁটু জলেতেও বুক সাঁতার হয়।

২৩৭. বাঘঅ মনত্‌ নেই জিয়্যান্‌,
ছাগলঅ মনত্‌ ছিয়্যান।
বাঘের সনে নেই যা, ছাগলের মনে তা। বাংলা প্রবাদ, 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি তো কলা খাই নি।'

২৩৮. গুইয়্য কবাল্‌ সুরুঙৎ,
বান্দরঅ কবাল্‌ তারেঙৎ।
গোসাপ যেখানেই থাক, সুড়ঙ্গের মধ্যেই থাকে। আর বাঁদর থাকে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছের ডালে ডালে। বাংলা প্রবাদ, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।

২৩৯. গাজঅ উবুরে গুই,
খুরা ভাত খেই যা তুই।
গোসাপটা রয়েছে গাছে; খুড়োকে নেমন্তন্ন করছে, 'ভাত খেয়ে যাও' অর্থাৎ গোসাপের মাংস দিয়ে। বাংলা প্রবাদ, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

২৪০. ছেপ্ ফেল্যে গা'ত্ পরে,
খুরল্ ফেল্যে পা'ত্ পরে।
থুথু ফেল্‌লে গায়ে পড়ে, কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে অর্থাৎ কিছু বলতে গেলে সেটা নিজের গায়ে এসে লাগে, কারণ যে অপরাধীর বিরুদ্ধে বল্‌তে যাওয়া, সে হলো নিজেরই আপন জন।

২৪১. যার্ যেত্তনঅ ফাল্,
তার সেত্তুমঅ ছাল্।
যার যত বড় লাফ, তার তত গভীরে কাঁটা বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ আয়োজন যার যত বড়, ঝুঁকিও তার তত বেশী।

২৪২. বর্ গাঙঅ চায় পারা,
রাঙা খাদিয়্য ধয় পারা।
কর্ণফুলী নদীটাও দেখে আস্‌বো আর অমনি লাল খাদিটাও ধুয়ে নেবো। 'খাদি'—লাল জমিনের উপর রঙীন ফুলতোলা এক-প্রকার খাটো বহরের কাপড়, চাকমা মেয়েরা এটাকে বক্ষ-বন্ধনী হিসেবে ব্যবহার করে। বাংলা প্রবাদঃ 'রথ দেখা, কলা বেচা।'

২৪৩. লাদা খোক্ পাদা খোক্ ভাত্তুন পারা নয়,
পরেয়্যা মারে মা দাগিলে, আমনঅ মাবুয়া পারা নয়।
এটা ওটা যা-ই খাওনা কেন, ভাতের মত নয়; যেমন পরের মাকে মা ডাক্‌লে কখনই নিজের মায়ের মত হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪৪. ফাক্‌ফাক্যা মাজ্ মারে, চুধা আহ্‌ধি এজে,
নিম্মুয়া মাজ্ মারে, জলা ভরেই আনে।
বাক্যবাগীশ্ মাছ ধরতে যায়, খালি হাতে ফেরে। স্বল্পবাক্ মাছ ধরতে যায়, ভাণ্ড পূর্ণ করে আনে। [প্রথম পঙ্‌ক্তির ইংরেজী প্রবাদ, Empty bottle sounds much. আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ইংরেজী প্রবাদ, The dog that bites, does not bark.] বাংলায়, যে কুকুরে কামড়ায়, সে কুকুরে ডাকে না।

২৪৫. এহ্‌রা খেইয়্যা বাঘঅ দরে ধেইয়্যছ্,
চিৎ খেইয়্যা বাঘ লাগত্ পেইয়্যছ্।
মাংসখেকো বাঘের ভয়ে পালিয়েছ, এ একেবারে বল্‌জেখেকো বাঘের হাতে পড়েছ। এর ভাবার্থ হলো, স্বল্প অনিষ্টকারী লোকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আর কারো আশ্রয় নিলে, পরে দেখা যায়, সে-ই আবার সবকিছু গ্রাস করতে উদ্যত।

২৪৬. আমনঅ বুদ্ধি সোনা, পরেয়্যা বুদ্ধি রাঙ্।
আরাল্যা পারাল্যা বুদ্ধি গাজঅ মাধাৎ টাঙ্।
নিজের বুদ্ধিই খাঁটি সোনা, পরের দেওয়া বুদ্ধি রাঙ্-এর মত স্বল্প মূল্যবান। আর পাড়াপ্রতিবেশীদের দেওয়া বুদ্ধি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখ, গ্রহণ করার দরকার নেই। ইংরেজী প্রবাদ, 'Self help is the best help.'

২৪৭. ছুয়াত পেই বুয়াল্ মাজ্
আরঅ খেদে মাআল্ মাজ্!
বোয়াল মাছ খেয়ে মজা-পেয়ে, আরো মাআল্ মাছ খেতে চাও? বাংলা প্রবাদ, 'বারে বারে তুমি ঘুঘু খেয়ে যাও ধান।'

২৪৮. ঝরঅ আগে পিন্‌পিনি,
গিদঅ আগে কুন্‌কুনি।
ঝড়তুফান আসার আগে পিনপিনে বৃষ্টি হয়। তেমনি গান গাওয়ার আগে একবার গুন্ গুন্ করে সুর ভাঁজতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪৯. নেই মোগত্তুম কান্ মোগ্ ভালা,
সবায় ন পাদে রাজাঝি ভালা।
মোটেই স্ত্রী না জোটার চাইতে অন্ধ স্ত্রী জোটা ভাল। একেবারে তাও না জুটলে রাজকন্যা বিয়ে করা ভাল। এতদুর রাজকন্যা পছন্দ না হবার কারণ, সে তো আর সাধারণ চাক্‌মা মেয়ের মত রাঁধা বাড়া, জলতোলা, লকড়ি আনা, জুমের কাজ—এসব শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারবে না। বাংলা প্রবাদ, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।'

২৫০. ছচ্ ছচ্ পেলে আহ্‌রঅ খাঙ্।
দরঅ পেলে কায়্‌য়্য ন জাঙ্।
নরম লাগ্‌লে তার হাড্ডিও চিবিয়ে খাই; শক্ত হলে তার কাছেও যাই না। বাংলা প্রবাদ, শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

২৫১. ধায়্‌দে মানুচ্চয়্য ফবায়,
লরায়্‌দে মানুচ্চয়্য ফবায়্।
যে দৌড়ে পালায় তারও হাঁপ্ ধরে, আর যে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তারও হাঁপ্ ধরে। এর ভাবার্থ হলো, ঝগড়া বিবাদ কিংবা মামলা মোকর্দমায় উভয় পক্ষেরই প্রচুর হয়রানি ও ক্ষতি হয়।

২৫২. বাপ্ চা, পুত্ চা,
মা চা, ঝি চা।
বাপের মত ছেলে আর মায়ের মত মেয়ে হয়। হিন্দী প্রবাদ, 'বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ নেহি ভি থোড়া থোড়া।'

২৫৩. ধাং ধাং মান্‌জ্যর্ বিয়া নেই,
খাং খাং মান্‌জ্যর্ কিয়া নেই।
যে লোক যাযাবরের মত সব সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি করে, তার কপালে বৌ জোটে না। আর যে ব্যক্তির সব সময় খাই খাই স্বভাব স্বাস্থ্য বলতে তার কিছুই থাকে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৫৪. গুরা নেই ঘরত্‌ হাস্য নেই,
বুরা নেই ঘরত্‌ ধয্য নেই।

যে বাড়ীতে ছেলে পিলে নেই সে বাড়ীতে হাসি কলরব শোনা যায় না। আর যে বাড়ীতে বুড়ো নেই সে বাড়ীতে নিয়ম-নীতি থাকে না।

২৫৫. গুরা জোলেলে লাজ পায়,
কুগুর্‌ জোলেলে কামর্‌ খায়।

ছেলে ক্ষ্যাপালে লাজ পায়, কুকুর ক্ষ্যাপালে কামড় খায়।

২৫৬. ধাবা চঙরা মাল্যুং শেল্‌,
পেদঅ ন ভল্য জাদঅ গেল্‌।

দ্রুত ধাবমান সম্বরটাকে শেল মার্‌লাম, কিন্তু পেট ভর্‌ল না, কারণ হাতের তাগ্‌ ফসকে গেছে। আর জাতটাও গেল, কারণ বৌদ্ধমতে পাপ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাংলা প্রবাদ, 'জাতও গেল পেটও ভরলো না'।

২৫৭. কধা নেই কুধি,
ম মোক্‌খ পেদলী।

গল্প করার মত আর কিছুই নেই, এখন বলে কিনা 'আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে।'

২৫৮. পেক্কোয্য পরিবার্‌ গঙ্‌,
পাদানঅ ঝরিবার্‌ গঙ্‌

পাখিটা যেই বস্‌তে গেল, পাতা ঝরার সময় এল। অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধ।

২৫৯. কাম নেই গত্তুং,
বাল্‌ নেই ছাত্তুং।

কাজ নেই যে করবো, কেশ নেই যে তুল্‌বো। কেউ মিছেমিছে অকাজে লিপ্ত হলে তাকে এই প্রবাদ বাক্য শোনানো হয়ে থাকে। তুলনীয় : 'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৬০. ভোজঅ আব্বায়্ মোগঅ গেল্,
মোগঅ আব্বায়্ ভোজঅ গেল্।
ভাজের আশায় মাগ গেল। মাগের আশায় ভাজ গেল। বাংলা প্রবাদ, দুই নৌকায় পা দিতে নেই।

২৬১. জামিন অহ্-ই ভর্ত,
পানিত্ ডুবি মর্ত।
জামিন হয়ে যে খেসারত দিতে যায়, সে যেন পানিতে ডুবে মরে।

২৬২. এক মোক্যা ঝাদি ভাত,
দ্বি মোক্যা লাধি ভাত,
তিন মোক্যা কবালত্ আহ্ত্।
যার এক বিয়ে সে সকাল সকাল খেতে পায়। যার দুই বিয়ে তাকে পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া পাতে ভাত খেতে হয়। আর তিন বিয়ে যার, তার ভাত তো জোটেই না, কপালে হাত দিয়ে শুধু 'হায়! হায়!' কর্তে হয়।

২৬৩. আগে খায়, আগে ধায়,
তা লাগত ক্য ন পায়।
যে আগে খেয়ে দেয়ে অগ্রসর হয়, কেউই আর তাকে নাগালে পায় না।

২৬৪. এহ্জে মোজে বাজেলাক্ কোল্
নল খাগাড়া আবাল্ ওহ্-ল্।
হাতীতে আর মোষে ঝগড়া হলো, আর এদিকে নলখাগড়ার বন ধ্বংস হলো। বাংলা প্রবাদ,—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

২৬৫. উল্লা লাগরী পুগর্ ব,
নগান্ মাধাৎ দি জুমোরান্ ব।
উল্টো লাকড়ি, পূবের বাতাস ; নৌকো খানা মাথায় দিয়ে টোকাটা বাইতে থাক। এর অর্থ,—উল্টো কাজ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৬৬. ঝাদি কামত্ বাগত্ আহ গে,
ঘু ফেলাদে তিন পোর্ লাগে।
জুমের কাজে কাজ পাগ্‌লা লোক পাছে কাজের ক্ষতি হয় এই ভয়ে যেখানে কাজ চলছে তার ধারেই পায়খানা করে। একটু পরে যখন আবার ঐ জায়গায় কাজ করতে হয় তখন ঐ ময়লা পরিষ্কার করতেই তার তিন প্রহর বেলা হয়ে যায়।

২৬৭. ধ লই মাবিলেয্য ছঙ,
আরি লই মাবিলেয্য ছঙ্।
কুনকে দিয়ে মাপলেও সমান, আড়ি দিয়ে মাপলেও সমান। অর্থাৎ নিক্তি দিয়ে মাপ্‌লে যা, বাট্‌খারা দিয়ে মাপলেও সেই সমান ওজন।

২৬৮. পণ্ডিতে বুঝে 'আ'-কারে 'ই'-কারে,
মূর্খে বুঝে ভুগে চাবরে।
'আ'কার 'ই'কার থেকে পণ্ডিত লোক এক মুহূর্তে সব বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু মূর্খ লোককে বোঝাতে হলে চড়চাপড়টা দিতে হয়। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।

২৬৯. যে ফুল নিন্দা,
সে ফুল পিন্দা।
যেই জাতের ফুলকে নিন্দা করা হয়, অনেক সময় সেই ফুলকেই গলায় পরতে হয়। ভাবার্থ—কুৎসিত, কুরূপ বলে যে মেয়েকে নিন্দে করা হয়, ভাগ্যক্রমে সেই মেয়েকেই হয়ত বিয়ে করতে হয়। কিংবা যে কাজ হয়ত পছন্দ নয়, সে কাজেই কাউকে জীবন কাটিয়ে দিতে হলো।

২৭০. সেদাম নেই যার,
তিন মোক্ তার।
যার কোন মুরোদ নেই সে করে তিন বিয়ে! বাংলা প্রবাদ, বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৭১. উলৎ নেই তেনা,
মিদাগুলি ভাত খানা।
কোষ ঢাক্‌বার যার তেনা জোটে না, সে চায় ভাত খেতে শুধু মিষ্টি দিয়ে অর্থাৎ দুরাকাঙ্ক্ষা।

২৭২. সেদাম্ নেই ভেদাম্
মোনঅ উবুরে তিন আদাম্।
এতটুকু যার হিম্মৎ নেই সে চায় কিনা মোন্ অর্থাৎ পাহাড়ের উপরে তিনটে গ্রাম বসাতে।

২৭৩. সেদাম্ নেই ভেদাম্ এহ্‌ত্তুমঅ আহ্,,
গাঙ্‌কুলে নি নি ভিজেই ভিজেই খা।
যতখানি মুরোদ নেই তার তত বড় হাঁ অর্থাৎ চাওয়া। কাজেই পাবার বেলায় শুধু ফাঁকি। এখন গাঙের কুলে নিয়ে তাই ধুয়ে ধুয়ে খাও। এটি একটি উপকথার সারমর্ম : শেয়াল গেছে কচ্ছপকে খেতে। এদিক ওদিক কামড়ে দেখে কিন্তু দাঁত বসে না। তখন কচ্ছপ বল্‌ল, 'জলেতে নিয়ে ভিজিয়ে খাও।' তারপর জলেতে নিয়ে যেতে, এক ঝট্‌কায় কচ্ছপটা একদম হাওয়া!

২৭৪. নুন্ ন দিলে ঘিয়্য মাদি,
বিদেজত্ গেলে রাজা ঝিয়্য বেদি।
লবণ না দিলে ঘিও মাটি ; আর বিদেশে গেলে রাজার মেয়েকেও লোকে বেটি বলে। কারণ, সেখানে কেই-ই বা তাকে চেনে?

২৭৫. ভাঙা নগান্ ঘাট্‌জরা,
ফুল্যাপেদা মোক্‌জরা।
ভাঙা নৌকো শুধু ঘাটখানা জুড়েই থাকে, কোন কাজে আসে না। আর পিলে সর্বস্ব রোগী তার স্ত্রীকে জুড়েই বসে থাকে ; কোন সংসারধর্ম পালন করতে পারে না।

২৭৬. অহক্ কধা কলে আম্মক্ বেজার,
গরম ভাত দিলে বিলেই বেজার।
হক্ কথা বলে দিলে আহাম্মক রেগে যায়। তেমনি বেড়াল রেগে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায়, গরম ভাত খেতে দিলে। কারণ বেড়াল কখনো গরম কিছু খেতে পারে না।

২৭৭. নাঙে তাঙে বৈদ্য ভেই,
পেদত্ মুরত্ কিচ্ছু নেই।
নাম করা বৈদ্যের ভাই হলেও তার কাছে চিকিৎসা বিদ্যের কিছু আশা করা ভুল।

২৭৮. যাত্তুন্ আঘে ধান,
তা কধানি তান্।
যাত্তুন আঘে তেঙা,
তা কধানি বেঙা।
যার আছে ধান, তার কথা টান।
আছে যার টাকা, তার কথা বাঁকা বাঁকা॥

২৭৯. পেজায় কুল্‌কুলায়,
খুরল্যা সোনাত্তুক্ পায়।
পেঁচায় উলু দেয়, কিন্তু সোনার টোপরটা যায় কাঠ্‌ঠোক্‌রার মাথায়। এটিও একটি উপকথার সারমর্ম। বাংলা প্রবাদ, কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কৈ ; যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ।

২৮০. বেন্যা দেবাকালা, বেল্যা ব,
সে বজর্ খরানঅ ভ।
চোত্-বোশেখ মাসে যদি প্রায়-সকাল বেলায় মেঘ করে আসে, কিন্তু বৃষ্টি হয় না, আর বিকেলের দিকে বাতাস উঠে, তবে বুঝ্‌তে হবে সে বছর মোটেই সুবৃষ্টি হবে না।

২৮১. পুগঅ রান্‌জুনি পজিমে যায়,
আহ্‌ল্যা নাগল্ জলে ভাজায়।
রামধনু সচরাচর পুব আকাশেই দেখা যায়। কিন্তু কোনদিন যদি পশ্চিম আকাশে রামধনু দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে খুব সহসা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রচুর বৃষ্টি হবে। এমন কি জলের তোড়ে জমিতে ফেলে আসা লাঙ্গল জোয়াল ভেসে যেতে পারে।

২৮২. যা নাঙে নেই,
মেজ্‌বান্যা খরত্‌ গেলেয়্য নেই।
যার কপালে খাদ্য জুটবার নয়, সে যে বাড়ীতে ভুরিভোজ চল্‌ছে সেখানে গেলেও খেতে পায় না।

২৮৩. লাভে লুয়্য বয়,
অলাভে তুলায়্য ন বয়্।
আর্থিক লাভের আশা থাক্‌লে লোহা বহন করা যায়; কিন্তু বিনা লাভে কেউ তুলাও বয় না।

২৮৪. যে দিনত্‌ যে কাল্‌,
অহ্‌রিঙে চুমি গেল্‌ বাঘঅ গাল্‌।
যেই দিনে যেই হাল। এমন দিনও আসে যখন হরিণও বাঘের গালে চুমু খেয়ে যায় অর্থাৎ ফাঁদে আট্‌কা পড়্‌লে। বাংলা প্রবাদ, হাতী যখন খেদায় পড়ে, চাম্‌চিকেও লাথি মারে।

২৮৫. দেখা দেখি কর্ম,
শুনা শুনি ধর্ম।
লোকে দেখে দেখে কাজ শিখে নেয়, আর ধর্মকথা শুনতে শুন্‌তে ধার্মিক হয়ে পড়ে।

২৮৬. অদৎ নাজনী বুরী,
আরঅ পজ্যে ধুলঅ বারি।
এমনি নাচুনে বুড়ি, আরো পড়েছে ঢাকে কাঠি।

২৮৭. ধল্‌ ধল্‌ গরুয়্যে ন পায় ঘাস,
ফেদেরা গরুয়্যে সোনার ঘাস।
সুন্দর সাদা সাদা গরুগুলো ঘাস খেতে পায় না, আর এদিকে বিশ্রী হাড্ডিসার গরুটার খেতে সাধ হয়েছে কিনা সোনার ঘাস! অর্থাৎ দুরাকাঙ্ক্ষা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৮৮. ভাচ্যা লঙি ন ধয্য,
ছায্যা বউ ন আন্য।
নদীতে ভেসে আসা লগি নিও না, কারণ ওটা ফাটা কিংবা মড়া পোড়ানো বাঁশও হতে পারে। অপরে তালাক দেওয়া বউও ঘরে এনো না, কারণ সত্যি সত্যি তার কোন দোষ থাকতে পারে।

২৮৯. লোগঅ মুঅত্ জয়,
লোগঅ মুঅত্ ক্ষয়।
লোকের মুখে জয় আর লোকের মুখে ক্ষয়। অর্থাৎ লোকে ভালো বল্‌লে ভালো আর খারাপ বল্‌লে ত কথাই নেই। 'দশচক্রে ভগবান ভুত' বলে একটা কথা আছে।

২৯০. যা মনে যে কয়,
ডুধ বেজি দই লয়।
যার মনে যা কয়, দুধ বেচে দই নেয়। যার যা পছন্দ।

২৯১. ভালারে চাদি গজ্জঙঅ তেল্,
বাবঅ দিন্যা থামুয়া গেল্।
ভালোই ছিল মাটির চাটি আর গর্জন গাছের তেল। উজ্জল বাতি জ্বাল্‌তে গিয়ে এখন এমন অবস্থা যে বাপের দেওয়া থালা বিক্রি করতে হয়েছে। বাংলা প্রবাদ, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ইংরেজী প্রবাদ, "Cut your coat according to your cloth."

২৯২. যার কামে যারে সাজে,
আর কামে লাধি মারে।
যার কাজ তারে সাজে, আর কাজে লাঠি বাজে।

২৯৩. যাত্তুন্ আঘে দম্,
ক্যাত্তুন্ নয় কম্।
যতক্ষণ শরীরে দম্ অর্থাৎ প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কারও চাইতে কোন অংশে কম নয়। এর ভাবার্থ হলো, ছোট বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৯৪. ছরা উজাদে দজর্ পায়,
মেয়্যা জরাদে বজর্ যায়।
ছড়ার উজান ধরে গেলে দেখা যায়, কত ছোট ছোট ছড়ার সাথে তার সঙ্গম হয়েছে। তেমনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মায়াবন্ধন জন্মাতে হলেও বছর খানেকের দরকার অর্থাৎ সাদা কথায় ছেলেপিলে হওয়া দরকার।

২৯৫. সাপ অহ্ই খুত্তঅ,
অঝা অহ্ই ঝাত্তঅ।
সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে।

২৯৬. আগে গেলে বাঘে খায়,
পিছে গেলে সোনা পায়।
অর্থাৎ অগ্রগামীদের উপর দিয়েই প্রথম চোট্টা যায়। পরে যারা যায়, তারা স্বল্প আয়াসে মজা লুটতে পারে।

২৯৭. মাজ্জু, কাজ্জু,
বজর মাদাৎ এক্কুঅ জু।
মাছের মোচ্ছব লাগে বছরের মাথায় একবারই। অর্থাৎ সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

২৯৮. আহ্ত্তে আহ্ত্তে নলা,
গা দে গা দে গলা।
হাঁটতে হাঁট্তে পায়ের হাড় শক্ত হয়, আর গাইতে গাইতে গানের গলা তৈরী হয়।

২৯৯. পরঅ কধাৎ কান্ন ছ্য,
অল্প খেয়্য, সজাগে থাক্য।
এটি বুড়োবুড়ীদের একটি নীতিশিক্ষামূলক উপদেশ। পরের কথায় কান দিয়ো না। অল্প খাও; আর সজাগে থাক।

৩০০. খেই দেই বাজিলে তারে কয় ধন,
মরি ধরি বাজিলে তারে কয় জন।
খেয়ে দেয়ে বাঁচলে তারে বলে ধন; মরে-হেজে বাঁচ্লে তারে কয় জন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩০১. জাদে জাত্ তগায়,,
কাঙারায় গাত, তগায়, ।
যে যার নিজের জাতি খুঁজে নেয়। কাঁকড়াও গর্তই খোঁজে ; কারণ সেখানেই রয়েছে তার নিজের জল। ইংরেজী প্রবাদ, 'Birds of the same feather flock together."

৩০২. ছিনাল্যা ছিনাল্ গরে, মা বোন চায়,
চুরে চুর্ গরে পাড়া গ্রাম বাজায়।
যে লোক ছেনালী করে, সেও মা বোন তফাতে রাখে। আর চোর চুরি কর্‌লেও স্বগ্রামে করে না, বরং অন্য চোরের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করে।

৩০৩. পরা কবাল্যা যিন,দি যায়,
মরা শামুক্‌খ উধি যায়।
পোড়া কপালে লোক যেদিকে যায়, মরা শামুকটাও প্রাণ পেয়ে উঠে পালিয়ে যায়। বাংলা প্রবাদ, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

৩০৪. যার অহ্‌য়্, ন বজরে অহ্‌য়্,
যার নয়, নব্বই বজরে নয়।
আক্কেল বুদ্ধি যার হয় নয় বছর বয়সেই হয়। যার হয় না, তার নব্বই বছরেও হয় না।

৩০৫. সমত্ জরায়,
অসম্‌ত খায়,।
বিত্ত সম্পত্তি লোকে সুসময়েই অর্জন করে, আর অসময়ে অর্থাৎ দুঃসময় হলে সেই সম্পত্তি খেয়ে আত্মরক্ষা করে।

৩০৬. আহ্‌জ, ত্যন,দই বাজ ত্যন্,
গুই এহরালই বিগুন্ ত্যন্।
হাঁসের মাংস দিয়ে বাঁশ কড়ুল আর গোসাপের মাংস দিয়ে বেগুনের তরকারী খুব জমে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩০৭. বান্যা কড়ি ছালা ভরা,
ভাগ গল্যে কড়া কড়া
বস্তা ভরা ধন সম্পত্তি ভাগ করে দিলে কড়ির মতই নগন্য হয়ে পড়ে।

৩০৮. লরি চরি বার,
ঘরত্ বই তের।
এদিক ওদিক ঘুরে বার টাকা রোজগার হলে, ঘরে বসেই তের টাকা রোজগার হয়।

৩০৯. ইগিমঅ কলা,
বাগলঅ ভালা।
আদর করে দেওয়া কলার খোসাও খেতে ভালো। অর্থাৎ শ্রদ্ধা আর ভালবাসার দান নগন্য হলেও সব সময় সাদরে গ্রহণীয়।

৩১০. দুরঅ কুতুম্ ফুল বাস্,
কায়্ কুজম্ চিনদা বাস্।
দূরের কুটুম ফুলের বাস অর্থাৎ কুটুম্ব যতক্ষণ দূরে থাকেন ততক্ষণ আত্মীয়তা সম্পর্ক খুবই প্রীতিপূর্ণ থাকে। আর কাছের কুটুমের চিম্‌সে গন্ধ; কারণ নিত্য একস্থানে বসবাস করাতে স্বভাবতঃই মনোমালিন্য আর ঝগড়াঝাটি হয়ে থাকে।

৩১১. যে কুগিয়্যে কাবিবঅ,
ছালাম গল্যেয়্য কাবিবঅ,
কলা দেগেলেয়্য কাবিবঅ।
যেই কুকী মানুষ কাটে, তাকে সালাম করলেও কাটে আর কলা দেখালেও কাটে। বাংলা প্রবাদ, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।'

৩১২. ভাদঅ মধ্যে গিরিং,
সাজঅ মধ্যে চিরিং।
ভাতের মধ্যে গিরিঙ ধানের চাল, আর মাছের মধ্যে চিঙড়ি মাছ খেতে খুব ভালো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩১৩. জার্‌কাল্যা বেল্‌
আহ্‌লেলে গেল্‌।
শীতকালে দুপুর পেরোলেই বেলা চলে যায়।

৩১৪. পাদা এলে রাজারে দর্‌ নেই,
আহ্‌ঘা এলে বাঘরে দর্‌ নেই।
বায় ছুটলে রাজার ভয় মানে না। পায়খানা চাপ্‌লে বাঘের ভয় থাকে না। ইংরেজী প্রবাদ, Necessity knows no law.

৩১৫. উবুরে উবুরে বোয়্যার্‌ বায়্‌,
কলগঅ মাদিয়্যে থান্‌ ন পায়।
পাহাড়ের উপরে যখন বাতাস বহে, তখন নীচের উপত্যকার মাটি তা' টের পায় না। ভাবার্থ, দুঃখ কষ্টের ঝড় ঝাপ্‌টা বড়দের মাথার উপর দিয়েই যায়; ছোটরা তা টের পায় না।

৩১৬. বাঘ বুড়া আদামঅ কুরে,
মানুজ বুড়া আগুনঅ কুরে।
বাঘ বুড়ো হলে গাঁয়ের কাছেই ঘাঁটি গাড়ে, কারণ তখন আর তার জঙ্গলের শিকার ধরে খাবার ক্ষমতা থাকে না। তখন গাঁয়ের নিরীহ ছাগল, ভেড়া এসবের উপরই তার লোভ যায়। আর মানুষ বুড়ো হলে শীত বেশী লাগে, তাই প্রায়ই সে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে থাকে।

৩১৭. যা মরণ যিয়্যৎ,
ন পানেই যায় সিয়্যৎ।
যার যেখানে মৃত্যু লিখন, নৌকো ভাড়া করে হলেও সে ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হবেই। বিধির বিধান।

৩১৮. মানুজ্‌ নষ্ট উ-লে,
ত্যন্‌ নষ্ট ঝুলে।
কোষ বড় হলে মানুষ অকেজো হয়; আর তরকারী বরবাদ হয় ঝোলের পরিমাণ বেশী হলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩১৯. মোগঅ ভাগ্যে ধন,
পুরুষঅ ভাগ্যে জন।
স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন।

৩২০. কবাল্যার ধনেদি যায়,
আকবাল্যার জনেদি যায়।
যার কপাল ভালো, বিপদে আপদে ধন সম্পদের উপর দিয়েই তার ফাঁড়া কেটে যায় অর্থাৎ শুধু ধনহানি ঘটে। কিন্তু যার কপাল মন্দ, তার পরিবারের প্রাণহানি ঘটে।

৩২১. আঘে কাবজ্যার্ আঘে জার্,
নেই কাবজ্যার্ নেই জার্।
যার কাপড় আছে, তার শীতও বেশী লাগে। যার কাপড় নেই অর্থাৎ কেনার সামর্থ্য নেই, তার শীত কম লাগে। অর্থাৎ তার প্রতিরোধ শক্তি জন্মে।

৩২২. যম জামেই ভাগিনা,
এ তিন নয় আপনা।
যম, জামাই আর ভাগিনা এ তিনজনকে আপন বলা যায় না, কারণ সুযোগ পেলেই এরা নিজের কাজ হাঁসিল করে।

৩২৩. নিধনীয়ে ধন পায়, চিবি চিবি চায়,
নেই কাবজ্যা কাবর্ পায়, উরি পিনি চায়।
নির্ধনী ধন পেলে বারে বারে টিপে টিপে দেখে আছে কি নেই। আর যার কাপড় নেই সে কাপড় পেলে বারে বারে গায়ে দিয়ে দেখে, কেমন মানিয়েছে।

৩২৪. নখাং নখাং ভুদেইমা,
এক পিলা ভাদে কুলায়না।
এমন লোক, পাতে বসে 'খেতে পারি না, খেতে পারি না' করতে করতে হাঁড়ির ভাত শেষ করে দেয়।

৩২৫. খেইন্যায় যে আহ্‌গে মুদে,
তা ঘরত্ ন যায় বৈদ্যর্ পুদে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে নিয়মিত খায় আর নিয়মিত পায়খানা প্রস্রাব করে, তার ঘরে কোন বৈদ্যের ছেলে যায় না অর্থাৎ যাবার দরকার হয় না। কারণ তার স্বাস্থ্য সব সময় ভালো থাকে।

৩২৬, মইলা ভাগিনা যিয়্যৎ,
আবদ্‌বলী নেই সিয়্যৎ।

মামা আর ভাগনে এক সঙ্গে যেখানেই যাক্ কিংবা যে কাজই করুক না কেন আপদবালাই অর্থাৎ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হবে না।

৩২৭. জেদা ভারেই পারে,
মরা ভারেই ন পারে।

জ্যান্ত লোককে ঠকানো যায়, কিন্তু মৃতকে ঠকানো যায় না। কারণ সেখানে যা দরকার ঠিক ঠিক সামাজিক বিধি মতে তার সৎকার করতে হবেই।

৩২৮. আহ্‌জিয়ে রাজিয়ে গুরাবুয়া,
নীতিরে পুতিয়ে বুরাবুয়া।

ছেলেপিলেরা হবে হাসিখুশী আর বুড়োরা হবে নীতিপরায়ণ। এটাই স্বাভাবিক।

৩২৯. আমনে ন পায় জাগা,
কুত্তা পুঝে বাগা।

নিজে থাকার জায়গা পায় না, সে আবার কুকুর পুষ্‌তে নিয়ে আসে। বাংলা প্রবাদ, 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।'

৩৩০. যাত্তুন্ আঘে আধুৎ বল্
তে খেবঅ গাঙ্গির্ জল।

যার হাঁটুতে বল আছে সেই গাঙের জলে এনে খেতে পারে। প্রবাদ আছে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

৩৩১ উনা ভাদে দুনা বল,
অতি ভাদে রসাত্তল্।

উনো ভাতে দ্বিগুণ বল হয়, আর অতি ভোজনে রসাতলে যেতে হয় অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৩২. খেলে জুরায়,
ন পেলে জুরায়।
শুধু পেলেই হয়না, খেলেই তবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

৩৩৩. জিয়্যৎ রেত,
সিয়্যৎ কেত।
যেখানে রাত্রিনামে, সেখানে শুইতে থামে অর্থাৎ চালচুলোহীন ভবঘুরে!

৩৩৪. মরেদে গিরি ন এরে আজ,
ধায়দে চাঝা ন এরে চাজ।
মুমূর্ষু লোকও প্রাণের আশা ছাড়ে না, আর যে চাষাকে সহসা স্থান ত্যাগ করতে হবে, সেও তার চাষ আবাদ ছাড়েনা। বাংলা প্রবাদ, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

৩৩৫. উদ্যামাধা ফুত্যা গেই,
তারে দেলে যাত্রা নেই।
বেরোবার মুখে কারো ন্যাড়া মাথা কিংবা শোয়া অবস্থায় গাই গরু দেখলে তবে যাত্রানাস্তি।

৩৩৬ জামেই এক হারাম্
বিলেই এক হারাম্।
এখানে 'হারাম' বোধ হয় 'হারামজাদা' অর্থে বলা হয়েছে। জামাই আর বিড়াল সুযোগ পেলেই স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়।

৩৩৭. মাল্ মাজঅ চোক্ খাং,
ভাদে কাবরে ঈয়াদ্ পাং।
রোজ রোজ মৃগেল্ মাছের মুড়ো খেতে পারলে, ভাত কাপড়ের অভাব না থাকলে, দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।

৩৩৮. ছাগলঅ কান, ভেরারে,
ভেরা কান্ ছাগলরে।
ছাগলের কান ভেড়াকে আর ভেড়ার কান ছাগলকে অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জোড়াতালি দিয়ে অভাব অনটনের মধ্যে কোন রকমে বেঁচে থাকা।

৩৩৯. থেঙঅৎ তানিলে মাধাৎ নেই।
মাধাৎ তানিলে থেঙঅৎ নেই।
কাঁথাখানা এমন খাটো, পায়ে মুড়ি দিতে গেলে মাথা মুড়ি দেওয়া যায় না, আর মাথা মুড়ি দিলে পায়ে মুড়ি দেওয়া হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়।'

৩৪০. খেই পেলে ফগিরা ভালা,
খেই ন পেলে ফগিরা শালা!
খাবার জুটলে শিষ্য বলে, 'আমার ফকির খুব ভালো।' আর যখন কিছুই জোটে না তখন বলে, 'দুর শালা ফকির কিছু জানে না।' তুনিয়াতেও যতক্ষণ অপরকে দিতে পারা যায় ততক্ষণ সুনাম। অন্যথায় বদনামের ভাগী হতে হয়।

৩৪১. যিন্‌দি ঝর
সিন্‌দি জুমোর।
যেদিক থেকে বৃষ্টির ছাট্ আসে সেই দিকেই ছাতা ধর্‌তে হয়। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩৪২. উজলে ন মরে
বুগিয়ে মরে।
বোঝা বইতে গেলে অল্প অল্প করে বেশী বারে নিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু শক্তির অনুপাতে অধিক ওজনের বোঝা অল্প কয়েকবার নিলেও স্বাস্থ্যহানি, এমন কি মৃত্যুও ঘটে।

৩৪৩. কানেদে পুআয় তুধ পায়,
না, ন কানেদে পুআয় তুধ পায়।
যে ছেলে কাঁদে সে তুধ খেতে পায়, যে ছেলে কাঁদে না সে খেতে পায় না অর্থাৎ চাইতে হয়। তুনিয়াতে অযাচিত ভাবে মা-ও ছেলেকে তুধ দেয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৪৪, উতুরুং ধতুরুং
মাল্যামা সুরুঙ্ ।
এত সরল যে একেবারে অন্তঃসারহীন সুড়ঙ্গের মতই ফাঁপা।

৩৪৫. কুনিয়ার পিধা,
কণিয়ার্ আধা।
কোথাকার পিঠে আর কোথাকার আঠা! বাংলা প্রবাদ, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

৩৪৬. পিরা অহ্, ইয়্যে তুগুৎ তুগুৎ,
দারু অহ্, ইয়্যে ছ মাহ্‌জঅ পথ।
পীড়া হয়েছে, 'এই মরে ত এই মরে ; ওষুধ রয়েছে ছ' মাসের পথ দূরে। অর্থাৎ বিপদ-মুক্তি সুদূরপরাহত।

৩৪৭. বলীর ঘুম,
নির্বলীর ঘাম।
বলবান লোক অধিক ঘুমোতে পারে, আর দুর্বল লোকদের অল্প পরিশ্রমেই অধিক ঘাম হয়।

৩৪৮. পায় ন পায়,
মাদল বায়্।
একটুখানি পেয়েছে কী পায়নি তাতেই খুশী আর ধরে না, মাদল বাজাতে শুরু করে। বাংলা প্রবাদঃ ডেকে আন্‌তে বললে বেঁধে আনে।

৩৪৯. দেনে জাগা পায়,
চুরে জাগা ন পায়।
ডাইন অর্থাৎ পেটুকের জায়গা হয়, কারণ সে শুধু পেটে যা ধরে খাবে। কিন্তু চোরের কোথাও জায়গা হয় না, কারণ সে আশ্রয়দাতা গেরস্তকে একেবারে পথে বসাতে পারে।

৩৫০. ভাত জার্, ভূত জার,
বিয়্যা জার্ রিয়্যালা জার্।
নৈসর্গিক শীত অনুভব ছাড়া আরো চার রকমে শীত লাগে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাত খাওয়ার পর অধিক শীত লাগে। ভূতের ভয় পেলে একেবারে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে হয়। বিয়ের জ্বরও সুবিখ্যাত, প্রচুর ঠাট্টা তামাসার খোরাক জোগায়। তাছাড়া ছেলে বিয়োনোর পরও প্রসূতির একরকমের হাড়কাঁপানো শীত লাগে।

৩৫১. লেদার্‌ মোক্‌,
সকলঅ ভোজ
দুর্বল গোবেচারা লোকের স্ত্রীরসঙ্গে সকলে দেওর-ভাজ সম্পর্ক পাতায়। এর সারার্থ হলো, প্রভু দুর্বল হলে অধীনস্থদের অযথা হয়রানি সহ্য করতে হয়।

৩৫২. অজাত্যা কুরা নাগে কানে ফোর্‌,
এক ঘরঅ কজ্যা সাত ঘরত্‌ ওহ-ল্‌!
বেজাতের মুরগীর নাকে কানে পালক গজায়। এক ঘরের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদ হলে তা সাত গুষ্ঠির ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে।

৩৫৩. আগাজঅ চান্‌ তারা,
পুনঅ কেশ ফরা।
আকাশের চাঁদ তারা আর পাছার বিষফোড়া, কিসে আর কিসে তুলনা!

৩৫৪. দিম ভিক্ষা,
তনু রক্ষা।
ভিক্ষে করলে কেবল কোনমতে শরীর রক্ষাই হয়।

৩৫৫. রান্‌দে বার চায়,
বার্‌তে বার্‌ ন চায়।
রাঁধতে সবুর করা যায়, কিন্তু বাড়তে সবুর মানে না।

৩৫৬. মুঅত্‌ চাবাল্যে লাজ নেই,
পুনত্‌ চাবাল্যে লাজ নেই।
যারা নির্লজ্জের একশেষ তাদের মুখে চড় মারলেও লজ্জা পায় না, পাছায় চড় মারলেও লজ্জা পায় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৫৭. লেজে পিধে জরা মরে,
এ আহ্‌ত উ আহ্‌ত গরে।
ল্যাজে আর পিঠে জোড়া দেওয়া যায় না অর্থাৎ আয়ের অনুপাতে ব্যয় সঙ্কুলান হয়না। কাজেই তখন এর থেকে নিয়ে ওকে, আর ওর থেকে নিয়ে একে দিয়ে চলতে হয়।

৩৫৮. গিনি ন পারে কাদাত্যায়,
ছাড়ি ন পারে ছুয়াদত্যায়্।
কাঁটার জন্যে গেলা যায় না, আবার খুব স্বাদ তাই ছাড়াও যায় না। বাংলায়, 'সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা'।

৩৫৯. বেল্যা অহ্‌লে সাদ আহ্‌ল ফেলায়,
বেন্যা অহ্‌লে এক আহ্‌লঅ নেই।
রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করে কাল সকালে জমিতে সাতখানা হাল নিয়ে যাবে; কিন্তু সকালে উঠে একটা হাল নেবারও গা নেই। অর্থাৎ শুধু পরিকল্পনাই সার।

৩৬০. যাদে আমনঅ ইচ্ছা,
এত্তে পরঅ ইচ্ছা।
ঘর থেকে বেরোতে হলে নিজের ইচ্ছায় বার হওয়া যায়, কিন্তু ফেরার সময় নির্ভর করে অপরের মর্জির উপর।

৩৬১. ধারেয্য কাবে,
ভারেয্য কাবে।
ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। কথাটা বড় লোকদের লক্ষ্য করেই বলা হয়ে থাকে।

৩৬২. সাত বাঙালে এক দেই,
বারে নিলে, পুদে নেই।
সাত কাম্‌লার একখানা দা। তা'ও বাপে কাজে নিলে ছেলেকে বসে থাকতে হয়।

৩৬৩. ভজার, লাগ, ভজি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেজার, লাগ, পেজি,
রাজায় লাগ, মহাদেবী।
ভোঁদার জুটি ভোঁদি, পেঁচার জুটি পেঁচী আর রাজার জুটি মহাদেবী অর্থাৎ মহারাণী হয়ে থাকে। বাংলায়, যেমন রাধা, তেমন কানু।

৩৬৪. যে ভর, খানা,
সে ভর, লাদানা।
যেই পরিমান খাবার খাওয়া যায়, সেই অনুপাতে নাদ্‌তে হয়। ভাবার্থ, যার পেছনে যত খরচ হয়, তার সেই অনুপাতে আয় করা উচিত।

৩৬৫. উরু মুরু যাত্রা,
যে গরে বিধাত্তা।
হুড়মুড় করে যাত্রা কর, দিনক্ষণ দেখার দরকার নেই। বিধাতা যা' করার করবেন অর্থাৎ কপালে যা' আছে, তার বাড়া আর কী হবে।

৩৬৬. চুরঅ নাঙে চুর, থায়,
বৈঙঅ নাঙে বৈঙ, থায়।
চোর থাকে চুরির মতলবে, আর দুষ্ট লোকের মতলব কুকাজ হাঁসিল করা। বাংলা প্রবাদ, শকুনীর চোখ সব সময় ভাগাড়ের দিকে।

৩৬৭. পধৎ পেলুং কামার,
দা গড়েই দে আমাড়।
পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।

৩৬৮. নাক দাঙর, ভাত্তূয়া,
চেৎ দাঙর ফাত্তূয়া।
বড় নাক যার সে বেশী খেতে পারে, আর যার লিঙ্গ বড় তার ফুলে ফুলে মধু খাওয়া স্বভাব।

৩৬৯. পাগলে কী ন কয়,
ছাগলে কী ন খায়?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাগলে কি না কয়, আর ছাগলে কি না খায়।

৩৭০. উচ্চা ঘরে একালে,
লুচ্চা ঘরে কালে কালে।
সোজা লোক শুধু একবার মরে। লুচ্চা কিন্তু উভয় কালই হারায়। একালেও পাপভাগী হয়, আর পরকালে ও নরকে যায়।

৩৭১. সোম শুক্কর্ রোয়্ ধান,
বুধে বৃষুধে ঘরত্ আন।
সোমবার আর শুক্রবার ধান রোয়া আরম্ভ করার পক্ষে শুভ দিন। আর ফসল কেটে ঘরে আনতে হলে বুধবার আর বৃহস্পতি বারই প্রশস্ত সময়। চাকমারা এই হিসেবেই ধান বোনে আর ফসল কেটে ঘরে তোলে।

৩৭২. মাদিত্ থলে পিবিরায়্ খেবাক্ পারা,
মাধাৎ থলে উগুনে খেবাক পারা।
মাটিতে রাখলে পিপড়ের খাবার ভয়, মাথায় রাখলে উকুনে খাবার ভয়। কৃপণের ধন।

৩৭৩. বাচ্ছয়্য ন ভাঙোক্,
উন্দুর্বয়্য মোরোক্।
লাউয়ের খোলাটাও না ভাঙ্গে, ইদুরটাও মরে। বাংলা প্রবাদ, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

৩৭৪. পধৎ পেলুং লাঙ্,
খুল্লেই থাপ্পেই যাঙ্,
পথে পেয়েছ লাঙ্, ঠোনা মেরে যাও।

৩৭৫. বুড়ী মোরোক্,
আর চাদা ফাদোক্।
বুড়ী মরুক আর চাটাই ফেঁটে যাক, কুছ্ পরোয়া নেই।

৩৭৬. খেদঅ চেলে ধর্ম্ম নেই,
ধর্ম্ম চেলে খেদঅ নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খেতে চাইলে ধর্ম থাকে না, ধর্ম চাইলে আর খেতে হয় না। অর্থাৎ ভোগ করতে গেলে ধর্ম লাভ হয় না, আর ধর্ম পালন করতে গেলে সম্ভোগ হয় না।

৩৭৭. যার লাগ,
তার ভাগ।
যে লোক যেমন, তার স্ত্রীও জোটে তেমন।

৩৭৮. ধেলে লাজ,
নে, খেলে লাজ ?
বেগতিক অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোতে লজ্জা,না, ছু' ঘা উত্তম মধ্যম খেয়ে যাওয়াতে লজ্জা। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।' অর্থাৎ যে পালায় সে বাঁচে।

৩৭৯. এক তুলে ক্ষেদে,
এক তুলে পুদে।
গেরস্তকে তোলে এক তার ক্ষেত, আর উপযুক্ত ছেলে।

৩৮০. আরখাত্তন, দার্‌খা,
কাবর্‌ ন উরি জার্‌ খা।
আঙরাখাটা মেরামত করতে গিয়ে অকেজো করে ফেললে ; এখন কাপড় গায়ে না দিয়ে শীত খাও। খারাপ জিনিষ মেরামতের সময় কেউ সেটা আরো খারাপ করে ফেললে এই প্রবাদটা বলা হয়ে থাকে।

৩৮১. বাপ্‌ চোদোরী পুত্‌ কাত,
সে দেজত ন মিলে ভাত।
যে বাড়ীতে বাপ নিষ্কর্মার ধাড়ি আর ছেলে বিদ্যের দিগ্‌গজ, সে বাড়ীতে ভাত মেলে না।

৩৮২. ভাত মিজাল্যা মা দে সুখ,
মানুষ মিজাল্যা চাদে সুখ।
মিশ্র চালের ভাত খেতে ভালো আর সঙ্কর জাতের মানুষ দেখতে ভালো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৮৩. লামে পেলে বেড়ে ন পায়,
বেড়ে পেলে লামে ন পায়।

ঠিক মত লম্বায় পাওয়া গেলেও গাছটা ঠিক মত বেড়ের হয় না; আর ঠিকমত বেড়ের গাছ মিল্‌লে সেটা আবার লম্বায় ঠিকমত হয় না। অর্থাৎ দুনিয়ায় ঠিকমত কিছুই পাওয়া যায় না।

৩৮৪. এহ্‌রা মাচ্‌ দাবানা সাচ্‌
রান্যা বিগুন, ঘন্যা মাচ্‌

মাছ, মাংস বিশেষ করে দাবানার মাংস আর ঘন্যা মাছের শুটকী দিয়ে পুরোনো জুম খেতের বেগুন তরকারী খেতে খুব ভালো।

৩৮৫. আহ্‌ দিলে চুদির্‌ পুত্‌
ন আহ্‌ দিলে চুদির্‌ পুত্‌।

জোরে হাঁট্‌লেও গালি খেতে হয়, আর আস্তে হাঁটলেও সেই গালি খেতে হয়। বাংলা প্রবাদ, যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা।

৩৮৬. দুর্‌ব ললে দুর্‌ব ল,
গুইব ললে দুর্‌ব ল।

কচ্ছপটা নিতে চাওত কচ্ছপটা নাও, আর গোসাপটা নিতে চাওত কচ্ছপটা নাও। ভাগাভাগিতে গোসাপটা যাতে কথার মারপ্যাঁচে নিজের ভাগে পড়ে, সেই ব্যবস্থা। ইংরেজী প্রবাদ, "Head I gain, tail you loose."

৩৮৭. কলি যুগত্‌ সত্য নেই,
বুক চিরি দেগেলেয়্য পত্য নেই।

কলিযুগে সত্য কথা কেউ বলে না। কেউ বল্‌লেও তা কেউ বিশ্বাস করে না। এমন কি বুক চিরে দেখালেও তাতে কারো প্রত্যয় হয় না।

৩৮৮. কনে জানে সীতা বীতা,
আমি মরি মাজঅ চিতা!

কে জানে কোন সীতা, আমি মরছি মাছের চিন্তায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতা অন্বেষণের সময় শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বক নাকি এই জবাব দেয়। কাজের তাড়া থাক্‌লে এই প্রবাদটা বলে অন্যের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়।

৩৮৯. ঘর বেরেলে কধা পায়,
আদাম বেরেলে খদা খায়।

ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালে কথা পাওয়া যায় অর্থাৎ যে কোন গোপন রহস্য সমাধানের সূত্র মেলে! আর টো টো করে পাড়া ঘুরে বেড়ালে খোঁটা খেতে হয়।

৩৯০. মু অ ফাঙ্
বড় ফাঙ্।

মুখের বকুনি বড় বকুনি, প্রায়ই ঠিক ঠিক কাজে লেগে যায়।

৩৯১. বই ন জানিলে লরি পায়,
খেই ন জানিলে মরি পায়

বস্‌তে না জান্‌লে সর্‌তে হয়, আর খেতে না জান্‌লে মরতে হয়।

৩৯২. খেলে দিন যায়,
ন খেলে দিন যায়।

যা' যা' খেতে সাধ সে সব খেতে পেলেও দিন চলে, খেতে না পেলেও দিন চলে। অর্থাৎ প্রাচুর্যের মধ্যেও দিন কাটে, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দিন কাটে।

৩৯২. মুঅত্ পোরোক্
পেত্ ন ভরোক্।

পেট ভরে আর না-ই ভরে, সবার যেন মুখে পড়ে,—ভাগ করে খাওয়া চাক্‌মাদের সর্ব্বোত্তম নীতি।

৩৯৪. পথ ফুরায়্ সাঙ্ দুয়ারত্,
কথা ফুরায়্ নান্তু দুয়ারত।

পথের শেষ হয় ঘরের দরজায় এসে; আর কথা অর্থাৎ সব রকমের বাকবিতণ্ডার শেষ নিষ্পত্তি হয় বিচারকের কাছে।

পথ ফুরোয় দোরগোড়ায়,
কথা ফুরোয় কাঠগড়ায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চট্টগ্রামের প্রবাদ

৩৯৭. যে সয়, তে রয়।
যে সহ্য করে, সে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে সবচেয়ে অধ্যবসায়ী জয় তারই।

৩৯৬. হাতর কাম্মান গরে যে,
পাতর ভাত্‌তুন তারে দে।
হাতের কাজটা যে করে, পা'তের ভাতগুলো তাকে দাও। সাহায্যকারী বা প্রকৃত হিতৈষীকে না খেয়েও খাওয়ানো যায়। অর্থাৎ সহানুভূতির সম্মান দেওয়া উচিত।

৩৯৭. আন কথায় কান ভার।
নিজের কানে না শোনে, লাগানো কথা যাঁরা শোনেন—তাঁরা অনেক সময় সত্য শোনেন না। এমনি কথা বিশ্বাস করে অনেক সময় সৎ বন্ধুকেও হারাতে হয় অথবা অনর্থক কান ভার করা বা মন খারাপ করা হয়।

৩৯৮. ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী
পুতে ছাড়ায় দুর্গতী।
ক্ষেত পেত্‌নী অবস্থার অবসান ঘটায়। পুত্র ছাড়ায় দুর্গতি। পেত্‌নী অবস্থা হল দারিদ্র। ভাত কাপড়ের অভাবে থাক্‌লে পেত্‌নীর মত চলতে হয়। ক্ষেতের ফসল আস্‌লে ধনও ঘরে আসে। ক্ষেতের সোনা পেত্‌নী অবস্থার অবসান ঘটায়। তেমনি পুত্র থাক্‌লে বৃদ্ধ বয়সে নিজে আর বেশী খাটতে হয় না। ক্ষেত আর পুত্র—অর্থাৎ ধনজন থাকলে তাঁর চারিদিকে উন্নতি হয়।

৩৯৯. অসতত্তুন হারি থঅন ভালা।
দুর্জন থেকে আত্মরক্ষা করাই ভাল।

৪০০. ধর্মর ঢোল বাতাসে বাজে।
ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে। অর্থাৎ যা সত্য তা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪০১. হাফোয়াত্থা মুলা ছালন বাআই হৈলে খাইও
হাসোন্দয্যা মাইঅপোওয়া যুবতী হৈলে চাইও।
আস্বাদহীন মূলা তরকারী বাসী হলে খেয়ে দেখে,
শ্রীহীনা মেয়েটিকে যুবতী হলে চেয়ে দেখে।
অথাৎ মূলার তরকারী বাসী হলে খেতে স্বাদ। আর কুৎসিত মেয়েটিকেও যুবতী বয়সে স্থন্দরী মনে হয়।

৪০২. নিজর বুদ্ধি এ ভাত, পরর বুদ্ধি এ গাঁ'ড়াত॥
নিজের বুদ্ধি দ্বারা ভাত আসে। আর দুষ্টজনের বুদ্ধিতে অনেক সময় গর্তেও পরে মরতে হয়।

৪০৩. চোরর মন গাট্টি ভুতুর।
চোরের মন গাঁটুরীর ভিতর। অর্থাৎ দুষ্ট লোকের মন অসৎ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকে।

৪০৪. নিলাজ্যার সংসার।
—লজ্জাহীনের সংসার।
সংসার করতে গেলে মান অপমান অনেক কিছু ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হয়। কিন্তু অনেকে সংসারের লোভে একেবারে নির্লজ্জ হয়ে যায়। সেজন্য উপরোক্ত ব্যঙ্গোক্তি।

৪০৫. যার মঅত যেড়ে, ন পানে যায় হেডে।
যার মৃত্যু যেখানে হবে, সেখানে সে নৌকা ভাড়া করে নিজেই যায়। অর্থাৎ দৈব ঘটনা ও মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞাত ও ক্ষমতাহীন।

৪০৬. লাভে লোহা বয়, অলাভে ফোলাও ন বয়।
লাভবান হবে বলেই লৌহ বহন করে। লাভহীন শোলাও বহন করে না কেউ।

৪০৭. আছে গরু ন চয় হাল, দুঃখ ন যায় সর্বকাল।
গরু আছে অথচ হাল চাষ করে না। তার অভাব কোন কালে যায় না। অর্থাৎ অলসতা দারিদ্র ডেকে আনে।

৪০৮. খানাত যঅন আগে, মাইরত যঅন পিছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খেতে যাবেন প্রথম ভাগে। মারপিটে যাবেন শেষ ভাগে।

৪০৯. ছেপ ছিঁডিলে গঅত পরে।

চারিদিকে বেপরোয়া থুথু ফেললে নিজের গায়েও এসে পরে।

অর্থাৎ ঘরের দোষ পরকে বললে বরং বদনাম আরো বেশী ছড়ায়।

৪১০. ভরাত্তন খালি ভাল যদি ভইর্ত যায়,

আগতন পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।

ভরা কলসী থেকে খালিও ভাল যদি ভরতে যায়,

আগের থেকে পিছেও ভাল যদি ডাকে মায়।

জল ভরতে যাচ্ছে এমন খালি কলসী দেখলে যাত্রা অশুভ হয় না। তেমনি যাত্রা কালে মায়ের ডাকে পেছনে ফিরে আসলেও সে যাত্রা অশুভ হয় না। অর্থাৎ মায়ের ডাক সমস্ত অশুভ লক্ষণের উর্দ্ধে।

৪১১. চঅরে চঅর রাইত ন পারে।

চাকরে চাকর রাখতে পারে না। অর্থাৎ চাকরের মনোবৃত্তি নিয়ে অন্য একজনকে চাকর রাখা যায় না। সুতরাং কিছুটা উদারতা ও বিবেচনা না থাকলে শাসন করা যায় না।

৪১২. 'ছাই ছঅলর সুগ গরণ'।

ছাগী ছাগলের সুখ করা।

অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে লাভবান হওয়া।

৪১৩. যেই গাইয়ে দুধ দেয়, হেই গাইয়ে লাত্যাইলেঅ ভালা।

যে গাভী দুগ্ধ দেয়, সে গাভী পদাঘাত করলেও ভাল।' অর্থাৎ উপকারী কিছুটা অত্যাচার করলেও তা সহ্য করা যায়।

৪১৪. ছেঁচ দুক ভাঙ্গ মাথা, বিলাইর ন যায় বড়াইয়া কথা।

যতই মারধর করা হোক—বিড়ালের তবু গরিমাপূর্ণ কথা থামে না। অর্থাৎ অপমানিত করেও লজ্জাহীনের স্বভাবের পরিবর্তন করা যায় না।

৪১৫. যার নুন খায় তার গুণগয়।

যার লবণ খায় তার গুণগান করা উচিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪১৬. কথা ন কইঅ ঘরত,
কথা ন কইঅ ঝাড়ত
কথা কইঅ বিলপাত্তর ত'।
কথা বলনা ঘরে,
কথা বল না ঝাড়ে,
কথা বল বিল পাথারে।
অর্থাৎ গোপন কথা ঘরে বা ঝাড় জঙ্গলে না বলে বিলপাথারে বল্‌লে বিপক্ষ শুনতে পায় নি বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৪১৭. দেইত ন পারে যারে, হাঁইট্‌তে ভেঁডায় তারে।
যাকে দেখতে নারে। তার চলন বাঁকা।

৪১৮. ধানে ধন, আর ধন গাই।
কিঞ্চিৎ ধন স্বর্ণ, আর ধন ভাই।

৪১৯. ঘর ন চিনলে, হিতে সমাজও ন চিনে।
যে ঘর চিনে না। সে সমাজও চিনে না।

৪২০. কেথা ভিজি ভর হয়, যার কেথা তে বয়।
কাঁথা ভিজে ভর হয়, কিন্তু যার কাঁথা তাকেই তা বহন করতে হয়।

৪২১. দুধ ভাত দৃাইজ্জ, তঅ সঙ্গী ভাই ন ছাইজ্জ।
দুধ ভাত ছেড়ে দিও, তবু সঙ্গী ভাইকে ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

৪২২. বুরার পিড়িতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদ।
বুরা বা খারাপ লোকের ভালবাসা বালির বাঁধের মত সহজে ভেঙ্গে যায়। ক্ষণিকের হাসিলেও সেথানে কান্না আসতে দেরী হয় না।

৪২৩. শরীরত সুখ ন থাইলে সংসার অসার।
শরীর ভাল না থাকলে সংসারটা অসার মনে হয়।

৪২৪. পোয়ার মন, বাদশার মন।
ছোট শিশুর অন্তর, বাদশার অন্তর। অর্থাৎ বাদশার মত উদার ও খেয়ালী। শিশু যখন খুশী হয় রাজার মতই খুশী হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪২৫. যত কথা লাড়ে, তত কথা বাড়ে।
যত কথা নাড়ে, তত কথা বাড়ে। অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বা দোষের কথার বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। ইহাতে বরং তর্ক, ঝগড়া ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

৪২৬. মা চাআ ঝি চাআ, বাপ চাআ পুত চাআ।
মা দেখ—মেয়ে দেখ, পিতা দেখ—পুত্র দেখ। অর্থাৎ মায়ের মতই স্বভাবতঃ মেয়ে হয় এবং পিতার চরিত্র-গুণ পুত্র পেয়ে থাকে।

৪২৭. নিজের নেক আঁধাঅ ভালা।
নিজের স্বামী অন্ধও ভাল।

৪২৮. মন ফইর। মন বুজর্গ।
অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা সাধুর মত ভবিষ্যত অনেক কিছু ঘটনা মানুষের মনে হয় বা কল্পনায় আসে।

৪২৯. অমে তলে রাঁধি জাম তলে খঅন,
তঅ একযুগ স্বামীর বাদচঅন।
আমতলে রেঁধে জামতলে খাও, তবু একযুগ স্বামীর জন্য অপেক্ষা কর।

৪৩০. যে যারে চায়, তে তারে পায়।
যে যাকে চায়, সে তাকে পায়। অর্থাৎ আন্তরিকতা থাকলে কাম্যবস্তু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

৪৩১. চৌগে কানে ছ মাসর পথ।
চোখ আর কানের মধ্যে ছয় মাসের পথ। অর্থাৎ অজানা অদেখা জিনিষ মানুষের প্রকৃত উপলব্ধি বা জ্ঞান থেকে অনেক দূরে। না দেখে না শুনে সত্য বলে কিছু গ্রহণ করা ঠিক নয়।

৪৩২. ভোজার লাই ভোজী, রাজার লাই মহাদেবী।
বিড়ালের জন্য বিড়ালী, আর রাজার জন্য রাণী।

৪৩৩. যিঁক্কার ঝড় হিঁক্কার জুঁইর।
অর্থাৎ যেদিক থেকে ঝড় আসে সেদিকেই ছাতা ধরতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৩৪. হঅস্তার তিন অবস্থা।
সস্তার তিন দশ বা অবস্থা।
সস্তায় কিনতে গেলে অনেক সময় ভাল জিনিষ কেনা যায় না।

৪৩৫. এলমত্তুন হেলম বড়।
বিদ্যা থেকে আক্কেল বা বুদ্ধি বড়।

৪৩৬. হৈলে ন বছরত হয়, নইলে নব্বই বছরতঅ ন হয়।
হ'লে নয় বছর বয়সেই হয়। না হলে নব্বই বছর বয়সেও হয় না।
অর্থাৎ বাল্যকালই শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়।

৪৩৭. এক সয় মা'য় আর এক সয় গায়।
মা সব সহ্য করেন আর অন্যদিকে নিজের শরীরই সব রোগ শোক কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়।

৪৩৮. চোরর দশ দিন, গিরস্থর একদিন।
চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন। অর্থাৎ একদিন চোর ধরা পড়লে দশদিনের চুরির শাস্তি পেয়ে থাকে!

৪৩৯. লোহালক্কর নষ্ট হইলে কামাজ্যার বাড়ীত যায়।
ঝি ঝিঅর পোয়া নষ্ট হইলে বাপর বাড়ীত যায়।
লৌহনির্মিত নিত্যব্যবহৃত জিনিষ নষ্ট হলে মেরামতের জন্য কামার বাড়ী যায়। আর মেয়ে নষ্ট হলে বাপের বাড়ী যায়।

৪৪০. জামাই কন্যার দেখা নাই। শুক্কুরবারে বিয়া।
অর্থাৎ অনিশ্চিত কাজের কর্মপন্থা প্রচার করা হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

৪৪১. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,
অধম পেশা চঅরীজীবি হাঁজন্যা তোয়ায় বাসা।
উত্তম বৃত্তি বাণিজ্য। মধ্যম বৃত্তি চাষ বা কৃষি। অধম পেশা হল চাকরী—যারা সন্ধ্যাকালে পাখির মত নিজের বাসা খোঁজে।

৪৪২. যে ন বুঝে মনে মনে, তারে বুঝাইত পারে কনে।
যে অন্তরে উপলব্ধি করে না, তাকে বোঝানো যায় না।

৪৪৩. কাউয়ায় ন বুঝে কেঁহেরার ডুখ।
কাকে কাঁকড়ার দুঃখ বোঝে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৪৪. যার দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালী।

যার অন্তরে কালি, তার কপালে ছাই।

৪৪৫. জান বাঁচান ফরজ।

প্রাণ রক্ষা করা সর্বপ্রথম কর্তব্য।

৪৪৬. বাঘের বল বার বছর।

অর্থাৎ অন্যায় অত্যাচার দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না।

৪৪৭. দোস্তল্লাই দোজকত যঅন।

দোস্ত বা বন্ধুর জন্য নরকে যাওয়া অর্থাৎ বন্ধুত্ব রক্ষার্থে অনেক সময় অন্যায় কার্যও করা হয়।

৪৪৮. মোশরী আর কাচারী, তুই মুনশী গিরি।

সন্ধ্যায় এসে মশারীতে আশ্রয় নেয় এবং সকালে কোর্টে ছুট দেয়। এ না হলে মুহুরীগিরি করা যায় না। সেজন্য বলা হচ্ছে 'মশারী আর কাছারী জীবন'।

৪৪৯. বন্দার দেওন খোয়ার পানি, আল্লার দেওন অফুরানী।

মানুষের দান হল শিশির বিন্দু, আর আল্লার দান হল্ অফুরান।

৪৫০. সিধা অঁউলে ঘি ন উডে।

সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না। অর্থাৎ সহজ সরলতায় অনেক সময় ভাল কাজও হয় না।

৪৫১. বৈদ্যালিত্তুন বুদ্ধ্যালি বাড়ে।

বৈদ্যগিরির চেয়ে বুদ্ধির মূল্য বেশী। অর্থাৎ বুদ্ধি না থাকলে শাস্ত্র জ্ঞানও অনেক সময় কাজে আসে না।

৪৫২. পইসা থাইলে রাজারঅ হাতী হাজার টেঁয়াঅ ভালা,
আর পইশা ন থাইলে কড়া কড়াও ভালা নঅ।

পয়সা থাকলে রাজার হস্তী হাজার টাকা মূল্যেও ক্রয় করা যায়। আর না থাকলে এক কড়ি মূল্য হলেও কিনে লাভ নেই, কারণ ভরণপোষণ করা যাবে না।

৪৫৩. দইয়র হাঁড়িও আছে, মকইরর বারিও আছে।

দধির হাঁড়িও আছে, মুগুরের বারিও আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীতে মিষ্টি মুখ যেমন করা হয়, তেমনি শালা-শালীদের তিক্ত কথাও শুনতে হয়।

৪৫৪. মনর নাম মহাশয়, যিঁক্যা গড়ে হিঁক্যা হয়।
মনের নাম মহাশয়, যেদিক করে সেদিক হয়।

৪৫৫. নিশ্বাসর বিশ্বাস নাই।
নিশ্বাস বা জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

৪৫৬. কাউস্মা গউর ভাতে ন মরে
কর্মঠ লোক ভাতের অভাবে মরে না।

৪৫৭. খাইত্ ন জাইন্‌লে মরে, বইত্ ন জাইনলে লরে।
খেতে না জানলে মরে, বসতে না জান্‌লে নড়ে।

৪৫৮. গুনর আদর গুনীত্তে, ফুলর আদর ভোঁঅরাত্তে।
গুণের আদর গুণীর নিকট এবং ফুলের আদর ভোমরার নিকট।

৪৫৯. চাঁদরে অ গন্নায় ধরে।
চাঁদকেও রাহু গ্রাস করে।

৪৬০. ঠেগিয়েরে শিখে যে মুরকখর পুত
দেখি ফুনি শিখে যে পণ্ডিতর সুত।
মূর্খের ছেলে ঠেকে শিখে। আর পণ্ডিতের ছেলের দেখে শুনেই শিক্ষা হয়।

৪৬১. দশর লাড়ি একর পোঁঝা।
দশের লাঠি একের বোঝা।

৪৬২. গুনার ভাগী কেঅই নঅ।
গুনাহ বা পাপের অংশীদার কেহ হতে চায় না, লাভের ভাগ সকলেই চায়।

৪৬৩. ঢোল্‌র বারি কঅরত্তলে ন থায়।
ঢাকের আওয়াজ কাপড় চাপা থাকে না।

৪৬৪. পরর ঘর ছেফরে অ ডর।
পরের ঘরে ভয় করে থুথু ফেলতে হয়! অর্থাৎ অন্যের আশ্রয়ে স্বাধীনতা থাকে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৬৫. ফোয়াদর ফোডা হাফোয়াদর গোড়া।
স্বাদের ফোঁটা, আর আস্বাদহীনের সবটুকু। আস্বাদপূর্ণ তরকারী বা মাংস অল্প খেয়ে যে তৃপ্তি হয় স্বাদহীন হলে তা অনেক বেশী খেয়েও সে তৃপ্তি হয় না।

৪৬৬. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।
বুদ্ধি দিয়ে মানুষ ও বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়।

৪৬৭. মা গুণে পোয়া ভুঁই গুণে রোয়া।
মা এর গুণে পুত্র, আর জমির গুণে ধান চারা ভাল হয়।

৪৬৮. মুখত্‌ আইলে রণ্‌ গরে, পেড়ত থাইলে গুণ গরে।
অপ্রিয় সত্যকথা মুখে আসলে অনেক সময় ঝগড়া হয়, পেটে থাকলে গুণ করে। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কটু কথা বলে কারও মনে কষ্ট না দেওয়াই ভাল।

৪৬৯. মিড়া চিজে মুখত্‌ রস, মিডা কথায় হক্কল বস।
মিষ্টি খাদ্য-দ্রব্যে মুখে রস আসে, মিষ্টি কথায় সকলে বশীভূত হয়।

৪৭০. কথার হাড্‌ডি নাই।
কথার হাড় নেই। অর্থাৎ মুখে যা খুশি বলা যায়। নিজের স্বার্থে অন্যায় যুক্তিও স্থাপন করা যায়।

৪৭১. লোকের মুখে ক্ষয়, লোকের মুখে জয়।
লোকমুখে ক্ষয় বা জয় হয়।
অর্থাৎ যশ অপযশ সুনাম দুর্নাম লোক মুখেই ছড়ায়। এবং তা'তে সামাজিক জীবনে কারও উন্নতি বা অবনতি ঘটে।

৪৭২. হাতী দি হাতী ধরে।
হস্তী দিয়ে হস্তী ধরা হয়।

৪৭৩. লইত জানে দিত ন জানে, তার মুখত্‌ থোক।
লইত অ জানে দিত অ জানে তারে কয় লোক।
নিতে জানে কিন্তু দিতে জানেনা সে হল নির্লজ্জ। যে নিতেও জানে দিতেও জানে সে প্রকৃত মানুষ।

৪৭৪. লেঁউরে অ বেশী চিবিলে তিতা নেঅলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেবুকেও বেশী টিপলে তিক্তরস বের হয়।

৪৭৫. যে যারে চিনে' তে তারে কিনে।

যে যাকে চেনে, সে তাকে কেনে। অর্থাৎ যিনি যে জিনিষের মূল্য বোঝেন তিনি তার মূল্য দিয়েই কেনেন।

৪৭৬. বিলর গরু। বদরর শিন্নি।

বিলে ছেড়ে দেওয়া গরু এবং পীরের শিন্নি—এগুলির যেন কোন মালিক নেই। বিলের গরু যেদিক ইচ্ছা চলে যায়, বদর পীরের শিন্নি যার খুশি সে খেয়ে ফেলে।

৪৭৭. এক আইল্যা হাল চইলে, তই কন ভালা খারাপ বুঝা যায়।

এক আলের পাশের জমিতে হালচাষ করলে তবেই জানা যায় কে ভাল আর কে খারাপ। অর্থাৎ স্বার্থের ব্যাপারে মানুষের আসল রূপ প্রকাশ পায়।

৪৭৮. শরমত্তুন মরণ ভালা।

লজ্জার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

৪৭৯. কেঁড়াদি কেঁড়া খোঁআন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।

৪৮০. দানার দুস্তী সোনার বাসন ভাঁই বানান যায়,
মুরুক্কর দুস্তী, মেইট্যা হানক ফাডিলে ফেলায়।

জ্ঞানীর বন্ধুত্ব স্বর্ণের বাসন, ভাঙলেও নতুন করে তৈরী করা যায়।
মূর্খের বন্ধুত্ব মাটির বাসন ভাঙ্‌লেই ফেলে দিতে হয়।

৪৮১. লালছর বন্দা গেরেপ্তার।

লোভী ব্যক্তি বন্দী হয়। অর্থাৎ বিপদে পতিত হয়।

৪৮২. রূপর সোন্দর দুইদিন, আর গুণর সোন্দর চিরদিন।

রূপের সৌন্দর্য দু'দিন, আর গুণের সৌন্দর্য চিরদিন।

৪৮৩. জন্মত্তুন ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাআইত পারে।

জন্ম থেকে ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাখ্‌তে পারে।

৪৮৪. দুঃখ্‌খর রাইত ন ফুরায়

দুঃখের রাত্রি পোহায় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশিষ্ট ঃ ক

চাকমা প্রবাদ (ত্রিপুরা)

৪৮৫. হাত্তে হাত্তে নলা,
গাতে গাতে গলা।

৪৮৬. যে ন খায় শূওরত তেল,
তার জিঙ্গানি বৃথা গেল।

৪৮৭. গোজেন যদি কইদে,
ঘরত আনি বই দে।

৪৮৮. কাম নেই গর্‌ত,
বাল নেই সারত্‌।

৪৮৯. মুঅত্‌ দাড়ি, বুক্‌ত্‌ কেশ।
তারে কয়দে মদ্দর বেশ।

৪৯০. যে কুকুরের লেজ বেঙা,
চুমাত ভরেলেও উজু ন অয়।

৪৯১. যার ভাগ্যে তে খায়,
গোজেন কয়দে মর কি দায়।

৪৯২. একা বুদ্ধি যার, কার্য সিদ্ধিতার,
ছোওরা বুদ্ধি যার, পুন্‌ত্‌ দড়ি তার।

৪৯৩. যার বাপরে কুঁইরে খায়,
তার পুয়া ঢেউ দেইলে ডরায়।

৪৯৪. যে ফুল নিন্দে,
সে ফুল পিন্দে।

৪৯৫. ফকির লগে কালা বাঙাল,
উরিং লগে চঙরা পাগল।

৪৯৬. সাত ওঝায় পুয়া মারে।

৪৯৭. গাছ চিনে বাকলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৯৮. যে দেজত যে ভাক্কা।

৪৯৯. খোদা তালাক পড়ানা।

৫০০. জাদি বিদ্যা জাদিয়ে ন ছাড়ে,
মাছে ন ছাড়ে কেই,
সোনালই মুড়েলেও কুত্তা
তবু ন ছাড়ে ছেই।

৫০১. সুজন নষ্ট কুজন সঙ্গে।
পুত্র নষ্ট পরদার সঙ্গে॥

৫০২. কাজেদে পুআয় দুধ পায়।
ন কাজেদে পুআয় দুধ ন পায়॥

৫০৩. পায় ন পায়
মাদল বায়।

৫০৪. জামেই এগ্‌ হারাম
নিলেই এগ্‌ হারাম।

৫০৫. জেদা ভারেই পারে,
মরা ভারেই ন পারে।

৫০৬. আমনে ন পায় জাগা,
কুত্তা পুঝে বাগা।

চট্টগ্রামের প্রবাদ

৫০৭. যে সয়, তে রয়।

৫০৮. হাতর কাম্মান গরে যে
পাতর ভাত্‌তুন তারে দে।

৫০৯. আম কথায় কান ভার।

৫১০. ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী
পুতে ছাড়ায় দুর্গতী।

৫১১. অসতত্তুন হারি থ-অন ভালা।

৫১২. ধর্মর ঢোল বাতাসে বাজে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫১৩. হাফোয়াত্যা মুলা ছাথন বা আই হৈলে খাইও,
হাসোন্দয্যা মাইঅপোয়াওয়া যুবতী হৈলে চাইও।

৫১৪. নিজর বুদ্ধিএ ভাত, পরর বুদ্ধিএ গাঁ ভাত।

৫১৫. চোরর মন গাট্টি ভুতুর।

৫১৬. নিলাজ্যার সংসার।

৫১৭. যার মঅত বেড়ে, ন পাসে যায় হেড়ে।

৫১৮. লাভে লোহা বয়, আলাভে ফোলাও ন বয়।

৫১৯. আছে গরু ন চয় হাল, দুঃখ ন যায় সর্বকাল।

৫২০. খানাত যঅন আগে, মাইরত য অন পিছে।

৫২১. লেপ ছিঁড়িলে গঅত পরে।

৫২২. ভরাত্তুন খালি ভাল যদি ভইর্‌ত যায়
আগত্তন পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।

৫২৩. চঅরে চঅর রাইত ন পারে।

৫২৪. ছাই ছঅলর স্নুগ গরণ।

৫২৫. যেই গাইয়ে দুধ দেয়, হেই গাইয়ে লাত্যাইলে অ ভালা।

৫২৬. ছেঁচ দুক ভাঙ্গ মাথা, বিলাইর ন যায় বড়াইয়া কথা।

৫২৭. যার নুন খায় তার গুণ গঅন উচিত।

৫২৮. কথা ন কই অ-ঘরত,
কথা ন কই অ-ঝাড়ত
কথা কই অ-বিনপাত্তরত।

৫২৯. দেইত ন পারে যারে, হাঁইটতে ভেঁডায় তারে।

৫৩০. ধানে ধন, আর ধন গাই।

৫৩১. ঘর ন চিনলে, হিতে সমাজও ন চিনে।

৫৩২. কোথা ভিজি ভর হয়, যার কেথাতে হয়।

৫৩৩. দুধ ভাত ছাইজ, তঅ সঞ্জী ভাই ন ছাইজ।

৫৩৪. বুরার পিড়িতে বালির বাঁধ
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৩৫. শরীরত সুখ ন থাইলে সংসার অসার

৫৩৬. পোয়ার মন, বাদশার মন।

৫৩৭. যত কথা লাড়ে, ত্তত কথা বাড়ে।

৫৩৮. মা চাআ ঝি চাআ, বাপ চাআ পুত চাআ।

৫৩৯. নিজের নেক আঁধাঅ ভালা।

৫৪০. মন কাইর। মন বুজর্গ।

৫৪১. আমতলে রাঁধি জামতলে খঅন,
তঅ একযুগ স্বামীর বাদ চঅন।

৫৪২. যে যারে চায়, তে তারে পায়।

৫৪৩. চৌগে কানে ছ মাসর পথ।

৫৪৪. ভোজার লাই ভোজী, রাজার লাই মহাদেবী।

৫৪৫. যিঁক্কার ঝড় হিক্কার জুঁইর।

৫৪৬. হঅস্তার তিন অবস্থা।

৫৪৭. এলমত্তুন হেলম বড়।

৫৪৮. হৈলে ন বছরত হয়, নইলে নব্বই বছরতঅ ন হয়।

৫৪৯. এক সয় মা'য় আর এক সয় গায়।

৫৫০. চোরর দশ দিন, গিরস্থর একদিন।

৫৫১. লোহালক্কর নষ্ট হইলে কামাজ্যার বাড়ীত যায়।

৫৫২. জামাই কন্যার দেখা নাই।

৫৫৩. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,
অধম পেশা চঅরীজীবি, হাঁজন্যা তোয়ায় বাসা।

৫৫৪. যে ন বুঝে মনে মনে, তারে বুঝাইত পারে কনে।

৫৫৫. কাউয়ায় ন বুঝে কেঁহেরার তুখ।

৫৫৬. যার দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালি।

৫৫৭. জান বাঁচান ফরজ।

৫৫৮. বাঘের বল বার বছর।

৫৫৯. দোস্তল্লাই দোজকত যঅন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৬০. মোশরী আর কাচারী, তই মুনশী গিরি।

৫৬১. বন্দার দেওন খোয়ার পানি, আল্লার দেওন অফুরানী।

৫৬২. সিধা অঁউলে ঘি ন উডে।

৫৬৩. বৈদ্যালিত্তুন বুদ্ধ্যালি বাড়ে।

৫৬৪. পইসা থাইলে রাজারঅ হাতী হাজার টেঁয়াঅ ভালা
আর পইসা ন থাইলে কড়া কড়াও ভালা নঅ।

৫৬৫. দইয়র হাঁড়িও আছে, মকইরর বারিও আছে।

৫৬৬. মনর নাম মহাশয়, যক্যা গড়ে হিঁক্যা হয়।

৫৬৭. নিশ্বাসর বিশ্বাস নাই।

৫৬৮. কাউন্ম্যা গউর ভাতে ন মরে।

৫৬৯. খাইত ন জাইন্‌লে মরে, বইত ন জাইনলে লরে।

৫৭০. গুনর আদর গুনীত্তে, ফুলর আদর ভোঁঅরাত্তে।

৫৭১. চাঁদরে অ গন্নায় ধরে।

৫৭২. ঠেগিয়েরে শিখে যে মুরকখর পুত
দেখি ফুনি শিখে যে পণ্ডিতর সুত।

৫৭৩. দশর লাডি একর পোঁঝা।

৫৭৪. গুনার ভাগী কে অই নঅ।

৫৭৫. ঢোলর বারি কঅরত্তলে ন থায়।

৫৭৬. পরর ঘর ছেফরেঅ ডর।

৫৭৭. ফোয়াদর ফোডা হাফোয়াদর গোডা।

৫৭৮. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।

৫৭৯. মা গুণে পোয়া, ভুঁই গুণে রোয়া।

৫৮০. মুখত্‌ আইলে রণ গরে, পেড্‌ত থাইলে গুণ গরে।

৫৮১. মিডা চিজে মুখত রস, মিডা কথায় হক্কল বশ।

৫৮২. কথার হাড্‌ডি নাই।

৫৮৩. লোকর্‌ মুখে ক্ষয়, লোকর মুখে জয়।

৫৮৪. হাতী দি হাতী ধরে।

৫৮৫. লইত জানে, দিত ন জানে, তার মুখত্‌ থোক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৮৬, লেঁউরে বেশী চিবিলে তিতা নেঅলে।

৫৮৭. যে যারে চিনে তে তারে কিনে।

৫৮৮. বিলর গরু, বদরর শিন্নি।

৫৮৯. এক আইল্যা হাল চইলে, তই কন ভালা খারাপ বুঝা যায়।

৫৯০. শরমত্তু ন মরণ ভালা।

৫৯১. কেঁড়াদি কেঁড়া খোঁআন।

৫৯২. দানার দুস্তী সোনরে বাসন ভাঁই বানান যায়,
মুরুক্কর দুস্তী, মেইট্যা হানক ফাডিলে ফেলায়।

৫৯৩. লালছর বন্দা গেরেপ্তার।

৫৯৪. রূপর সোন্দর দুইদিন, আর গুনর সোন্দর চিরদিন।

৫৯৫. জন্মত্তুন ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাআইত পারে।

৫৯৬. দুঃখঅর রাইত ন ফুরায়।

৫৯৭. ভালা মাইনসর এক কথা।

৫৯৮. রাগ গৈল্লে ভাগ হারায়।

৫৯৯. যতক্ষণ সোয়াস ততক্ষণ আশ।

৬০০. পীছ হৈলে মিছ।

৬০১. মায়াল্লাই কায়ার ক্ষতি।

৬০২. আড়াই টেঁয়া গিরাত্তুন থক।

৬০৩. চৌখ খাডিলে দুইন্নাই আঁধার।

৬০৪. শাওনমাইস্যা ঝরে, বাআর কাউয়া লড়ে।

৬০৫. এক জিদে মরে, এক বাদে মরে।

৬০৬. জয় কালে ক্ষয় নাই, মরণঅত কালে অযুধ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশিষ্ট : খ

শব্দার্থ সূচী :

অক্ত (বি)—উপযুক্ত সময়
অগধা (বি)—বকুনি, অকথা
অজত্ (অ)—আসলে
অজর্ (অ) - আসলে
অজল (বিণ)—উচ্চ
অঝা (বি)—ধাত্রী
অঝার (বিণ)—প্রশস্ত
অদিন (বি)—দুর্দিন, অসময়
অবাং (বিণ)—সমস্ত
অবাং পাধারি (অ)—এলো-পাথারি
অমকধ (বিণ)—অতিরিক্ত
অলর (অ)—নিশ্চুপ
অলা (ধা)—চুল্লি থেকে নামানো
আউন (বি)—আগুন
আক্যাং (অ)—অভ্যস্থ
আক্কুরি (অ)—পূর্বকালে
আক্কল (বি)—আক্কেল
আক্চুয়া (ধা)—আগলানো
আগরং বাগরং (অ)—হিজিবিজি
আগাঝা (বি)—আগাছা
আগ, (আঁক)—আঁকা
আঘ (ক্রি)—আছ
আঘা (ধা)—নিরাশক্ত হওয়া
আঘি (ক্রি)—আছি
আঙ্দনা (জি)—আছাড় মারা
আচ (বি)—আঁশ
আজা গরানা (জি)—জড়িয়ে ধরা
অজু (বি)—ঠাকুরদা
আজ্জের (বি)—খালি
আথ্যা (বিণ)—অনর্থক
আদ্ল (বি)—চেহারা
আদাম (বি)—গ্রাম
আদাঙ উরান্ন (জি)—ভীষণ ভয় পাওয়া
আদেই ধন (বি)—গুপ্তধন
আধ্যা (বিণ)—অনর্থক
আধ্ধান (বিণ)—অর্ধেক
আন্দাচ (বি)—অনুমান
আন্ধার (বিণ)—আঁধার
আবাজ, (বি)—শব্দ
আবুখদা (বি)—অভুক্ত
আমাত্ (বিণ)—শব্দহীন
আম্মক (বি)—অবাক
আরাঙ (বি)—মূলধন
আলক (অ)—উপর
আলাম (বি)—চাকমা মেয়েদের কাপড়ের নক্সা বিশেষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলিছুরি বেহর (বি)—চানা এবং ইজোরের মধ্যবর্তী বেড়া
আল্যাং বি)—আদর
ইত্যকুহুম (বি)—ইষ্টকুটম
ইধা (বি)—ঢিল
ইন্‌দি (অ)—এই দিকে
ঈদি (বি)—এক প্রকার ফাঁদ
ঈল্ (বি)—তৃপ্তি
ঈয়ত (বি)—আয়ু
উগুজ্যা (বিণ)—উৎবৃত্ত
উচ (বি)—হুঁশ
উচ্‌ছরা (ধা)—উৎসর্গ করা
উজা (ধা)—অগ্রসর হওয়া
উজু (বিণ)—সোজা
উজুকচুক (বিণ)—স্তূপ
উঝোত্‌ (বি)—হোঁচট
উদ্যা (বিণ)—অনাবৃত, নগ্ন
উন্‌দি (অ)—ঐ দিকে
উভা (বিণ)—উঁচু
উভোলফাল (বিণ)—লম্ফঝম্প
উযানা (জি)—সিদ্ধ করা
উল (বি)—বেঙের ছাতা
উলোমত (বিণ)—উন্মত্ত
এঙেলাকুগুর (বি)—মর্দা কুকুর
এঝান (বিণ)—এই রকম
এদক (বিণ)—এত
এধোক্যা (বিণ)—এই রকম
এরানা (জি)—ছুলে ফেলা
এ-হো-হো (অ)—চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী আনন্দধ্বনি
ওগির (বি)—বাঁশ নির্মিত শুইবার মাচা
ওজেলেং (বি) - ঘরের পিছনের বারান্দা
ওঝা [বি]—ওঝা
ওল (বিণ)—বিভ্রান্ত
ওলমত্য (বিণ)—উন্মত্ত
ওলোদ (বি)—হলুদ
ওয়া (বি)—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাসকে 'ওয়া' বলে
কঙধা (বি)—কাঁধ
কঙা (ধা)—কাতরানো
কজমা (বিণ)—কচি
কজরা (বিণ)—নোংরা
কজলা (ধা)—কচলানো
কজ (ধা)—কোঁচানো. গোত্র
কজুপঙা (বি)—কচু ফুল
কজু-ব (বি)—কচুলতা
কজ্‌জ (বি)—ঋণ
কজ্‌জাল (বি)—থলি
কথগী (বি)—বক্তা
কধা (বি)—কথা
কন্‌ধা (বি)—কাঁধ
কবা (ধা)—কোপানো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করঙা (বি)—কামরাঙ্গা
করমর (বিণ)—শক্ত
কলগ্ (বি)—সমতল ভূমি
কলপ (বি)—কলম
কহ্র (বি)—কোল
কাগোই (বি)—বাঁশের চিরুণী
কাঙারা (বি)—কাঁকড়া
কাত্তোল (বি)—কাঁঠাল
কাদাকাদি (বিণ)—অসংকুলান
কাবানা (জি)—কাটা
কাবিল (বি)—দক্ষ
কাবুক্ (বি)—এক প্রকার ফাঁদ
কাল্‌লোঙ (বি)—বেতের বিশেষ ধরনের কুপড়ি
কিজাক (বি)—চীৎকার
কিজিং (বি)—গিরিপথ
কির্‌বা (বি)—স্নেহ
কুই (বি)—সাঙ্কেতিক ধ্বনি
কুগি (বি)—কুকি সম্প্রদায়
কুচ্যাল (বি)—ইক্ষু
কুচ্ (ধা)—গর্ত্ত করে ধান লাগানো
কুজানা (জি)—গর্ত্ত করে ধান লাগানো
কুজা (ধা)—অন্যকে দিয়ে ধান লাগানো
কুজুক (বি)—কুটিলতা
কুজুম (বি)—কুসুম
কোল্‌জা (বি)—কলিজা
ক্যঙ (বি)—বৌদ্ধ মন্দির
ক্যেম (বি)—বাঁশের টুকরা
কঁইয়্যা (বি)—পেঁপে
খক্ (বিণ)—বাঁকা
খক্‌কেং (বি)—তক্ষক
খগা (বি)—ঠোঙ্গা
খন্ (বিণ)—তোত্‌লা
খবং (বি)—পাগড়ী
খলা (বি)—প্রাঙ্গন, শুকনা
খল্ (বিণ)—বিষাক্ত
খাগারা (বি)—নল খাগড়া
খাচ্‌ছেত্ (বি)—চরিত্র
খাজুর (বি)—খেজুর
খাদি (বি)—চাকমা রমনীদের বক্ষ বন্ধনী
খাদিয়্যা (বি)—যে খাটে
খাদেইয়্যা (বি)—যে খাটায়
খানক্‌খন (বি)—কিছুক্ষণ
খারা (বি)—খেলা
খারাং (বি)—বেতের ঝুড়ি বিশেষ
খারু (বি)—চুড়ি
খুচ্ (বি)—পদচিহ্ন
খুত (বি)—ক্ষত
খুদা (বি)—খুঁটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খুদানা (জি)—সাপের কামড়
খুর (বি)—ক্ষুর
খুরুম (বি)—বেতের একপ্রকার ছোট কুপড়ি
খুলুং—ফাঁফা
খুল্যা—থলি
খেঙেদা (বিণ)—হেংলা
খেত্যালী (বি)—ক্ষেতকর্ম
খেমা (বিণ)—ক্ষমা, ক্ষান্ত
খের (বি)—খড়
খেলাং খেলাং (বি, বিণ)—খোলসা স্থান
খেংগরং (বি)—বাঁশের তৈরী সঙ্গীত যন্ত্র বিশেষ
গঙ (বি)—গতি
গঙা (বি)—গঙ্গা
গঙার (বি)—স্রোত
গজর (বি)—গুচ্ছ
গজা (বি)—গোত্র
গধা (বিণ)—গোটা
গনা (ধা)—গণনা করা
গব (বি)—গয়াল
গব্ (ধা)—গালি দেওয়া
গম (বিণ)—ভাল
গরক (বি)—রাখাল
গরাচ (বি)—গ্রাস
গলচ (বি)—গ্লাস
গাত্ (বি)—গর্ত
গাভুর (বি)—যুবক, চাকর
গাভুরি (বি)—যুবতী
গিরা (বি)—গ্রন্থি
গিরি (বি)—পরিবার
গিরিত্তি (বি)—গৃহস্থালী
গিরোচ (বি)—গৃহস্থ
গুই (বি)—গো সাপ
গুজং (বিণ)—কুব্জ
গুত্তি (বি)—গোষ্ঠী
গুত্থ্যা (বি)—মগজ
গুমোর (বিণ)—গোপনীয়
গুরা (বি)—বাচ্চা
গুল (বিণ)—গোল
গুলুক (বি)—ক্ষুদ্র পাত্র বিশেষ
গুলেক (বিণ)—কিছু
গুল্‌চৌধুরী (বি)—দোয়েল
গেঙখুলি (বি)—চারণ কবি (চাকমা সমাজে খুবই প্রিয় লোকগায়ক)
গোজি (বি)—হাঁড়ি
গোজেন (বি — ঈশ্বর, গোঁসাই
গোভিন (বিণ)—গভীর
গ্যেত্ (বি)—গ্রন্থি
ঘঙদা (বি)—ঘোমটা
ঘধা (বি)—বাঁধ
ঘান্‌দা (বি)—সীমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘিনান—ঘৃণা করা
চগদা (বি)—কাঠবিড়ালী
চঙরা (বি)—একজাতীয় হরিণ
চদক (বি)—বিলাসিতা
চদর (বি)—উলংগ
চন্ধা (বি)—রাগ
চবাসাল (বি)—শ্মশান
চর্কি (বি)—কার্পাসের বীজ ছাড়ানোর যন্ত্র
চাগা (বি, বিণ)—চেপ্টা
চাগ্ (ধা)—স্বাদ নেওয়া
চাজানা (জি)—দা দিয়ে পালিশ করা
চাবারা (বি)—চ্যাচাড়ী
চাবুগি (বি)—পিননের কিনারা-স্থিত নক্সা বিশেষ
চাম (বি)—চামড়া
চাম ভাত (বি)—পোড়া ভাত
চামিনি (বি)—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী
চালি (বি)—বাঁশের ভেলা
চিগোন (বিণ)—ছোট
চিত্তি (বি)—থুকু
চিমোর (বিণ)—শক্ত
চির্ (ধা)—ফাঁক করা
চুঙলাং (বি)—বিবাহাচার বিশেষ
চুচ্যাং (বিণ)—সূচালো
চুদ্ (ধা)—সঙ্গম করা
চুধা (বি)—খালি
চুধানেই (বি) গর্ভবতী
চুধা-মু (বি)—বিষন্ন মুখ
চুমা (বি)—চোঙা
চুম্ (ধা)—চুমু দেওয়া
চেগা (ধা)—লম্বা লম্বা কদম ফেলা
চেগার (বিণ)—যথেষ্ট
চেরেপুক (বি)—ঝিঁ ঝিঁ পোকা
চোইতাল (বিণ)—উত্তাল
চোরোই (বি)—চড়ুই
ছ (বি)—বাচ্চা
ছর (বি)—মাটির ঢাকনী
ছাগ্ (ধা)—জল সেচন করা
ছামা (বি)—ছায়া
ছিদোল (বি)—নাপ্পি
ছিন্ (ধা)—ছিন্ন করা
ছেই (বি)—ছাই
ছেদাম (বি)—ক্ষমতা
জগরা (বি)—একরকমের মদ
জগদাং (বিণ)—গোলমেলে
জাঙগেল (বিণ)—সাংঘাতিক
জাত (বি)—জাতি
জামি (বি)—চোয়াল
জামেই (বি)—জামাই
জার (বি)—শীত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জার্‌বুয়া (বিণ)—জারজ
জালা (বি)—ধানের চারা
জাং (বি)—পাটীর বেত
জিংকানি (বি)--জীবন
জু (বি)—সুযোগ, পদ্ধতি
জুধা (বি)—পৃথক
জুনপহ্‌র (বি)—জ্যোৎস্না
জুনি (বি)—জোনাকী
জুম (বি)—পাহাড়ীদের এক বিশেষ ধরনের চাষ
জুম্মুয়া (বি)— জুমিয়া
জুরা (ধা)—ঠাণ্ডা করা
জুর্‌বপেক (বি)—বুলবুলি
জুং (বি)—গুপ্তধনের পাত্র
জু (বি)—সমবেত সভায় সকলকে নমস্কার জানানো
জুরি (বি)—পাহাড়ের ঢালু অংশ
জোল (বিণ)—গণ্ডগোল
জ্যেত (বিণ)—জ্যৈষ্ঠ
জ্যেদেই (বি)—জ্যেঠিমা
ঝক্‌পরানা (জি)—বিপদ সঙ্কেত পাওয়া
ঝন্‌নাল (বি)—ঝর্ণা
ঝর (বি)—বৃষ্টি
ঝলা (বি)—থলি
ঝার (বি)— জঙ্গল
ঝি (বি)—কন্যা
ঝুঙলি (বি)—কানের অলংকার
তচ (বি)—রস
তঝক্‌ (বি)—তোষক
তদা (বি)— গলা
তদেক (বি)—টিয়া
তনা (বি)—মন্ত্র
তলোই (বি)—বেতের তৈরী ধান শুকাবার মাদুর বিশেষ
তংটং (বি)—উঁচু স্থানে নির্মিত মাচা
তাক (বি)—পাখী তাড়াবার জন্য বাঁশ নির্মিত যন্ত্র বিশেষ
তাগল (বি)— দা
তাগা (বি)—সুতা
তাঙ্‌ (বি)—টাঙ্গানো
তাম (বি)—কাজু বাদাম
তারেং (বি)—খাড়া
তালিক (বি)—তাবিজ, তালিকা
তাংতাং (বি, বিণ)—স্পষ্ট
তিঙতিঙ্যা (বিণ)— শক্ত, টানা-টানি অবস্থা
তিদি পেইক (বি)—তিতির পাখী
তিরাচ্‌ (বি)— তৃষ্ণা
তুক (বি)—শীর্ষ
তেঙা (বি)—টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তেলোন (বি)—পাতিল
তেহ্‌র (বিণ)—টেরা
ত্যন (বি)—তরকারী
তেঙা (বি)—টাকা
তেলোন (বি)—পাতিল
তেহ্‌র (বিণ)—টেরা
ত্যন (বি)—তরকারী
থাক (বি)—স্তর
থাগুর (বি)—ঠাকুর, বৌদ্ধ ভিক্ষু
থাধার (বি)—বজ্র
থানা (ক্রি)—বাস
থান্‌মানা (বি)—স্থানমানা
থাহরা (ধা)—লক্ষ্য করা
থিগা (ধা)—দাঁড়ানো
থুরচুমা (বি)—চাকমারে তাঁতে ব্যবহৃত মাকুর চোঙা
থুরুং (বি)—বিশেষ ধরনের বেতের ঝুপড়ি
থেঝেরা (বি)—বিদ্রূপ
দক (বিণ)—কড়া
দজরা (বিণ)—ভিন্ন
দঝা (বি)—বিপদ
দর (বিণ)—শক্ত
দলা (বি)—ঢিল
দাগকধা (বি)—প্রবাদবাক্য
দাঙর (বিণ)—বড়
দাঙদাঙ্যা (বিণ)—বৃক্ষহীন
দাবা (বি)—বাঁশের হুক্কা
দাভা (বিণ)—পণের টাকা
দারু (বি)—ঔষধ
দামারা (বি)—বৃষ
দিগ্‌ (বি)—ডগা
দেচ (বি)—দেশ
দেবা (বি)—আকাশ
দেবেদা (বি)—দেবতা
দোই (বি)—দৈ
দোক (বি)—ডাহুক
দোরি (বি)—দড়ি
দোল্যা (বিণ)—দলিত
দোল্‌ (বিণ)—সুন্দর
ধ (বি)—ধান মাপার বাঁশের চোঙা
ধহ্‌ল (বিণ)—ধবল
ধং (বি)—ঢং
ধাঙর (বিণ)—বড়
ধা (ধা)—পালানো
ধাল (বি)—ঢাল
ধুধুগ (বি)—বাঁশ-নির্মিত এক-প্রকার সঙ্গীত যন্ত্র
ধুন্‌ধা (বি)—তামাক
ধুরুং (বিণ)—ফাঁপা
ধুল (বি)—ঢোল
ধেঙি (বিণ)—ঢেঁকি
ধেং (বিণ)—দুষ্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন (বি)—নৌকা, নয়
ননন (বি)—ননদিনী
নাগা (বিণ)—যে নাকি সুরে কথা বলে
নাঙ (বি)—নাম
নামদা (বি)—নামতা
নাধা (বিণ)—কৃপণ
পক্তা (বিণ)—মোটা
পঙ (বি)—পাল
পঙা (বি)—কচুর ফুল
পজ্জন (বি)—রূপকথা
পঝন (বিণ)—পছন্দ
পঝা (বি)—বোঝা
পঝাবিরা (বি)—মালপত্র
পত্তাপত্তি (বি)—প্রজাপতি
পদায় (বি)—সৃষ্টি
পধ (বি)—পথ
পরানবি (বি)—প্রিয়তমা
পরানি (বি)—প্রিয়া
পরান্যা (বি)—প্রিয়তম
পল্লাপল্লি (বি)—লুকোচুরি
পহ্না (ধা)—স্বচ্ছ
পহ্র (বি)—আলো
পাওর (বি)—পাপড়ি
পাক্কুয়া (বি)—পাঁকুই
পাক্কোন (বি)—মদের কলসী রাখার জন্য বেতের তৈরী ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট ঝাঁকা

পাঙি (বি)—দাঁড়
পাগানা (বি)—পাকা
পাত্তলি (বি)—মাঝি
পাদল (বিণ)—পাতলা
পাতুরা (বিণ)—ভীরু
পাধি (বি)—ছাগী
পান্যা (বিণ)—পান্সে
পাহ্লা (বি)—পালা গান
পিজোর (বি)—মাচা ঘরের পেছনের বারান্দা
পিত্থিমী (বি)—পৃথিবী
পিনন (বি)—চাকমা রমণীদের পরনের কাপড়
পিন্ (ধা)—কাপড় পরা
পিবিরা (বি)—পিঁপড়া
পিরাল্যা (বিণ)—রোগী
পুক (বি)—পোকা
পুজনি (বি)—যাহা দ্বারা মুছা হয়
পুঝার (বি)—জিজ্ঞাসা
পুনং চান (বি)—পূর্ণিমার চাঁদ
পুন্হ্যা (বি)—পূণ্যাহ
পুল্যাং (বি)—বিশেষ ধরণের বাঁশের ঝুপড়ি
পেইক (বি) পাখী
পেজা (বি) - পেঁচা
পোর্জু (বি)—পরশু
পোরি (বি)—পরী
পোহ্ত্যা (বি)—উষা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফক্ (বি)—ছিদ্র
ফরফরা (ধা)—পাখা ঝাপটানো
ফাগু (বি, বিণ)—পাউডার
ফানোচ্ (বি)—ফানুস
ফারাঙি (বি)—কুষ্ঠ
ফারা (বি)—অশুভ
ফাল (বি)—ফাঁদ, লম্ফ,
ফাং গরনা (জি)—ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করা
ফুন (বি)—ফুঁ
ফুনি (বি)—চিরুণী
ফুনহুরি চুমা (বি)—ফুঁ দেওয়ার চোঙা
ফেহ্চ (বি)—নিন্দা
ফোর (বি)—পালক
বহম্বা (বিণ)—বোকা
বহরা (বিণ)—বধির
বহলা (বি)—ভীমরুল
বা (বি)—বাবা
বাককোন (বিণ)—বামন
বাগল (বি)—গাছের ছাল
বাগা (বি)—বর্গা
বাঙ (বি)—বাম
বিঁচ (বি)—বিষ
বিজগ (বি)—চাকমা ইতিহাস
বিজোর (বি, বিণ)—বীজ
বিজোল (বিণ)—পিছলা
বিধু (বি)—প্রেয়সী
বিযু (বি)—চৈত্র সংক্রান্তি
বিলেই (বি)—বিড়াল
বিয়ং (বি)—দুই হাত প্রসারিত পরিমাপের চাকমা তাঁতের বিশেষ কাঠি
বক (বি)—জলের পাত্র কাঁধে নেওয়ার বাঁক
ব-কাদি (বি)—চাকমা তাঁতের কাঠি
বচ (বি)—বশ
বজং (বিণ)—খারাপ
বঝর (বি)—বৎসর
বত্গাছ (বি)—বটবৃক্ষ
বদা (বি)—ডিম
বরা (বি)—আঁটি
বরব (বি)—তুফান
বাদি (বিণ)—পক্ষ
বাদোই (বি)—ভাতুই পাখী
বাদোল্ (বি)—ধনুক
বান্ (ধা)—বাঁধা
বারিঝা (বি)—বর্ষা
বারেং (বি)—বিশেষ রকমের বেতের কুপাড়
বারোচ (বি)—বারুদ
বালু (বি)—বালি
বালোচ (বি)—বালিশ
বাল্ (বি)—জরায়ু
বাহ (বি)—বাসা
বাহুরা বানা (জি)—ঢেঁকিভানা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাহ্‌রে (অ)—বাইরে
বুগানা (জি)—পিঠে চড়া
বুজ্যা (বি)—বুড়া
বুত্‌তি (বি)—সলিতা
বুহু (বি)—বোঁটা
বুনানা (জি)—বুনা
বুর্‌পারা (জি)—পূজা, আপদ বিপদ দূর করার পূজা
বুহ্‌রি (বি)—বুড়ী
বেই (বি)—দিদি, ঠাকুরমা
বেঘেনা (বি)—বেঙাচি
বেঙ (বি)—বেঙ
বেচাখঙা (বিণ)—আঁকাবাঁকা
বেজানা (জি)—বিক্রি করা
বেত্‌ (বি)—বেত
বেতাল্যা (বি)—তালহারা
বেদিঝা (বিণ)—দিশাহারা
বেধক (বিণ)—শ্রীহীন
বেল্‌ (বি)—সূর্য
বোচ্‌চি (বি)—বড়শী
বোদ্য (বি)—বৈদ্য
বোদ্যালি (বি)—বৈদ্যগিরি
বোরোই (বি)—কুল
ভঙচঙ (বি)—বাহার
ভঙরা (বি)—ভোমরা
ভঙ্‌ (ধা)—ঘুরা
ভত্‌তা (বি)—চাট্‌নী
ভাঙ (বি)—নেশা
ভাঝ (বি)—বন্ধ্যা
ভাঝা (ধা)—ভাসানো
ভাতদ্যা পূজা (বি)—চাকমাদের ভাত দেওয়ার পূজা
ভাদি (বি)—মদের ভাটি
ভাধালি (বি)—একপ্রকার কাঁটা (Love thorn)
ভালক্‌লুক (বি)—ভাল্লুক
ভুই (বি)—জমি
ভেদা (বি)—ছিদ্র
ভেভেক্যা (বিণ)—নরম
ভেরা (বি)—বেতের তৈরী ছোট ঝুড়ি
ভোচ্‌ (বি)—ভাবী
ভোন (বি)—বোন
মগধা (বিণ)—মৃত
মগা (বি)—পাতিল
মগাপুজনী (বি)—নেকড়া
মজাঘর (বি)—মাচান ঘর
মঝা (বি)—মশা
মন্‌দর (বি)—মন্ত্র
মরত (বি)—পুরুষ
মংগা (বিণ)—দামী
মা (বি)—মা
মাগ্‌ (ধা)—খুঁজা
মাঙ (বি)—স্ত্রীলিঙ্গ
মার্‌ (ধা)—কথা

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ngri Library

Acces
Class on
Cat. on
Tag etc
Checked
Any Other

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

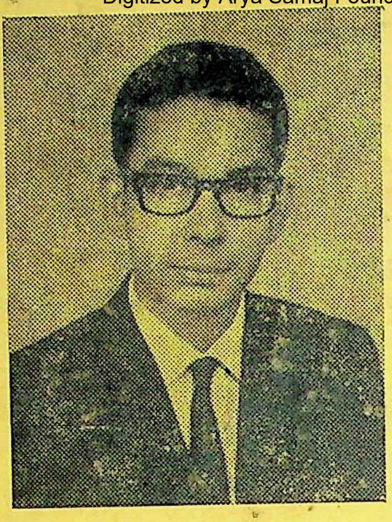

জন্ম চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ। পি. এইচ. ডি.-র বিষয় 'বাংলার লোকউৎসব'। ১৯৬৪-৬৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী গবেষক ও 'রিসার্চ ফেলো' ছিলেন। বর্তমানে ফকিরচাঁদ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।

১৯৭৪ সালের প্রথমার্দ্ধে 'বাংলা একাডেমীতে' [ঢাকা, বাংলাদেশ] 'প্রদর্শ ফেলো' হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'চাকমা সমাজ ও ফোক্‌লোর' নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে 'ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার [Indian Council for Social Science Research, New Delhi] প্রকল্প-পরিচালক হিসেবে এবং ত্রিপুরা সরকারের 'ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ও রিসার্চ ডাইরেক্টরেটে'র আনুকূল্যে ত্রিপুরার চাকমাদের ওপর সমীক্ষা ও গবেষণা করেন। কলকাতা একাডেমি অব ফোক্‌লোরের অবৈতনিক পরিচালক এবং 'লোকসংস্কৃতি' [ত্রৈমাসিক] পত্রিকার সম্পাদক। 'ভারতীয় ফোক্‌লোর কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ চৌধুরী ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিকাগোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি সম্মেলন ও জাতিতত্ত্ব কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ চৌধুরী ভারতে লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের একজন নিবেদিত সংগঠক।

লোকনিকেতন

LOKANIKETAN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar